অনুশ্রুতি

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

অনুশ্রুতি

(২য় খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ভূমিকা

শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়া বলতে আরম্ভ করেন ১৯৪০ সালে। প্রথম কয়েক মাস অবিশ্রান্তভাবে ছড়া ব'লে চলেন। পরে এই গতি কিছুটা মন্দীভূত হ'য়ে আসে। কিন্তু অন্যান্য লেখার সঙ্গে ছড়াও মাঝে-মাঝে দেন। এই সব ছড়া একত্র ক'রে ১৯৪৯ সালে অনুশ্রুতি প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাতে প্রায় দুই সহস্র ছড়া স্থান পায়। এর পরও যে এক-আধ সময় ছড়া না দেন, তা' নয়, কিন্তু তার সংখ্যা ছিল কম। তার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে অর্থাৎ গত দুই বৎসরে শ্রীশ্রীঠাকুর অজস্র ছড়া দেন। সেগুলির সংখ্যা পাঁচ সহস্রের অধিক। তা' থেকে মাত্র ১৪১৩টি ছড়া নিয়ে বিষয় হিসাবে শ্রেণীবিভাগ ক'রে অনুশ্রুতি দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'চ্ছে। এর মধ্যে আদর্শ, ধর্ম্ম, ইষ্টভৃতি, যাজন, সাধনা, আর্য্যকৃষ্টি, কর্ম্ম, শিক্ষা, চরিত্র, প্রবৃত্তি, অসৎ-নিরোধ, বিধি, সংজ্ঞা ও দর্শন—এই কয়টি অধ্যায় আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর যখনই যা' বলেন, তা' বলেন জনমঙ্গলের দুর্ব্বার তাগিদে। এই অনিবার্য্য প্রয়োজন-বোধ তাঁকে কিছুতেই স্থির থাকতে দেয় না। পার্ব্বত্য-প্রস্রবণধারা যেমন দুর্জ্জয় বেগে আপনার গতিপথ রচনা ক'রে এগিয়ে চলে, তাঁর লোককল্যাণকর ভাবরাজিও তেমনি দুর্দ্দম সম্বেগে বিচিত্র ভাষা, ভঙ্গিমা ও ছন্দে আত্মপ্রকাশের পথ ক'রে নেয়। এর মধ্যে নেই কোন সযত্নলালিত শিল্পচাতুর্য্য, নেই কোন শব্দচয়ন ও বিন্যাসের সচেতন প্রয়াস, নেই কোন নির্দ্দিষ্ট ছন্দ ও অলঙ্কারের অনুবর্ত্তনে সুবলয়িত কাব্যসৃষ্টির পরিকল্পনা। সারা সত্তা তাঁর সর্ব্বক্ষণের জন্য উন্মুখ ও উদ্যত হ'য়ে থাকে মানুষের ভাল দেখতে ও মানুষের ভাল করতে। তাই সাহিত্যকৃতির মাধ্যমে তিনি চান আমাদের বোধবিপর্য্যয়, রুচিবিকৃতি ও বুদ্ধিভ্রংশের নিরসন ক'রে আমাদেরকে সত্তাসম্বর্দ্ধনার উদার, উদাত্ত, শাশ্বত, সাত্বতলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁর ভাষা তাই শাণিত, সংহত, ফুল্লপ্রেরণার বিদ্যুদ্দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। হেটো কথা, মেঠো কথা, মায় পাবনার স্থানীয় গ্রামঘরের কথা থেকে সুরু ক'রে গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সাধুভাষা পর্য্যন্ত সর্ব্বস্তরের ভাষার এক বিস্ময়কর, মনোরম সমন্বয় ঘটিয়েছেন তিনি। এর ভিতর-দিয়ে বাংলা-ভাষার এক অপূর্ব্ব পৌরুষ-ভঙ্গিমা, অভাবিত বীর্য্যের ঝঙ্কার, অসামান্য ঐশ্বর্য্য ও অচিন্ত্য বৈচিত্র্যের উদঘাটন হয়েছে। আবার, ছন্দ-সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকলেও আমরা এইটুকু দেখি যে ছড়াগুলি মাত্রা, ছেদ, যতি, তান ও লয়ের শুভসঙ্গতিতে, মনোজ্ঞ ধ্বনিমাধুর্য্যে এক পরম রমণীয় রসবস্তুতে উত্তরণলাভ করেছে—যার পঠন-পাঠন অন্তরকে হৃদ্যমাধুর্য্যের আনন্দদোলনে সন্দীপ্ত ক'রে তোলে। লেখাগুলির ছত্রে-ছত্রে এক

সুধা-সুরভিত স্বর্গীয় পরিমণ্ডলের আভাস মেলে। তবে ছন্দোবদ্ধ বাণীগুলির স্বাদুতা সম্যক্ উপলব্ধি করতে গেলে সেগুলি ঠিকমত পড়তে জানা চাই, কোথাও অক্ষরবিশেষকে দীর্ঘ ক'রে, কোথাও বা কোন অক্ষরকে হ্রস্ব ক'রে পড়ার প্রয়োজন আছে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দপাঠের বেলায় এমনতর উচ্চারণ-রীতি প্রচলিত আছে।

বক্তব্যগুলি ছড়ায় প্রকাশ করার অন্যতম অভিপ্রায় হ'চ্ছে—এগুলি যাতে কথায়-কথায়, গাথায়-গাথায় মানুষের মুখে-মুখে জনচিত্তে প্রবচনের মত চারিয়ে যায়। অনুশ্রুতি প্রথম খণ্ড প্রকাশ হবার বার বৎসর পর আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি—অনেক বালকবালিকা ও গ্রাম্য গৃহস্থ বধূদের মুখে-মুখেও কথাচ্ছলে কত জ্ঞান-গভীর ছড়ার অনায়াস-আবৃত্তি শোনা যায়! আচরণ যদিও প্রধান লক্ষ্য, তবুও লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছড়াগুলি যে আজ দেশে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে, সে-সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই। আজ গণসাহিত্য ও লোকসাহিত্য সৃষ্টি ও প্রচারের কথা হ'চ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছড়াগুলি আমরা যেন সাধারণের মধ্যে চারিয়ে দেবার চেষ্টা করি। তাতে জনমণ্ডলী পাবে এক মহৎ-জীবনের দিগ্‌দর্শন। আত্মসংগঠনে প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠবে স্বতঃই। আর তা' যদি হয় তবেই শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে হাসি ফুটবে ও সফল হবে এই প্রকাশন। বন্দে পুরুষোত্তমম্

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
৩রা আশ্বিন, ১৩৬৮
তালনবমী তিথি

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

অনুশ্রুতি দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। মানব জীবনের সর্ব্ব-সমস্যা-সমাধানী তথা সর্ব্বতোমুখী জীবন-চর্য্যার অমৃত-সঙ্কেত-স্বরূপ এই বাণীগুলি নিয়মিত পঠন-পাঠন ও অনুশীলনার মধ্য দিয়ে প্রতিটি জীবন শান্তি-স্বস্তি-সমৃদ্ধিতে সার্থক হয়ে উঠুক—এই আমাদেরঐকান্তিক কামনা।

বন্দে পুরুষোত্তমম্

সৎসঙ্গ, দেওঘর
তালনবমী তিথি
১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

প্রকাশক

আমার কথাগুলি যদি তোমার -
শুধু কথার ভিতরেই খোরাক মাত্র হয় -
করার বা আবরণের ভেতর দিয়ে
পৌঁছাতে যদি -
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পারে -
তবে -

পাওয়া যাবে তোমার
উষ্ণতাটুকুই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয় -

তোমারই "আমি"

সত্তা সচ্চিদানন্দময়,
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই,
সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা' তা'ই ধর্ম্ম;
ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয় আদর্শে—
আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ,
অনুরাগ আনে বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ,
বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি,
ধৃতি আনে সহানুভূতি,
সহানুভূতি আনে সংহতি,
সংহতি আনে শক্তি,
শক্তি আনে সম্বর্দ্ধনা;
আর, ঐ ধৃতি আনে প্রণিধান,
প্রণিধান হ'তেই আসে সমাধি,
আবার সমাধি হ'তেই আসে কৈবল্য—
তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ,
মহাচেতন-সমুত্থান!

—শ্রীশ্রীঠাকুর

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আদর্শ	১
ধর্ম্ম	১১
ইষ্টভৃতি	৩৯
যাজন	৪১
সাধনা	৪৯
আর্য্যকৃষ্টি	৭২
কর্ম্ম	৯৩
শিক্ষা	১২৩
চরিত্র	১৪০
প্রবৃত্তি	১৯১
অসৎ-নিরোধ	২০২
বিধি	২১১
সংজ্ঞা	২৩০
দর্শন	২৩৯

আদর্শ

ইষ্ট তোমার—
প্রশস্য বা প্রেষ্ঠ তোমার—
বাঁচাবাড়ার সত্তাধৃতি,
আদর্শ কিন্তু তিনিই তোমার—
ভর-জীবনের নেতৃনীতি। ১।

ঐতিহ্য-কুল-সবৈশিষ্ট্যের
তোমার যিনি নিয়ামক,
বাঁচাবাড়ার নেতা তিনিই
সত্তার তিনি বিধায়ক;
শিষ্টাচারী সুনিষ্ঠ যে
অনুকম্পী দরদ-প্রাণ,
তিনিই কিন্তু সবার প্রিয়
তোমারও কিন্তু তিনিই স্থান;
জীবনপথে চলার সাথে
অনুসরণ যদি তাঁ'রই কর,
দুনিয়া-দেশটি ন্যায্য বিভায়
সঞ্চারণায় হবে দৃঢ়;
তাঁ'র অনুসরণ ক'রে চল—
আচার-ব্যাভার-বিভব নিয়ে,
সংস্থা তোমার তিনিই জেনো—
তাঁ'র নিদেশে হৃদয় দিয়ে;

স্ব-এর বৈশিষ্ট্য রাখেন যিনি
ধারণ-পালন-বর্দ্ধনায়,
সেইতো ধৃতি, সেই নিয়মন,
স্ব-বিনায়ন স্বাধীনতায়। ২।

লতা যেমন বৃক্ষ ধ'রে
বেড়ে ওঠে পাকে-পাকে,
লোকগুলিও যে তেমনিতরই
প্রেষ্ঠ ধ'রে বাড়তে থাকে। ৩।

ধারণ-পালন যিনিই করেন
সব যা'-কিছুর সুসম্বেগে,
ঈশ্বরই তাঁ'র উৎস জানিস্
চলেন তিনি নিত্য যোগে। ৪।

ঈশ্বরেরই যোগ-চলনের
সার্থকতা ঐখানে,
রুদ্ধ না হয় স্রোত জীবনের
তৃপ্ত থাকিস্ তুই প্রাণে। ৫।

সব দেবতার সমাহারেই
পুরুষোত্তমের সৃষ্টি,
সহজ মানুষ নররূপে
করেন ধৃতি-বৃষ্টি। ৬।

পুরুষোত্তমের পরম-লক্ষণ
বৈশিষ্ট্যপালী সদাই সে,
জীবন-ধর্ম্মের স্বভাব-নেতা,
নিয়মনা তাঁ'র সকাশে। ৭।

সব সত্তারই আপূরণী—
পুরুষোত্তম তা'রে বলে,
ব্যর্থ হ'লে তোমার জীবন
সার্থকতায় ধরেন তুলে। ৮।

বর্ত্তমানই বিদ্যমান—
কৃতিবিজ্ঞ বিশেষ জন,
ইষ্টনিষ্ঠ গুণান্বিত
উদ্গাতা কিন্তু তিনিই হন। ৯।

জীবন-বৃদ্ধির উৎস যিনি
তিনিই কিন্তু নারায়ণ,
স্বভাবটা যাঁ'র ঐ ধরণের
তিনিই মূর্ত্ত অবতরণ। ১০।

আবর্ত্তিত যিনি ভবে
লোকবর্দ্ধনী আবেগ নিয়ে
সেই স্বভাবের অনুশীলনে
তোমাতেই ওঠে তা' বিনিয়ে। ১১।

তিনি মূর্ত্ত অভিষিক্ত
জীবন-জগৎ-উদ্ধারণ,
তাঁ'র নিদেশে সব সেধে নে—
যা'তে আসে উন্নয়ন। ১২।

প্রবৃত্তিরই অপচারে
উচ্ছৃঙ্খলায় ধৃতি যখন,
বোধ বিনিয়ে সত্তাটিকে
সৎ চলনে করেন স্থাপন,—

যাঁ'র প্রসাদে এমনতরই
হ'য়ে চলে ধৃতি-পায়ে
ধর্ম্মস্থাপক তিনিই তো হন
বাঁচান জীবে জীবন-দায়ে। ১৩।

ঐশ্বর্য্যেরই উৎস কোথায়
ধৃতি কোথায় তোর,
দেখলি নে তুই খুঁজে-পেতে
ওরে ভাগ্য-চোর। ১৪।

বুদ্ধি-বিবেক-বিবেচনা
কেন্দ্রায়িত না হ'লে,
দীপনকৃতির তাপন-স্রোতে
কভু কি তা'য় ফল ফলে? ১৫।

আদর্শেতে অটুট থেকে
ধর্ম্ম-কৃষ্টির অনুশীলন,
ভাগ্যদেবীর আহুতি যে
থাকলে নিখুঁত কৃতি-চলন। ১৬।

আচার্য্যেরই সন্তর্পণা
ভর-জীবনে রেখে ধ'রে,
কৃতি-দীপন ঝোঁক রেখে চল্
আপদ্-বিপদ্ নিকেশ ক'রে। ১৭।

অভিপ্রেত যা'-কিছু তাঁ'র
প্রিয়পরম ইষ্ট যিনি—
তোমার হ'য়েই যেন ফোটেন—
চলায়-বলায় স্বতঃই তিনি। ১৮।

ধান্ধা সকল বন্ধ ক'রে
বান্দা হ' তুই আদর্শের,
তাঁ'রই চর্য্যার ধান্ধা নিয়ে
ইষ্টীপথে হ' তুই ঢের। ১৯।

প্রেষ্ঠ যদি শ্রেষ্ঠ না হন
তোমার পরিবেশে,
শ্রেয়ত্ব তোর রইবে কোথায়
চ'লবি কি আপসোসে? ২০।

গুরুই যে তোর মন্ত্রদাতা
জীবনপালী নেতা তোর,
তাঁ'রই মতে চলিস্ ওরে
রাখিস্ বাঁধা ভক্তি-ডোর। ২১।

বাজার ঘুরে বাছতে গুরু
নিষ্ঠা গেল জাহান্নমে,
ভাঙ্গবে কি তোর শঙ্কা মনে
হবে কি কিছু লাখ জনমে? ২২।

ওরে পাগল! এখনও শোন্,
এখনও ধর্ আচার্য্য-গুরু,
তাঁ'রেই ধ'রে যুক্ত হ' তুই
উঠুক বেড়ে তপের তরু। ২৩।

জীবন-নাথকে হেলায় ফেলে
জগন্নাথকে দেখতে গেলি,
জীবন-নাথই যে জগন্নাথ
অহঙ্কারে না দেখতে পেলি। ২৪।

প্রেষ্ঠ হ'তেও প্রীতি-চর্য্যা
সক্রিয়তায় যেথায় রত,
লাখ কথা তুই ক'স্ না মুখে
সেই যে রে তোর প্রিয় দড়। ২৫।

প্রেষ্ঠ-রক্ষায় সাবধানে থাকিস্
ফাঁকায় রেখে তাঁ'র প্রয়োজনে,
সময়-মতন না হ'লে কথা
আপদ্ আসে ঐ তোরণে। ২৬।

প্রেরিত-পুরুষ আর মহাজন
সৎ-বর্দ্ধনার স্বর্গদূত,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
ন'ন্ তাঁহারা নরক-ভূত। ২৭।

নিবেদিত ইষ্টে যা'-সব
ধার ক'রে—যদি তা' না দাও,
কিংবা সেবার বিনিময়ে
যদি তুমি কিছুও নাও,
শুনে রাখ—শক্ত কথা—
বিভবক্ষয়ী অভিসার,
বিভূতি তোর আসবে নাকো
সম্পদ্-স্বস্থ হবি না আর। ২৮।

শিষ্য হ'লেই গুরু হবে
সেটা কিন্তু নয়কো ঠিক,
চরিত্র আর চলন-বলন
বোধ-বিকাশী তা'র নিরিখ। ২৯।

ইষ্ট-গরব যা'র হৃদয়টা
পেয়ে ব'সে আছে,
দীপ্ততেজা ঊর্জ্জী উছল
অমন ক'জন আছে? ৩০।

যাদুকর তো নয়কো গুরু
ধারেন নাকো যাদুর ধার,
যাদু ভেঙ্গে সব দেখানো
এইতো তাঁহার ব্যবহার। ৩১।

যাদুকর নয় গুরু কিন্তু
যাদু ভাঙ্গাই তাঁ'র স্বভাব,
যাদু ভেঙ্গে দেন দেখিয়ে
ভর-দুনিয়ার স্বরূপ-ভাব। ৩২।

সদ্‌গুরুই তো আচার্য্যগুরু
কৃতিতপে জানেন যিনি,
কৃতি-তপী সার্থকতার
বিভূতি ঐ,—কৃতী তিনি। ৩৩।

দেব-দেবতা হাজার ধরিস্
আচার্য্য যা'র ইষ্ট নয়,
স্পষ্টতর বুঝে রাখিস্
জীবন-চলায় নেহাৎ ভয়। ৩৪।

সব-দেবতার জ্যান্ত প্রতীক
বুঝে রেখো ইষ্ট তোমার,
সেবাপ্রতুল ইষ্টনিষ্ঠা
তপ-দীপনা সেইতো পূজার। ৩৫।

ইষ্টই তো বিভুর প্রতীক
নরলোকে মূৰ্ত্তনা,
যাঁ'র চরিত্র-স্বভাবাবেগে
উচ্ছলে তাঁ'র মূৰ্চ্ছনা। ৩৬।

প্রেষ্ঠ জানিস্ সাম্যকেন্দ্র—
জীবন-চলার সাম্য-গান,
দৃষ্টি রেখে তাঁ'তেই করিস্
সমত্বেরই অভিযান। ৩৭।

ইষ্ট তোমার সাম্যকেন্দ্র
নিষ্ঠা-চর্য্যা যত তাঁ'তে,
সাম্য-চলায় বিনিয়ে চালায়
তাঁ'রই শুদ্ধ ভাব-আভাতে। ৩৮।

পুরুষোত্তম আসেন যখন—
সব গুরুরই সার্থকতা,
তাঁ'কে ধ'রলে আসে নাকো
গুরুত্যাগের ঘৃণ্য কথা। ৩৯।

পুরুষোত্তম সবার গুরু
সবার ধাতা পূর্য্যমাণ,
ধৃতিচর্য্যী সবারই তিনি
ভজনমূৰ্ত্ত ভগবান্। ৪০।

পুরুষোত্তম দুনিয়ায় এলে—
সম্মিতিশীল অনুচলন,
ব্যবহারে যা' ফুটে ওঠে
সেইটি তো তাঁ'র পরখন। ৪১।

সব-আচার্য্যের যোগযজ্ঞ
যজ্ঞেশ্বর নামটি তাই,
মূর্ত্ত তিনি লোকের ধাতা
সব বৈশিষ্ট্যের পূরণা-ই। ৪২।

করার তপে বিভোর যিনি
নিষ্পাদনে তিনি বিভু,
দেখে জেনে নিয়মনায়
জ্ঞান-গৌরবে তিনিই প্রভু। ৪৩।

ভজনদীপ্ত হৃদয় যাঁহার
চর্য্যাকৃতি-তপচলনে,
লোকবর্দ্ধনা স্বভাব যাঁহার
ভগবত্তা রয় সেখানে। ৪৪।

পুরুষোত্তম-পূজা জানিস্
সত্তা তোদের অর্ঘ্য দিয়ে,
সবার স্বার্থ-অন্বয়ে তাঁ'র
আরতি হয়,—দে জানিয়ে। ৪৫।

সপ্তস্বর্গ সপ্তপাতাল
জানিস্ না তা'—মাতাল তবু,
মত্ত নেশায় রিক্ত দিশায়
খাচ্ছ শুধু হাবুডুবু! ৪৬।

দীন-দয়াময় ডাক্‌ছে রে ঐ
এখনও তুই ওঠ্ রে জেগে,
জীবনব্রতে ব্রতী হ'য়ে
ইষ্টপথে চল্ রে বেগে। ৪৭।

অশেষ দয়াল আছেনই তিনি
দয়ার কিছু নাইকো শেষ,
তাঁ'র দয়াকে পাবেই তত
উৎসর্জ্জনায় যত বিশেষ। ৪৮।

তিনি ধরলে ফয়দা কী তোর
তুই যদি তাঁ'য় না ধরিস্,
তাঁ'র প্রতি তোর নিপুণ-চর্য্যাই
করবে তোরে উছল জানিস্। ৪৯।

তিনি তোমায় ধ'রেই আছেন
একাল-সেকাল সবকালে,
তোমার ধরা হয় তখনই—
ভক্তিতে প্রাণ দিলে ঢেলে। ৫০।

ঘটে-ঘটে তিনিই আছেন
তোমার ঘটেও তেমনি,
ঘট-অস্তিত্বের স্বস্তি পালা-ই
তাঁ'রই পূজা সেমনি। ৫১।

তোমারেই করিয়াছি
জীবনেরই ধ্রুবতারা,
এ জীবনে কভু আমি
হব নাকো পথহারা। ৫২।

ধৰ্ম্ম

ধৰ্ম্ম বলে কা'রে?
চলা-বলা-করা দিয়ে
জীবনটা যা'য় বাড়ে। ১।

সত্তা-সহ জীবনটাকে
ধ'রে রাখে যা'তে,
ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্ম তা'কেই বলে
জীবনও বয় তা'তে। ২।

সত্তা যা'তে ভাল থাকে
জীবনীয় যা' সত্তার—
তা'ই-ই যে তা'র ধৰ্ম্মাচরণ
জীবনসত্তা তা'ই-ই তা'র। ৩।

ধৃতিমুখর চলন নিয়ে
কৃতী হওয়াই ধৰ্ম্ম করা,
স্বার্থলোলুপ অলসতা
নয়কো কিন্তু ধৰ্ম্ম-ধরা। ৪।

ধৰ্ম্মাচরণ, ধৃতিপোষণ
সব-জীবনের শুভ আলো,
বুড়োকালে ধৰ্ম্ম করা
যদিও খাঁকতি, তা'ও ভালো। ৫।

ধর্ম্ম মানে আর-কিছু নয়
যোগ্যভাবে বাঁচা-বাড়া,
নিজের সহ পরিবেশের
ধৃতি-চর্য্যার এইতো ধারা। ৬।

ধারণ-পালন-পোষণ-চর্য্যায়
সত্তাটিকে পেলে চল্,
ঐটিই তো ধর্ম্ম-কর্ম্ম
ঐটিকেই ধর্ম্ম বল্। ৭।

ধর্ম্মকথা আগে শোন
বুঝে-সুঝে বেশ ক'রে,
হাতে-কলমে করতে থাক
বিহিতভাবে বোধ ধ'রে। ৮।

সৎ-আচার্য্যে নিষ্ঠা রেখো
আচারসিদ্ধ যিনি হন,
শুভ-সুন্দর নিষ্পাদনে
চল, পাবে উৎসারণ। ৯।

সৎ-আচার্য্যে যুক্ত হ'য়ে
দীক্ষার দক্ষ অনুশীলন,
যোগ্য হওয়ার এইতো সুপথ
এতেই যুক্ত, ধৃতিপ্রবণ। ১০।

বাঁচতে যদি চাও—
সব-চলনই বাঁচার পথে
চালিয়ে নিয়ে যাও,
পারবে যেমন হবেও তেমন
ভোগও হবে তেমনি,

করা-চলা-ভাবার সাথে
যুক্ত তুমি যেমনি। ১১।

সত্তারই পূজারী যে-জন
সাত্বত যা'র মন্ত্রণা,
বাড়বি যেমন তাঁ'য় অর্ঘ্য দিবি
ক'রবি যেমন বন্দনা। ১২।

চ'লবে
ক'রবে
দেবেও যেমন
ইষ্ট-দেবতায়,
হবে,
পাবে,
থাকবেও তেমন
প্রসাদ-প্রেরণায়। ১৩।

পূজা মানে তা'ই-ই—
শরীর-মনের সম্বর্দ্ধনায়
বাড়িয়ে তোলা চাই-ই। ১৪।

ধৃতিই যদি রইল না,
সত্তা যে তোর রইল প'ড়ে
জীবন তোরে বইল না। ১৫।

শ্রদ্ধা-আকুল নয়ন-মন তোর
সেবা-আকুল হাত,
সৎ-এর সঙ্গ এ নিয়ে কর্
হ'য়ে প্রণিপাত। ১৬।

অনুরাগী অনুচর্য্যা
ভজন বলে তা'য়,
ভজন যেমন ভাগ্যও তেমন
ঠিকই জানিস্ পায়। ১৭।

পূজা-আর্চ্চা মানেই কিন্তু
দৈবগুণ যা' সেধে নেওয়া,
হাতে-কলমে অভ্যাস ক'রে
ব্যক্তিত্বে তা'র রূপটি দেওয়া। ১৮।

খাওয়া-দাওয়া, বাজী-পোড়ান
অঢেল ঢালা আয়োজনে,
পূজা সার্থক হয় না—বিনা
দিব্যগুণের সংসাধনে। ১৯।

থাক্ না রূপ তোর যেমন-তেমন
গুণ-পূজার তুই সাধন কর্,
দেবগুণে অন্বিত হ'য়ে
শ্রেয়চর্য্যায় জীবন ধর্। ২০।

গুণ ধীইয়ে গুণীকে ধর্
সেবা-চর্য্যায় নিয়ত র',
পরিচর্য্যী প্রগতিতে
দীপ্তি তা'রই অঢেল ব'। ২১।

মক্‌স ক'রে গুণীর গুণ
হৃদয়টাকে তৃপ্ত কর্,
তৃপ্তি নিয়ে দীপক গুণে
সবারই প্রাণ উজিয়ে ধর্। ২২।

বোধ-বিবেকী সন্ধিৎসাতে
নিষ্ঠা-দীপন আকুল-রাগে,
অনুশীলনী চাতুর্য্যেতে
গুণ সেধে নে জীবন-যাগে। ২৩।

ফন্দী-ফিকির যা'ই করিস্ না
গুণ-সাধনায় নিয়োগ কর্,
গুণের গুণী হ'তে হ'তে
ভরদুনিয়া তুলে ধর্। ২৪।

অঙ্গরাগের বিভব যদি
হৃদ্-বিভবে দেয় সাড়া,
পূজা-আচার-অনুরাগের
সেইতো শুভ প্রাণনধারা। ২৫।

ইষ্টমূর্ত্তি শিষ্ট কিন্তু
জীবন-যাগের উচ্ছলায়,
সে-নিষ্ঠাতেই দীপ্ত হৃদয়
সার্থক সাধন মানুষ পায়। ২৬।

পূজার মরকোচ অনুশীলনে
অধিকৃতি আসে তা'তেই,
নয়তো পূজা বিফলই হয়
নষ্ট পায় সে বিফলেতেই। ২৭।

ধৰ্ম্ম জানিস্ কৃতির বৰ্ম্ম
কৃতার্থতাই ঐশ্বর্য্য তা'র,
নষ্ট কৃতি ধৰ্ম্মহারা
গঞ্জনাই তা'র উপহার। ২৮।

ধর্ম্মনীতি ধৃতির নীতি
ক'রলে তা'রে উপহাস,
সত্তা যে তোর ধ্বস্‌বে ক্রমেই
নিজের গলায় পড়বে ফাঁস। ২৯।

দীক্ষা যদি শিক্ষাকে তোর
অনুশীলন-উছল ক'রল না,
সেই দীক্ষা তোর ক'রবে কী বা
পাবি উপহাস-লাঞ্ছনা। ৩০।

ঘুরলে-ফিরলে নাকাল হ'লে
দেখলে জীবন-কোলাহল,
সত্তায় ভালবাসই যদি
এখনও তা'কে কর্ উছল। ৩১।

সব-জীবনের সত্তা রাজা
সত্তাচর্য্যাই রাজপূজা,
সত্তা যা'তে উথ্‌লে ওঠে
তা'ই-ই তোদের স্বার্থ-ধ্বজা। ৩২।

কৃষ্টি-সাধার প্রারম্ভেতেই
গুরুকরণ ক'রতে হয়,
গুরুচর্য্যী অনুশীলনে
হয়ই সার্থক জ্ঞানোদয়। ৩৩।

ইষ্টে করিস্ জীবন-দাঁড়া
সৎ-চলনটি ক'রে সার,
লোকের সেবায় বর্দ্ধনা আন্
জীবন-শুদ্ধি ক'রে অপার। ৩৪।

বিভুর দেওয়া তোর জীবনটা
বুঝে ক'রে বিভোর হ',
মনে ভেবে কাজে ক'রে
সিদ্ধ-বিভোর বিভুকে ব'। ৩৫।

জ্বলন্ত দীপ ঐ অদূরে
আঁধারে প'ড়ে মরবি কেন,
এগিয়ে যা', দেখে-বুঝে
সমাধান তা'র ক'রেই জেনো। ৩৬।

সদ্‌গুরু-ত্যাগ মহাপাপের—
শাস্ত্রবাণী তা'তেই কয়,
সর্ব্বনাশা ঐটে যে রে
গেয়ে বেড়ায় কালের জয়। ৩৭।

ধৃতিচর্য্যার নিদেশগুলি
ইষ্ট ভ'জে নিও জেনে,
যেখানে যেমন সেটা খাটে
চর্য্যা ক'রো সেইটি মেনে। ৩৮।

জীবন-রথে চলার পথে
শিষ্ট ধৃতি-বিনায়নে,
চল্ ওরে তুই দীপন-বেগে
উৎসমুখে উন্নয়নে। ৩৯।

ধৃতিনিষ্ঠায় যা'রাই চলে—
শক্ত-পোক্ত সদাচার,
শিষ্ট জীবন-তপা যা'রা—
পায় জীবনের সুপ্রসার। ৪০।

বুকের আবেগ উথ্‌লে ওঠে
বাস্তব-বিজ্ঞ বিনায়নে,
তখনই তোর সরস-পূজায়
পায় প্রেরণা জগৎ-জনে। ৪১।

যজ্ঞ মানেই দেবপূজা
পূজায় আত্ম-উৎসারণ,
লোকসঙ্গমে চর্য্যা-দানে
দেবদ্যুতির সঞ্চারণ। ৪২।

জীবনচর্য্যী হ' না ওরে!
সাবুদ নেশায় জ্ঞানকে ব',
আচার-আচরণে নিখুঁত হ'য়ে
প্রেষ্ঠনিষ্ঠায় অটুট র'। ৪৩।

আচার্য্যকে অটুট শ্রদ্ধায়
স'য়ে-ব'য়ে চল্‌ দেখি,
নিদেশ তাঁহার পালন ক'রে
বোধ-বিবেকে দে রাখি'। ৪৪।

সব কথা যাক্‌—
সাম্যতালে বাঁচা-বাড়া
এই-ই কিন্তু চাহিদা সবার,
কী আছে আর এটুক ছাড়া? ৪৫।

তাই বলি রে, কোল ছেড়ে মা'র
শিখলি যখন হাঁটতে-চলতে,
আচরণে ধৃতি-সাধন
আসুক বোধে চলতে-ফিরতে। ৪৬।

একটু-একটু ধৃতি-চলায়
একটু-একটু বলা-কওয়ায়,
অভ্যাসেতে আসুক সে-জ্ঞান
উন্নতিরই জীবন-হাওয়ায়। ৪৭।

অস্তিত্বটাকে রাখবে যেমন
চালাবে তুমি যেই দিকে,
অভ্যাসটাও ফুটবে তেমন
নিয়ে তোমার বিধানটিকে। ৪৮।

জীবন নিয়েই সব ব্যাপার তো
বাঁচা-বাড়াই তা'র আসল,
ধৃতিপালী, ঈশ্বর যিনি,
ধৃতি সাধাই তাই কুশল। ৪৯।

সব যা'-কিছুর অধিপতি—
ধারণ-পালন স্বভাব যাঁ'র,
একনিষ্ঠ সেই তপে হও,
অমৃত তো সেই তোমার। ৫০।

ধৃতি যা'তে করে নিকেশ
আনে সবার সেই সাবাড়,
ধৃতি নিয়েই আনাগোণা
ধৃতি-পোষাই সব ব্যাপার। ৫১।

জীবন-পথে চল্ সিধে তুই
তোকে নিয়ে আর সবারে,
পুরুষোত্তমে লক্ষ্য রেখে
আপূরণী জোয়ার ধ'রে। ৫২।

সব জীবনে সেইটি প্রধান
প্রধানকে যা' ধ'রে থাকে,
ঐ নিশানায় প্রধান বাছিস্
দেখে-শুনে তুকে-তাকে। ৫৩।

জীবনটা তোর নয়কো বাতুল
নয়কো বেকুব মিথ্যাভরা,
বিধির বিধান চল্ রে মেনে
হবেই জীবন তৃপ্তিভরা। ৫৪।

ঊর্জ্জী-দীপা নিষ্ঠা নিয়ে
চল্ এখনো ওরে,
সন্ধিৎসাকে সতেজ রেখে
ইষ্টসেবা ধ'রে। ৫৫।

সবার গোড়ায় ইষ্টনিষ্ঠা—
ইষ্ট-সেবায় তৎপর,
রেহাই চায় না একটুও যে—
সেই জীবনে ধৃতি ধর্। ৫৬।

সুধৃতিকে নিয়ে কর্
জীবনচর্য্যার বন্দনা,
এইতো সুধা জীবনের
অমৃতে হয় রঞ্জনা। ৫৭।

অবিদ্যা অসৎ যা' তা'য়
জেনে সমীচীন,
সৎ-চলনে ধৃতি-যোগে
ওঠ্ হ'য়ে প্রবীণ। ৫৮।

ইষ্টের কাছে নিও না কিছু
দিও তাঁ'রে যত পার,
নেওয়ায় বাড়ে স্বার্থবুদ্ধি
দেওয়ায় প্রীতি হয়ই গাঢ়। ৫৯।

দেবদেবী তোর লাখ থাকুক না
ইষ্টে ক'রে সংহতি,
একাগ্রেতে প্রসাদ-মনে
স্বস্তি পাবি, কর্ স্তুতি। ৬০।

দেবদেবী তোর থাক্ না যতই
ইষ্টে যদি এক না হ'ল,
কী ফল তা'তে হবে রে তোর
সবই যে তোর ব্যর্থ গেল। ৬১।

সৎ-আচার্য্যে আনতি রাখ্
নিষ্ঠা-অটুট নন্দনায়,
নিদেশবাহী সেবা-অটুট
হ'য়ে চল্ তাঁ'রই তর্পণায়। ৬২।

দেবদেবী তোর যতই থাক্ না
ইষ্টে ক'রে একায়িত,
সার্থকতায় উঠে দাঁড়া
নইলে হ'বি ব্যর্থায়িত। ৬৩।

মহান্ যা'রা শ্রেয় যা'রা
দেবদেবী আর পূত যা'রা—
সবার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিস্
ঠিক্ রেখে তোর ইষ্টদাঁড়া। ৬৪।

সব-প্রবৃত্তির বাতুল চলা
হ'য়ে উঠুক্ সব নিথর,
ধারণ-পালন-উৎস নিয়ে
হেসে উঠুন তোর ঈশ্বর। ৬৫।

ধারণ-পালন বুদ্ধি নিয়ে
ধৃতির পথে এগিয়ে চল্,
ঈশ্বরেরই আধিপত্যে
বাড়িয়ে দেবে বুকের বল। ৬৬।

স্তব-স্তুতি কীর্ত্তনাদি
যা'ই করিস্ না ঠিক বুঝিস্,—
আচার-বিচার-অনুশীলনে
আয়ত্ত তা' করিস্ই করিস্। ৬৭।

বাঁচা-বাড়ার সন্দীপনা
সত্তা মাঝে লুকিয়ে রয়,
ভাল থাকা, ভাল পাওয়া
এটা কিন্তু সবাই চায়। ৬৮।

বেঁচে-থাকা বেড়ে-চলা
যে-বিধিতে সমাধান,
ধর্ম্মবিধি সেইতো বিধি
সৃষ্টি তা'তেই চলৎপ্রাণ। ৬৯।

বেঁচে থাকা, বেড়ে চলার
যা'তেই আসে সমাধান,
প্রাজ্ঞবোধের দৃষ্টি দিয়ে
তা' নিয়ে চল্ সটান টান। ৭০।

শান্তি দিবি, তৃপ্তি দিবি
　　দীপ্তি দিবি সবার প্রাণে,
নিষ্ঠাবিপুল চর্য্যা দিবি
　　কানায়-কানায় আকুল টানে। ৭১।

প্রাণন-বেগের উচ্ছলতায়
　　সবাই তোরা বেঁচে থাক্,
সত্তা-হিংসক হোস্ নাকো কেউ
　　ঈশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখ্। ৭২।

তোমার সহ অন্যের যদি
　　কল্যাণ-অর্ঘ্য অনৃত হয়,
আপদ্-বিপদ্ সবটা যদি
　　ঐ অনৃত করে জয়,
হ'লেও সেটা অনৃতপন্থী
　　অনৃত কিন্তু নয়কো কাজে,
সে-অনৃতকে বিদায় দেওয়া
　　সেই বেলাতে সেটাও বাজে। ৭৩।

যে বাদের তুই হোস্ না বাদী
　　জীবনবাদী আসলে তুই,
জীবনটাকে করতে কায়েম
　　চল্ চ'ষে সব জীবন-ভূঁই। ৭৪।

সত্তাবাদই সেরা বাদ
　　উৎস যাহার ঈশ্বরে,
ধারণ-পালন সম্বেগ যাহার
　　চেতন রাখে নশ্বরে। ৭৫।

ঈশ্বরে তুই নাই বা মানিস্
অস্তিত্বকে বুঝিস্ তো?
পালন-পোষণ অস্তিত্বে করা
ধৰ্ম্ম বলে তা'কেই তো। ৭৬।

সত্ব-বাদই বাদের সেরা
শঙ্খধ্বনিত্* কর্ নিনাদ,
সত্তাটুকু বাদ দিলে আর
নাইকো বিশ্বে কোন বাদ। ৭৭।

তাই বলি রে ওরে পাগল!
সত্তাসাম্য রেখে ঠিক,
পারস্পরিক অনুকম্পায়
চলতে থাকিস্, নয়তো ধিক্। ৭৮।

শরীর-মনে ক্রিয়া-কলাপে
সত্তাপোষী যা',
সেইটি জানিস্ আসল বিধি
অন্য কিছু না। ৭৯।

সুষ্ঠু হ'য়ে বাস্তবে তুই
চলায়-করায় উছল হ',
সাত্বত যা' তা'রই চর্য্যায়
সুসন্দীপী জীবন ব'। ৮০।

---

*শঙ্খধ্বনিতে

কৃষি, কৃষ্টি নিয়ে চলিস্
যা'তে তোরা বেঁচে থাকিস্,
কৃতিদক্ষ সৎদীপনায়
নিজ-পরিবার গ'ড়ে তুলিস্;
বন্ধুপ্রীতি-পরিচর্য্যা
জনচর্য্যা নিয়ে চলিস্,
প্রিয়ের ঘরে তোর বসবাস—
তাঁ'র পথেতেই জীবন পালিস্। ৮১।

ওঠ্ রে, ওঠ্ রে, ওঠ্ রে ও-তুই!
দাঁড়া রে তুই সোজা হ'য়ে,
ইষ্টধৃতি অনুশীলনে
সার্থক হ' তুই তাঁ'কে ব'য়ে। ৮২।

ইষ্টসেবার উপচার যা'
স্বতঃস্বেচ্ছ সম্বেদনায়,
ব'য়ে-ক'রে নিজেই চলে
বয়ই জীবন ঊর্জ্জনায়। ৮৩।

জীবন চায় তোর থাকতে কিন্তু
চায় কি কেউ নিকেশ হ'তে?
উদ্বর্দ্ধনার অনুতপায়
চায়ই সবাই বৃদ্ধি পেতে। ৮৪।

প্রদীপ হাতে চলছে দেখ্ না
ঐ চেরাকী ফকির-জন,
জীবন-আলো ও চল্ দেখে চল্
স্নিগ্ধ ক'রে সবার মন। ৮৫।

'মুশকিল-আসান' সুরে-গানে
ঘুরে বেড়ায় ফকির ঐ,
সব দরজায় দিচ্ছে হানা—
বাঁচা-বাড়ায় চললে কৈ। ৮৬।

মুশকিলগুলি তাড়িয়ে দিয়ে
জীবন-চর্য্যায় হ' পটু,
সেই সাধনায় সিদ্ধ হ'য়ে
দে সরিয়ে সব কটু। ৮৭।

জীবন-তপে কৃতি-রাগে
রঞ্জিত হ' উচ্ছলায়,
নন্দিত হ', বর্দ্ধিত কর্
পারিবেশিক সঞ্চলায়। ৮৮।

বাঁচা যা'তে পুষ্টি পেয়ে
শক্তি ধরে জীবনে,
সেই পোষণাই জীবন-পোষণ
অন্য কিছুর কী মানে? ৮৯।

সত্যনিষ্ঠাই সৎ-এর ধরণ
সৎ-অস্তিত্বের শেষ কোথায়?
বিশেষই তা'র হয় বৈশিষ্ট্য
বিশেষভাবে জাগে যেথায়। ৯০।

সজাগ হ'য়ে বজায়-এর পথ
এখনও তুই নে রে খুঁজে,
চলন-বলন-ক্রিয়া-কলাপ
করিস্ সে-সব বুঝে-সুঝে। ৯১।

জীবনবাদের বাদ নিয়ে তুই
অঢেল চলায় চল্ রে চল্,
অমর জীবন পাওয়ার পথে
রাখ্ নিয়ে সেই কৃতিবল। ৯২।

জীবন-ধ্বনন জাগ্‌ল প্রাণে
তবে তো তুই বেঁচে আছিস্!
বেঁচে থাকার জোগাড় ক'রে
আর যা' কর্ যত পারিস্। ৯৩।

আশীর্ব্বাদটি আসবে নেমে
তোমার জীবন-বিধান ব'য়ে,
দীপন-রাগে চলতে থাক
শুভে কুটিল বিনাইয়ে। ৯৪।

ধৃতির বাজ্‌না চল্ বাজায়ে
ধর্ম্ম-নিশান ধর্ রে তুলে,
ডমরু বাজায় দেখ্ না কোথায়
বাজ্‌ছে বিষাণ কেমন দুলে। ৯৫।

ধৃতি-উপাসনায় ধৃতি-তপা হ'য়ে
ধৃতিক্রিয় হ'য়ে চল্,
ভক্তি-জাগরণে শক্তি বেড়ে যাক্
বাড়ুক জীবন-বল। ৯৬।

আচার্য্যকে বাদ দিয়ে তুই
জ্ঞান-গবেষণ করবি যত,—
সামঞ্জস্য থাকাই কঠিন
হারাবি তুই পথ নিয়ত। ৯৭।

আচার্য্য-নিষ্ঠায় অটুট হ'য়ে
জ্ঞান-গবেষণায় থাকলে মন,
প্রজ্ঞা বাড়ে ক্রমান্বয়ে
সিদ্ধির পথে যায় সে-জন। ৯৮।

ইষ্টনিষ্ঠ শ্রদ্ধা নিয়ে
যে-জন চলে ধী-এর পায়,
কৃতার্থতা সামনে এসে
অনেক কিছুই দিয়ে যায়। ৯৯।

পুণ্য জীবন অটুট রেখে
যেমন পারিস্ ক'রে চল্,
পুণ্যস্রোতা যতই হ'বি
বাড়বে তত হৃদয়-বল। ১০০।

ইষ্টনিদেশ আঁকড়ে ধরবি
স্বাস্থ্য-নীতি তা'র মাধ্যমে,
কৃতিনীতির নিষ্পাদনায়
মগ্ন থাকিস্ এই ধরমে। ১০১।

নিষ্ঠা-আচার তর্‌তরে কর্
ধৃতির তালে বিনিয়ে তা'দের,
পুষ্টি পেয়ে ধৃতি করুক
উচ্ছলাতে পুষ্ট তোদের। ১০২।

বাঁচাবাড়ার সমস্যা যা'দের
অন্তরেতে স্বতঃই জাগে,
ধর্ম্মকথা ধৃতি-চলন
তা'দের জানিস্ ভালই লাগে। ১০৩।

জীবনটা তো খেলার নয়কো
    হেলাফেলার নয়কো সেটা,
বাঁচাবাড়াই পরম স্বার্থ
    বোঝে না এমন মূর্খ কেটা? ১০৪।

ধর্ম্মশিক্ষাই ধৃতিশিক্ষা
    আচরণ আর তপ-সাধনায়,
পদ্ধতিতে যে-জন দড়—
    প্রাপ্তি আসে তা'র উচ্ছলায়। ১০৫।

বাঁচাবাড়ার পরিক্রমা
    বাড়িয়ে তুমি তুলবে যত,
সঙ্গতিশীল ব্যক্তিত্বতে
    জেগেই তুমি উঠবে তত,
ধর্ম্ম ততই উঠবে ফুটে
    ধারণ-পালন-পুষ্টি নিয়ে,
কৃষ্টি-জাতি-বর্ণান্বয়ে
    উঠবে ক্রমেই পুষ্ট হ'য়ে। ১০৬।

জীবনটা তো তিনটি ধারায়
    সৃষ্টি হ'ল এই দুনিয়ায়;
জীবনধারা একটি শুধু
    নিরোধ-ধারাও একটি,
পোষণ-ধারাও তেমনতরই
    চলতে সাথে একটি;
পোষণধারা ঠিক রেখে তুই
    জীবনে হ' উচ্ছলা,
নিরোধটাকে তর্‌তরে রাখ্
    হ'স না হৃদে পিচ্ছলা;

নিরোধ মানেই অসৎ-নিরোধ
জীবন-ধারায় বর্দ্ধনা যা'র,—
পোষণ দিয়ে পুষ্ট করে
এইতো প্রধান বৃত্তি তাহার;
চলন-বলন এমনি করিস্
তিন ধারাকে এক ক'রে,
সৎ-নন্দনায় নিরোধ-পোষণ
জীবনটাকে রাখে ধ'রে;
তিন-এর ধৃতিই করিস্ পালন
এমন চালে চলবি—
তোমারই বা অন্যেরই হো'ক,
এমন চর্য্যায় থাকবি। ১০৭।

শুভসিদ্ধ জীবনপোষক—
স্বস্তিরক্ষায় সমীচীন,
জীবনীয় ব'লে তা'কে
জ্ঞাপিত ক'রো নিত্যদিন। ১০৮।

সাধ্যে যেমন কুলায়—লোকের
ধৃতিচর্য্যা বাদ দিয়ে,
ধর্ম্মচর্য্যা হবে নাকো
হাওয়াই-জ্ঞানের তুক নিয়ে;
দেখতে হবে শুনতে হবে,
করতে হবে বুঝে-সুঝে—
স্বস্তি আসে কেমন ক'রে
করবে সেটা নিজে খুঁজে। ১০৯।

সব বোধনায় সুযুক্তিতে
সঙ্গত ক'রে সমীচীন,
ধৃতি-বিদ্যা জাগবে তবে
ক্রমে-ক্রমে সর্ব্বাঙ্গীণ। ১১০।

সর্ব্বাঙ্গীণ সপরিবেশের জ্ঞান
কৃতি-যাগের উদ্ভাবনে,
বোধ-বিনায়ন-ধৃতির পথে
চ'লতে হবে উন্নয়নে। ১১১।

যাঁ'র ছায়া ছাড়া নাইকো আশ্রয়
চর্য্যাসেবায় দীপ্ত তুমি,
সেইতো তোমার জীবন-অর্থ
সেই তো তোমার স্বস্তি-ভূমি। ১১২।

সন্দীপনী প্রেষ্ঠ-নিষ্ঠা
কৃতিভূষিত অনুকম্পা,
পরিচর্য্যী শ্রমপ্রিয়তায়
হয়ই মানুষ সুসন্তপা। ১১৩।

ইষ্টনিষ্ঠা অটুট যা'দের
কৃতি-তৎপর মিতি-গতি,
আচার-ব্যাভার মিষ্টি-মধুর
তা'রাই তো পায় সুসংস্থিতি। ১১৪।

নিষ্ঠা-কৃতির ধৃতি-দীপন
উৎসর্জ্জনারই অনুরাগে,
জীবনটাকে ভরপুর রাখিস্
ধৃতিচর্য্যা এনে বাগে। ১১৫।

আচার-নিয়ম—তপের মক্স
সম্বেদনাই সৃষ্টি করে,
অভ্যাস-অনুরাগ-অনুশীলনে
আবেগ-সহ ধৃতি বাড়ে। ১১৬।

মিছে কেন এঘাট-ওঘাট
বেড়ায়ে হাল্লাক হ'বি আর!
পোড়া কাঠের গতির মতন
ধ'রে এ-ঘাট ধরবি আর? ১১৭।

জরণশীল তো সব জগতে
জীবন গেলেই জর হয়,
জরত্বকে তাড়িয়ে দিয়ে
কর এমনটি—বাঁচে যা'য়। ১১৮।

সত্তা যখন বিব্রত হয়
হাত বাড়ায় সে বাঁচার তরে,
প্রকৃতির এ পরম আবেগ
হৃদয় দিয়ে প্রকাশ করে। ১১৯।

সত্তা-প্রীতি এতই জীবের
বৃত্তি-পাশে রয় না লীন,
সবাই যখন এক-আশ্রয়ে
আত্মরক্ষায় কাটায় দিন। ১২০।

দীক্ষা জানিস্ দক্ষ করে
প্রীতিদীপ্ত করে প্রাণ,
কূটকুশলী অনুশীলনে
কৃতি-তীর্থে করায় স্নান। ১২১।

দক্ষ হবার উপায় জানায়,
দীক্ষার তাই এত দাম,
কৃতিগুরুর কাছে গিয়ে
সার্থক কর্ দীক্ষা-নাম। ১২২।

দয়া যেথায় স্বতঃস্রোতা
সেইতো দয়ালদেশ,
ধারণ-পোষণ-চর্য্যাটি তাই
ধর্ম্মেরই নিদেশ। ১২৩।

ঈশ্বরেরই দুন্দুভি ঐ
ধারণ-পালন-পোষণ-স্রোতা,
বেঁচে থেকে বৃদ্ধি পাওয়ায়
হ'চ্ছে যে তা'র সার্থকতা। ১২৪।

ভজন-সেবা-ব্যাপন-হৃদয়
দৃপ্ত রাগে তৃপ্তি নিয়ে,
ভগবানের সেইতো আসন
মূর্ত্ত সেথায় দীপ্তি দিয়ে। ১২৫।

ধৰ্ম্ম যতই ফুটবে তোমার
নিষ্ঠা, নীতি, ব্যবহারে,
প্রতিষ্ঠাও আসবে তেম্‌নি
পারবে নাকো রুখতে তা'রে। ১২৬।

ধর্ম্মচর্য্যা ক'রে চললে
বাড়বে ধৃতি ক্রমে-ক্রমে,
কুকর্ম্মেরও হবে নিরসন
তেমনতরই যথা-নিয়মে। ১২৭।

ইষ্টভৃতি আবেগ বাড়ায়
ধৃতিধান্ধার চর্য্যা নিয়ে
যোগ্যতাতে যুত ক'রে
জীবনটাকে সুবিনিয়ে। ১২৮।

স্বস্ত্যয়নীর শুভচর্য্যা
কৃতার্থতায় কৃতী করে,
স্বস্তিতপা ক'রে তা'কে
সত্তাটাকে তুলেই ধরে। ১২৯।

লোহায় পোষে রক্তকণা
শঙ্খে পোষে হাড়,
সিন্দূরেতে শোভা বাড়ায়
বন্ধ্যার প্রতিকার। ১৩০।

অন্যের শুভ হ'য়েও কিন্তু
তোমার ক্ষতি হয় না,
এমন কথা আচার-ব্যাভার
কুৎসিততা বয় না। ১৩১।

সুসমীচীন বাঁচা-বাড়ার
আচার নিয়ে চললি যেমন,
সুসংন্যস্ত সন্ন্যাসী তুই
বাস্তবতায় হ'লি তেমন। ১৩২।

সত্তা তোমার কলগতিতে
ক'রলে শুভ'য় আমন্ত্রণ,
যে-ফল তোমার সত্তাপোষক
তা'ই-ই কিন্তু কল্যায়ন। ১৩৩।

চাওয়ায়-চলায় নাই ভগবান্
খোশ-খেয়ালে করে যা'-তা',
ভগবান্ যে অন্তর্য্যামী
তা'র মুখে সে ঠাট্টা কথা। ১৩৪।

শ্রদ্ধাচর্য্যা নাইকো কিছু
নাইকো কৃতি-অনুশীলন,
স্বার্থলোভে ঘুরে বেড়াস্
সুফল-আশায় অনুক্ষণ;
দেবতার কাছে মাথা কুটিস্
ফাঁকি দিয়ে বাগাতে মাল,
ঠাকুর কি তোর এতই বেকুব—
ফাঁকি দেখে নয় সামাল?
ঢাকে-ঢোলে ভক্ত সেজে
স্বার্থ-পূজায় ন্যস্ত কেবল,
ও-বাহবায় কী হবে তোর
জীবনটাই যে হ'ল বিফল;
ঠিক বলি শোন্ ঠিক হ'য়ে চল্
ইষ্টনিদেশ পালন ক'রে,
জীবনটা তোর ভ'রে উঠুক
শ্রদ্ধাতপে ঠাকুর ধ'রে। ১৩৫।

জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে
নাস্তিকতার ধুয়ো গাও,
অস্তিত্বটা নাকচ ক'রে
দল্‌ছ জীবন দিয়ে পাও? ১৩৬।

উঠে দাঁড়া, এঁটে দাঁড়া,
শোন্ কী বলে বরেণ্যে,
সত্তাসাধায় যাবি কেন
বিফল হ'য়ে অরণ্যে? ১৩৭।

ভেল্‌কি দেখায় যাদুকরে
সাধুর কাজ তা' নয়কো ওরে!
ভেল্‌কি ভেঙ্গে বাস্তবতায়
কিসে কী হয়—সাধু ধরে। ১৩৮।

অস্তিত্বতে বজায় থেকে
নাস্তিকতার গর্ব্বী তুই,
থাকবে কী তোর দেখ্ না ভেবে
চাস্ যে ফসল ফেলে ভুঁই। ১৩৯।

সর্ব্ব কর্ম্মে সুনিয়মন—
স্বভাব-নিয়ম ছাড়লি যেই,
ধর্ম্মপালন হ'ল না তোর
হারিয়ে ফেললি জীবন-খেই। ১৪০।

আচার্য্য-নিদেশ মানবি নাকো
করবি না কিছু কাজে,
না করলে কী হবে তোর
পিছু ঘোরাই বাজে। ১৪১।

জীবন নিয়ে চলিস্-ফিরিস্
সত্তার ধার ধারলি কি?
সাত্বত যে পন্থাটি তোর
সেই পথে তুই চললি কি? ১৪২।

হাজার ভড়ং করিস্ না ক্যান্
ধৃতি-করণ দিয়ে বাদ,
রকম-সকম যা'ই করিস্ না
পূরবে নাকো মনের সাধ। ১৪৩।

নিজে যদি কর ধর্ম্ম
অন্যকে বাদ দিয়ে,
ধৃতি তোমার হীনবল হবে
দুষ্ট-সংঘাত নিয়ে। ১৪৪।

ঐশী পূজা যে-কামনায়
করবি যেমন উপচারে,
চারিয়ে যাবে জীবন-সম্বেগ
তেমনতরই সেই ধারে। ১৪৫।

ঈশ্বরেরই দোষ দিলি তুই
মতিচ্ছন্ন! ভাবলি না,
ইচ্ছা-শক্তি তাঁ'তে দিয়ে
তুই কেন বল্ চললি না? ১৪৬।

ঐশী সেবায় চলতিস্ যদি
ইষ্টকে তুই স্থণ্ডিল ক'রে,
করপুটে অর্ঘ্য দিয়ে,—
উঠত পুণ্যে হৃদয় ভ'রে। ১৪৭।

ঈশ্বরেরই ইচ্ছাস্রোতে
কল্যাণেরই অতুল বেগে,
চলতে যদি তৃপণ-ঢেউয়ে
বাড়ত জীবন কৃতি-যোগে। ১৪৮।

সৎ-আচার্য্যে ক'রে ত্যাগ
অন্য গুরুকরণ করে,
যেমন-তেমন হোক্ না সে-জন
নষ্ট জীবন আগ্‌লে ধরে। ১৪৯।

সুসম্বোধী কৃতিচর্য্যায়
জীবনবৃদ্ধি পাললি না,
কী হবে তোর বাজে বায়নায়
নিদেশধৃতি ধরলি না। ১৫০।

ভাবলি জ্ঞানী নাড়লি মাথা
বললি ব্যথা হৃদয়ের,
পেলি কী আর করলি বা কী—
হ'লি প্রাপ্য তুই ঠগের। ১৫১।

ইষ্টবিহীন যা' সাধিস্ তুই
না পাওয়ারই তর্জ্জনা;
নিকেশ হ'য়ে পাড়ি দিতে
করবি জীবন বর্জ্জনা? ১৫২।

অস্তিত্বটার আশাশূন্য
হ'য়ে উঠছ যেইখানে,
সুসন্ধিৎসু ধৃতিচর্য্যায়
স্থিতি বাড়াও সেইখানে। ১৫৩।

পুরুষোত্তমে রাগদীপ্ত
মূর্ত্ত ইষ্টে নিষ্ঠা রাখিস্,
পুরুষোত্তমের মূর্ত্ত প্রতীক—
ইষ্টকে তুই সদাই জানিস্। ১৫৪।

ইষ্টভৃতি

বাঁচাবাড়ার জীবন-যজ্ঞ
ইষ্টভৃতির অমোঘ টানে,
বাড়িয়ে নিয়ে তোল্ জাগিয়ে
দৃপ্ত হ' তুই সেবার টানে। ১।

যেমন অটুট আবেগ নিয়ে
ইষ্টভৃতি তুই করিস্,
সকল কাজে ভরণ-পোষণ
তেমনি ধারায় তুই পালিস্। ২।

মঙ্গল-যাগের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা
ইষ্টভৃতি ঠিক জানিস্,
ইষ্টভৃতি-সন্দীপনা
সব ব্যাপারেই ঠিক রাখিস্। ৩।

ইষ্টার্থটি লক্ষ্য রেখে
আবেগভরা স্বস্তি নিয়ে,
ইষ্টভৃতি করলে জানিস্
শক্তি পাবি তা'ই দিয়ে। ৪।

ভরণ-পূরণ আবেগ তোমার
খরস্রোতা যেমন হবে,
কৃতিকুশল তৎপরতাও
অন্তরেতে তেমনি র'বে। ৫।

আগ্রহ-মদির ভাব-দীপনায়
যা'রাই ইষ্টভৃতি করে,
অপ্রত্যাশী এমন ভৃতি
সৎ-চলনায় তা'কেই ধরে। ৬।

প্রত্যাশাহীন ইষ্টভৃতি
জীবন-যজ্ঞের প্রথম হোম,
সেই রাগেতে চলিস্-ফিরিস্
তাঁ'র নিদেশে রেখে দম। ৭।

ইষ্টভৃতি করার সময়
স্বার্থ-প্রার্থনা করিস্ নে,
শ্রদ্ধা-বাঁধন দিয়ে মনে—
ও-ছাড়া আর ঘুরিস্ নে। ৮।

অরুণ-ঊষার আগেই করিস্
রাত্রি-শয্যার সকল ত্যাগ,
ঐ রাগেরই অনুরাগে
করিস্ ইষ্টভৃতির যাগ। ৯।

যাজন

তীব্র তালে ধর গান
  নেচে উঠুক সবার প্রাণ। ১।

নিজের স্বার্থের সেবা নিয়ে
  ভাবছে যা'রা করবে সুখ,
ভ্রান্ত তা'দের উথ্‌লে তোল
  পরিচর্য্যা ক'রে বুক। ২।

নিজের নিয়েই বিবশ মনে
  যা'রাই কেবল প'ড়ে থাকে,
পরিবেশের চর্য্যায় লাগা—
  ভরসা দিয়ে তা'দের বুকে। ৩।

অলস যা'রা অবশ যা'রা
  হোক্ না তা'দের ভাঙ্গা বুক,—
ইষ্টনেশায় কৃতির রোলে
  তোল্ তো উথ্‌লে তা'দের সুখ। ৪।

যে-ধুয়ো নিয়ে থাকবি রে তুই
  চিন্তা, চলন, কথায়, কাজে,
লাগলে ভাল ধরবে লোকে,
  চলবেও ক্রমে অমনি ধাঁজে। ৫।

ভাল যাজন ভালই তো সে
আরো ভাল সৎ-আচারী,
আগল-ভাঙ্গা-হৃদয় যা'রা
প্রবুদ্ধ হয় তা'দের ধরি'। ৬।

জীবনটাকে চাষ ক'রে তুই
সম্বর্দ্ধনায় উস্‌কে তোল্‌,
দীপ্ত মুখে তৃপ্ত বুকে
উঠুক ফুটে অমর রোল। ৭।

প্রত্যেক তুমি, প্রত্যেক আমি,
প্রত্যেকেরই জীবনধৃতি,
এরই কিন্তু ব্যতিক্রমে
জনন-জীবন পায়ই মৃতি। ৮।

সুস্থ থাক্‌ তুই, সুস্থ রাখ্‌ তুই,
সুস্থি বিলা' সব অন্তরে,
চল্‌ ক'রে তুই সুস্থ সবায়
হৃদ্য চর্য্যায় সবায় ধ'রে। ৯।

ছড়িয়ে পড়্‌ রে সবার মাঝে—
সবার বুকে একই টান—
বিষ্ণুতেজা হ'য়ে উঠে
তৃপণদানে সাধ্‌ রে প্রাণ। ১০।

চেতন স্বভাব, চেতন বৃত্তি,
চেতন দ্যুতি ল'য়ে চল্‌,
চেতনতার উৎসারণে
বাড়ুক বিবেক, বাড়ুক বল। ১১।

চেতন ভাবে দীপ্ত হ'য়ে
　চেতন প্রদীপ হ' রে তুই,
সবারে তুই উর্ব্বর ক'রে
　ফেল্ না চ'ষে জীবন-ভুঁই। ১২।

সঙ্গতি সব অটুট ক'রে
　সঙ্গতির ঐ চর্য্যা-সেবায়,
পারস্পরিক অনুরাগে
　উচ্ছলি' তোল্ যত সবায়। ১৩।

দৃষ্টিরে তোর নিখুঁত রাখিস্
　কৃষ্টি রাখিস্ বেশ তাজা—
আচার-ব্যাভার ক'রে এমন,
　উৎসারণায় গাল বাজা। ১৪।

যা' করিস্ তুই—জীবনধৃতি
　সবার মূলে আছে যা',
পরিচর্য্যায় শিষ্ট রেখে
　সবারে তুই রাখ্ তাজা। ১৫।

উৎসারণী উদ্দীপনায়
　সবা'কে তুই চেতিয়ে রাখ্,
উৎসৃজনী কৃতিচর্য্যায়
　অশিষ্ট যা' পালিয়ে যাক্। ১৬।

ভাববৃত্তির উচ্ছলতায়
　উস্কে তুলে চর্য্যা-টান,
নিষ্ঠানিপুণ চর্য্যাতে কর্
　ইষ্টে প্রাণপ্রতিষ্ঠা-দান। ১৭।

উর্জ্জী যজন, উর্জ্জী যাজন,
উর্জ্জী-মধুর নিষ্ঠা-সেবা,
এমন গুণীর সঞ্চারণায়
বাড়েই বুকে উর্জ্জী বিভা। ১৮।

বলবি কইবি ভাষণ দিবি
সব সময়েই সত্তা ধ'রে,
কেমন চলায় সত্তা বাঁচে
জেনে জানিয়ে নিটোল ক'রে। ১৯।

পরের সত্তা দেখে যে-জন
আপন সত্তার মতন ক'রে,
ধ'রে ক'রে সৎ-দীপনায়
তুলতে পারে তাকে ধ'রে। ২০।

নিষ্ঠাবিপুল অনুচর্য্যা
ধক্ধ্বকিয়ে উঠুক জ্ব'লে,
হৃদয় দিয়ে অন্তরেরই
তৃপ্তি-বারি দে' না ঢেলে। ২১।

উঠুক লোকে দীপ্ত হ'য়ে
সিক্ত হ'য়ে প্রীতির টানে,
হামবড়াইয়ের কাজ কি রে আর
স্বস্তি আসুক প্রাণে-প্রাণে। ২২।

উথ্‌লে উঠুক প্রাণন-মলয়
প্রাণে-প্রাণে যাক্ না ব'য়ে,
সহ্য-ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য নিয়ে
উচ্ছলায় তা' দে বিছিয়ে। ২৩।

গ'র্জ্জে উঠুক স্বস্তি বিপুল
তরুণ-স্রোতা কৃতি নিয়ে,
শক্তি বাড়ুক, ধী বাড়ুক তোর
কর্ রে ভাল হৃদয় দিয়ে। ২৪।

শিবের শিঙা গ'র্জ্জে উঠুক
রংকারেরই রারং-নাচে,
নিথর যা'রা জেগে উঠুক
মুহ্য যা'রা উঠুক বেঁচে। ২৫।

দেশ ও পাত্র, কাল-পরিবেশ,
বুঝিয়া-সুঝিয়া সব বিশেষ,
আদর্শকে অটুট রেখে
তৃপ্তি সবায় দিবি অশেষ। ২৬।

সঞ্চারণায় সৎ-শুভকে
সবার ভেতর চারিয়ে দিয়ে,
উথ্‌লে হৃদয় যা'তে ওঠে
চল্ না তেমন উতল হ'য়ে। ২৭।

থাকবি যেথায় ঢালবি সেথায়
দীপন-দীপা তৃপ্তি-ফাগ,
আশেপাশের জীবনগুলিত্*
ছড়িয়ে দিবি তৃপ্তি-রাগ। ২৮।

---

* জীবনগুলিতে

অবস্থা, কথা, কোন কাজ
কোথায় গিয়ে কেমন দাঁড়ায়,
ঝলক-বোধের পলক নিয়ে
দেখতে পারিস্ যা'তে তা'য়,
এমনি ক'রেই লহমায় তুই
এঁচে নিবি তেমনতর,
বিষয়-কর্ম্মের কোন্ সংঘাতে
হ'তে পারে কেমন দড়। ২৯।

সার্থকতা কোথায় কেমন
দেখে নিবি রকমে তা'র,
স্বস্তি যা'তে বজায় থাকে
সুস্থি আনে সম্বৃদ্ধি আর। ৩০।

সৎ কথা বা ভাল কাজ
অন্যে খারাপ বলছে যা',
চলা-বলায় বুঝিয়ে দিও
সবার পক্ষেই ভাল তা'। ৩১।

বাধা যদি পাস্ কোথাও
বুঝে-সুঝে সমীচীন,
স্বস্তিনিপুণ করায়-বলায়
নিরাকরণে কর্ বিলীন। ৩২।

সুকৌশলের কুশল তালে
তৃপ্তি-স্ফীত ক'রে মন,
কাজে বাধা এলেই সেটার
করবি সহজ নিরাকরণ। ৩৩।

একটুখানি বাস্ না ভালো
    কুটিল কালো তাড়িয়ে দিয়ে,
সবটা হৃদয় কর্ না আলো
    ক্লেশসুখের আহুতি নিয়ে। ৩৪।

বচনে তুই যতই বলিস্
    আচার-ব্যাভার থাকলে ঠিক,
সঞ্চারণী সন্দীপনায়
    অন্তরে জাগে প্রেষ্ঠ-ঋক্। ৩৫।

অন্তরের ভাব যেথায় যেমন
    চালচলনও তেমনি,
সঞ্চারণাও তেমনি চলে
    স্বার্থ-চাহিদা যেমনি। ৩৬।

সন্দীপনী সঞ্চারণা
    বাড়ায় নিত্য হৃদয়-বল,
ফুল্লচেতা স্বাস্থ্যচর্য্যাই
    হয়ই যে তা'র ধৃতিস্থল। ৩৭।

উদ্দীপনী উদ্বোধনায়
    অকাট্য অটুট যুক্তিবাদ,
কৃতিচর্য্যী তপ-দীপনায়
    আনেই কিন্তু স্বস্তি-সাধ। ৩৮।

উর্জ্জীতেজা বীর্য্য নিয়ে
অনুশীলনী কৃতি-পায়,
অটুট নিষ্ঠায় সব ক'রে তুই
চলতে থাকিস্ সুচর্য্যায়;
বিলিয়ে দিবি সব হৃদয়ে
বাঁচাবাড়ার মন্ত্রগান,
নিষ্ঠা নিয়ে শুনে, ক'রে
উঠুক নেচে সবার প্রাণ;
যাজনমুখর ঐ চলনে
লোকের প্রয়োজনটি বুঝে,
চল্ ওরে তুই, বহুত মানুষ
ধন্য হবে ইষ্ট পূজে;
শক্তি পাবে, বৃদ্ধি পাবে
হৃদয়ে পাবে সুবিস্তার,
ধরার বুকে স্বর্গ এসে
তৃপ্তি দেবে বুকে সবার। ৩৯।

সাধনা

অনুরাগে করলে নাম
　　আপনিই আসে প্রাণায়াম। ১।

অনুরাগ যদি নাই থাকে তোর
　　হিতী বুদ্ধি নিয়ে,
ধ্যান-ধারণা লাখ করিস্ না
　　ছাই ঢালা তোর ঘিয়ে। ২।

নাম আর ধ্যানে উচ্চ চিন্তা
　　করণ-কারণ যেমন,
জীব-জীবনের গতিমুক্তি
　　হওয়া-পাওয়াও তেমন। ৩।

নাম-নিরতি ভাঙ্‌লো যেই
　　বাড়লো মনের ডাঙ্‌বাজি,
বৃত্তিরোচক যা' পেল তা'য়
　　অমনি সোজা হ'ল রাজী। ৪।

সৃষ্টিধারা উল্টে নিয়ে
　　স্বামীর সাথে মিল ক'রে,
অর্থ ভেবে ঐ জ'পে যা'
　　সদ্‌গুরুতে ধ্যান ধ'রে। ৫।

নামীর প্রতি আনতি রেখে
　　করিস্ নাম তুই মনে-মনে

সঙ্গে-সঙ্গে করিস্ চিন্তা—
নামীর যা' সব আছে গুণে। ৬।

নামীর গুণকে চিন্তা-চলায়
অনুশীলনে ফুটিয়ে তুলিস্,
তোর স্বভাবে নামীর যা' গুণ
উৎসর্জ্জনায় জাগিয়ে রাখিস্;
সিদ্ধ হ'বি অমনি ক'রে
মত্ত কৃতি-ভক্তি-ভাবে
চিন্তা-চলায় অধিষ্ঠানে—
যা'তে সে-সব নিটোল র'বে। ৭।

নামের ধুয়োয় শুধু যদি
অবিশ্রান্ত করিস্ নাম,
নামীর মহিমা বরবাদ ক'রে,—
পূরবে কি তোর তাপস-কাম? ৮।

নাম কর
আর মনন কর
ইষ্টের যত গুণাবলী,
ভাবে-কাজে মক্স কর—
গুণে-জ্ঞানে হবে বলী। ৯।

নামের মতো নাইকো জিনিস,
শিষ্টাচারে করলে নাম,
নাম ও নামী আর গুণব্যঞ্জনা
সাধ্লে সিদ্ধি হয় না বাম। ১০।

নাম করলেই হয় নাকো সব
নতি-প্রণিধান না থাকে যদি,
প্রণিধানই নিষ্ঠা জাগায়
প্রণতি কাজে দেয় সঙ্গতি। ১১।

দীক্ষা তবে কেমন?
অনুশীলনে প্রাজ্ঞ হ'য়ে
দক্ষতা যেমন। ১২।

আচার্য্যনিষ্ঠ কে?
স্বর্গ-নরক তুচ্ছ ক'রে
সেবাপটু যে। ১৩।

যোগের ভূমি কী?
ইষ্টনিষ্ঠায় এমনি নিনড়—
ব্রহ্মত্বটা হাতে দিলেও
তা'কেও বলে ছি। ১৪।

দীক্ষা সেধে দক্ষ হ' তুই
দীর্ণ যা' সব দূর ক'রে
ধৃতি সেধে সত্তাটাকে
স্বস্তি পথে রাখ্ ধ'রে। ১৫।

কৃতিস্রোতা নদীর মতন
তর্তরে হ'য়ে চল্ ওরে!
তর্তরানি সবে ঢুকে
ঊর্জ্জে উঠুক সব ধীরে। ১৬।

সন্দেহ যা' ভাসিয়ে দিয়ে
গুরুর কাছে আয়,
নিদেশ-পালন চর্য্যা-সেবায়
উছল কর তাঁয়। ১৭।

যুক্ত হোস্ তুই গুরুর সাথে
তপঃক্রিয়-চর্য্যা নিয়ে,
সেই যোগেতে সার্থকতায়
উঠিস্ স্বতঃসিদ্ধ হ'য়ে। ১৮।

যোগ মানেই তো ইষ্টেতে যোগ
ধ্যান মানে তাঁর নিদেশ ধ্যান,
নিদেশগুলির কৃতিচর্য্যায়
নিষ্পাদনে আসেই জ্ঞান। ১৯।

যোগ মানেই তো ইষ্টেতে যোগ
নিদেশপালী কৃতিদীপনায়,
নিদেশ-অনুশীলন সার্থকতায়
যেমন যোগে বোধ জন্মায়। ২০।

বুদ্ধ হয় তো যোগ-তপনায়
সুবিন্যাসী কৃতির জ্ঞানে,
যা'র ফলে সে হয় ফলবান্
সার্থকতায় বোধির দানে। ২১।

ব্যক্তিত্বটা অভিষিক্ত
প্রীতি-যোগেই হয়,
ইষ্টচলন-নিষ্ঠা আনে
ভর-জীবনে জয়। ২২।

কর্ম্মযোগী না হ'লে তুই
জ্ঞানযোগ তোর র'বে কোথায়?
জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্ম্মেরই দান,
স্বর্গটাকে মর্ত্ত্যে নামায়। ২৩।

সমত্ব দেখাই যোগচর্য্যা
যুক্তি বিনিয়ে ধরতে হয়,
সমত্বটা না জানলে কি
বাস্তবতা দেখা হয়? ২৪।

সব যোগেরই প্রথম প্রধান
ভক্তিযোগীর সামের গান,
ভজন যা'তে উপ্‌চে ওঠে—
কৃতিই আনে যাহার ত্রাণ। ২৫।

দীক্ষা বাড়ায় দক্ষতাকে
নিষ্ঠা যেমন যা'র,
মন্ত্র হ'ল তপস্যার তুক
সাধনা যেমন তা'র। ২৬।

নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি তোমার
একনিষ্ঠ ক'রে তোল,
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
তা'তেই তুমি হও উচ্ছল। ২৭।

বোধ-বিন্যাস সব যা'-কিছুর
নিটোল নিষ্ঠায় বিনিয়ে নিস্‌,
যেথায় যেমন করতে হবে
সেথায়ও তুই তেমনি করিস্‌। ২৮।

অনুচলন আর অনুসেবনে
ভজনদীপ্ত নিষ্ঠা যা'র,
প্রাণন-বিকাশ ইষ্টমুখী
বুঝে রাখিস্ নেহাত তা'র। ২৯।

ইষ্টে যা'দের জীবন ন্যস্ত
চর্য্যা-বিশাল বুকটি নিয়ে,
সন্ন্যাসী যে সেই রে আসল
জ্ঞানকে সাধে মত্ত হ'য়ে। ৩০।

ইষ্টনিদেশ চলার সময়
তোলাপাড়া মনে করিস্,
সুবিধা পেলে যেটা যখন
তখন কাজে মূর্ত্ত করিস্। ৩১।

বিদ্যমানতায় সমীচীন নেয়
কর্ম্মে ভাবে বুঝে-সুঝে—
সন্ন্যাসী তো সেই রে আসল,
রাখে না জ্ঞান ফাঁকায় বুঝে। ৩২।

অদল-বদল হো'ক্ না যত
ইষ্টে অটুট থাকবি নেহাত,
ইষ্টনিষ্ঠায় ধরলে ভাঙ্গন
তুই যে হ'বি তোরই বেহাত। ৩৩।

ইষ্টনেশার প্রদীপ জ্বালি'
জীবনটাতে রেখে আলো,
ধী-চক্ষুতে দেখে-শুনে
শুভ যা' হয় তা'তে চ'লো। ৩৪।

বৃদ্ধ হ'য়েও থাকবি যুবা
অটুট থেকে জীবন নিয়ে,
অনন্তেরই সলিল বেয়ে
জীবন-সুধা সবে বিলিয়ে। ৩৫।

জীবনটা তো কোলাহলই
হলাহল তো পেছন ধায়,
কুড়িয়ে নে তুই অমর চলন
চল্ ভেসে চল মলয় বায়। ৩৬।

স্তবস্তুতি ও গুণকীর্ত্তন
যেমনই যাঁ'র করিস্,
হাতে-কলমে অভ্যাস ক'রে
সেগুলিকে তুই ধরিস্;
বুঝে-সুঝে ধীইয়ে নিয়ে
তেমনি ক'রে চলতে থাক,
খোঁজ-খবরে উদ্যম নিয়ে
নিষ্পন্নতায় অটুট রাখ। ৩৭।

হাতে-কলমে অভ্যাস ছাড়া
স্তবস্তুতির কী দাম?
অভ্যাসে না আয়ত্তে হ'লে তা'
পুরে কি মনস্কাম? ৩৮।

জীবন তো চায় জীবনীয় যা'
খরদ্যুতির সোহাগভরে,
এই জীবনকে বেঁধে রাখ তুই
ধৃতিকুশল কর্ম্মডোরে। ৩৯।

জীবন তো চায় অমৃত লাভ
পারবি নাকি তা'রে দিতে,
তপশ্চর্য্যায় অমৃত এনে
সত্তা-সলীল সংস্থিতিতে? ৪০।

একনিষ্ঠ আগ্রহ আর
অনুশীলনী তৎপরতা,
কুশল-কৌশলী অনুচলন
করেই বরণ দক্ষতা। ৪১।

সাধুসঙ্গ পারিস্—করিস্—
ইষ্টনেশা যদি না ভাঙ্গে,
নয়তো কঠোর পাগ্‌লা হাওয়ায়
উঠবি গিয়ে কোন্ সে টোঙ্গে। ৪২।

ইষ্টনিষ্ঠায় তেজাল নেশা
যা'র বুকেতেই ফুটে রয়,
বোধ-বিচারে জ্ঞান-দীপনা
হাতে-কলমে তা'রই হয়। ৪৩।

অটুট-উছল ইষ্টনিষ্ঠায়
যা'রাই তাঁ'তে সংস্থ রয়,
ইষ্টচর্য্যায় যা সমীচীন
দেখে-বুঝে ক'রেই যায়। ৪৪।

ইষ্টনেশার দড়ি ধ'রে
ডুব দিয়ে চল্ অতল-তলে,
অমর রতন সংগ্রহ কর্
সত্তা দুলুক স্বস্তি-দোলে। ৪৫।

ইষ্ট-আচার্য্য পরম শিক্ষক
জীবনধৃতি সেই তো তোর,
হাবড়-জাবড় কুড়িয়ে কেবল
ভাঙ্গিস্ নে তোর ধৃতির ডোর। ৪৬।

নিষ্ঠা, ভক্তি, অনুচর্য্যা,
আলোচনা, দর্শন, জ্ঞান,—
জীবনের তো ঐ ঐশ্বর্য্য,
সম্বর্দ্ধনাই জীবন-ধ্যান। ৪৭।

শ্রদ্ধার আসনে নিষ্ঠা-আলিম্পনে
ইষ্ট স্থাপিত ক'রে,
কৃতি-তপা তুই, নিখুঁত নিবেশে—
হ'য়ে চল্ তাঁ'রে ধ'রে। ৪৮।

ইষ্ট তোমার দাঁড়িয়ে আছেন
জীবনভূমির পারে-ওপারে,
আপন ক'রে নে তাঁ'রে তুই
কর্ম্ম-আচার-ব্যবহারে। ৪৯।

মূর্ত্তি নিয়ে থাকলে যদি
স্ফূর্ত্ত না হয় হৃদয়-রাগ,
মাটির গড়া সে মূর্ত্তিটি
জাগায় কি তোর জীবন-যাগ? ৫০।

ইষ্টনিষ্ঠায় আসন বেঁধে
ঊর্জ্জী আবেগ নিয়ে যা'রা,
পূজাবিভোর দীপ্ত পরাণ
সাধুতপা প্রায়ই তা'রা। ৫১।

ইষ্টনিদেশ যা'ই পাও না
দেখে-বুঝে সকল দিক্,
ঐ নিদেশের সাথে মিলিয়ে
ফলিয়ে তুলো কর্ম্মে ঠিক্। ৫২।

নিষ্ঠাচারে শিষ্ট হ'য়ে
অভ্যস্ত হ'বি যেমনতর,
স্বতঃশিষ্ট প্রতিফলন
হবেও তোমার তেমনতর। ৫৩।

নিষ্ঠা এঁটে বসবে যতই
ভাববৃত্তির দ্যোতন নিয়ে,
ছুটবে আঁধার, পাবি আলোক,
তমসটাকে বিদায় দিয়ে। ৫৪।

সিদ্ধ হওয়া মানেই কিন্তু
সক্রিয়তায় বিদ্ধ হওয়া,
যা'র ফলেতে চরিত্রটা
অভ্যাসেতে যায়ই পাওয়া। ৫৫।

গুণবিভূতি ব্যাপ্ত যাঁহার
প্রীতিভরা দীপন-তেজে,
অনুশীলনে আয়ত্ত ক'রে
সার্থক হ' না তাঁ'রে ভ'জে। ৫৬।

রূপ না দেখে গুণের চিন্তা
হয় কি কোন কালে?
রূপেরই সাথে গুণচিন্তন
ধ্যান তো তা'কেই বলে। ৫৭।

রূপের মাঝে গুণের বিকাশ
গুণের রূপটি সেই,
কৃতিযোগে সেধে নেবার
ও ছাড়া পথ নেই। ৫৮।

গুণান্বিত হ' তুই আগে
কৃষ্টিপথে তপাচারে,
সত্তাতে তা' উঠুক জেগে
গুণান্বয়ে তোর আধারে। ৫৯।

ঈশ্বরীয় গুণ যেখানে
বিভূতিতে উথ্‌লে ওঠে,
তেমনতরই কৃতি নিয়ে
ঈশ্বরেরই মূর্ত্তি ফোটে। ৬০।

উদ্বোধনী উন্মাদনায়
ভক্তি-প্রীতি উথ্‌লে উঠে
কথাবার্ত্তা করণ-কারণ—
যা'তে সে-সব থাকে ফুটে। ৬১।

ভাবের ভজন ছাড়লি যখন
অভাব এলো সেইক্ষণে,
মঞ্জুরিত কেন্দ্রিকতায়
শান্তি কা'রো রয় মনে? ৬২।

ভজন আনে অনুশীলন
অনুশীলনে অধিকৃতি,
এমনি ক'রেই সেধে-সুধে
হয়ই সার্থক জীবন-স্থিতি। ৬৩।

দক্ষ-নিপুণ ত্বরিত কর্ম্ম
সমীচীন সুন্দর কৃতি-দীপনা,
নাই যদি হয়, লাখ বিভূতি
সত্ত্বেও হবে তেল-ম্রক্ষণা। ৬৪।

ব্যক্তিত্ব তোর কৃতি-নেশায়
উঠলো যেমন মেতে,
কর্ষণ, দর্শন, অনুভূতি
তেমনি উঠলো চেতে। ৬৫।

কোথায় এলি, কোথায় যাবি—
এ সব ভেবে লাভ কী তোর?
শ্রেয়চর্য্যা চল্ ক'রে তুই
থাকুক জীবন মত্ত-ভোর। ৬৬।

প্রিয়ের চাওয়ায় চল যদি
তাঁ'রই চাওয়ায় বল,
তাঁ'র চাহিদায় কর তুমি
স্বার্থে তাঁ'র অটল;
ভাবে, বোধে, ধরায়, করায়
থেকে অজচ্ছল,
চর্য্যামুখর এমন চলায়
হ'বিই তো উজ্জ্বল;
সব যা'-কিছু তাঁ'রই চাওয়ায়
তাঁ'কে পাওয়াই সব,
এমন চাওয়া-চলায় তোমার
শুভই সম্ভব। ৬৭।

ভগবানের ধার ধারিস কি
চলিস্ কি তাঁ'র চাহিদায়?
ঠ্যাসের কথায় সে কি ভোলে?
বাঁচতে হয় তো তাঁ'র কৃপায়। ৬৮।

ভজনপ্রভযুক্ত যে-জন
সেবা-চর্য্যা অনুরাগে,
মূর্ত্তপ্রতীক তা'র হৃদয়ে
ভগবান তো নিত্য জাগে। ৬৯।

নিষ্ঠা-সেবার কৃতি-তপে
উন্নতি তোর হবে,
ঐশ্বর্য্য সব বন্দনায় তোর
সজাগ হ'য়ে র'বে। ৭০।

জপ করবি অন্তরে তুই
রাগ-আনতি নিয়ে,
কৃতি-দীপন গুণের স্তবন
ব্যক্তিত্বটির ক'রে স্ফুরণ
সত্তাকে তোর সিদ্ধিপথে
তুলবে উপচিয়ে। ৭১।

ইষ্টপ্রীতিমুগ্ধ যে-জন
সেই তো যোগী বটে,
গুণ-গরিমার চিন্তা-সেবায়
দীপ্ত স্মৃতি ঘটে। ৭২।

মুগ্ধ যোগেই ব্যক্তিত্বটা
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
বোধ-কথায় কৃতি-চলায়
ধ্যেয়র দীপ্তি ফোটে। ৭৩।

ঠিক চলিস তুই তেমন তালে
শ্রেষ্ঠ যা'তে র'ন খুশি,
তাঁ'র চাহিদায় সব ফেলে দে
কী লাভ হবে বৃত্তি পুষি'? ৭৪।

পাছটানে যে মুহ্যমান,
চলার পথে নাইকো ত্রাণ। ৭৫।

কথায় অটল, কাজে টলে,
যুক্ত সে নয়, সে টল্‌মলে। ৭৬।

অমরত্ব—স্বাস্থ্য-দীপ্তি
যা'তে সবার জীবন আসে,
তপশ্চর্য্যায় জান তা'কে
অমৃতত্ব যা'র বিকাশে। ৭৭।

তপের পথে চলবি না তুই
হাতে-কলমে করবি না,
তপের ধাপ্পায় থাকলে নিষ্ঠা
'না' ছাড়া কিছু পাবি না। ৭৮।

তপেই জনম, তপেই জীবন
তপেই বিধান-বিধৃতি,
তপশ্চর্য্যায় হও আগুয়ান
অমৃতত্বে কর স্থিতি। ৭৯।

নিপুণ-নেশার উৎসারণায়
তপ-নিরতি নিয়ে চল্,
আগ্রহটা অটুট রাখিস
শ্রদ্ধাটাকে ক'রে সবল। ৮০।

অধিগম্য যা'-কিছু তোর
তপশ্চর্য্যার দৃষ্টিতে,
দেখে-শুনে ক'রে চলবি,
সার্থকতা পাবি তা'তে। ৮১।

তপ মানেই তো তপশ্চরণ
যা'কে বলে সাধনা,
সুতপা তুই না হ'লে কি
সার্থক হবে তপনা? ৮২।

তপ মানেই তো তাতিয়ে রাখা
অভ্যাসটাকে আদর্শেতে,
আদর্শচর্য্যী গুণানুশীলনে
স্থাপিত করা স্বসত্তাতে। ৮৩।

শুভসুন্দর প্রীতিদীপন
নিষ্ঠায় অটল থেকে,
কাজে তা'রে ফলিয়ে তুলিস্
শ্রদ্ধা অটুট রেখে। ৮৪।

শুভ-সুন্দর চিন্তা দিয়ে
চিত্ত রঙিল ক'রে,
ভাবের আবেগ বাড়িয়ে তুলিস্
কর্ম্মে-ব্যবহারে। ৮৫।

জীবন পেলি মর্ত্ত্যে এলি
পিতামাতার নন্দনায়,
সুস্থি-শুভর বিশদ চর্য্যায়
শৌর্য্য আনিস্ সাধনায়। ৮৬।

ভাব-আবেগে ধারণ ক'রে
জ্ঞানন-চিন্তায় রাখিস্ টান,
চিন্তা-চয়ন ধ্যানের ধরণ
তাইতে বলে তা'কে ধেয়ান। ৮৭।

ক্ষিপ্র জোগান না দিস্ যদি
আবেগ-জোয়ার ভাঁটায় যাবে,
ধরার নেশা ভাঁটিয়ে গিয়ে
উদ্যমও তোর শুকিয়ে যাবে। ৮৮।

যা'ই কিছু তুই করিস্ না ক্যান্
ইষ্টার্থেতে লক্ষ্য রাখিস,
ভাব-বোধনা রঙিল হ'য়ে
ঐ পথে তুই চলিস্-ফিরিস্। ৮৯।

অজ্ঞতাকেই তম জানিস্,
বিজ্ঞতাকে আলো ধ'রে
কৃতি-পথে চল্ এগিয়ে
ইন্দ্রিয়দের সামাল ক'রে। ৯০।

বিধির পথে চ'লে-চ'লে
বৃদ্ধিটাকে বাড়িয়ে তোল,
সিদ্ধ হ'য়ে সৎপথে তুই
চুকিয়ে দে সব ডামাডোল। ৯১।

আছাড় খেয়েই হাঁটতে হবে
উঠতে হবে উদ্যমে,
এমনি অটুট চলায় জীবন
হবেই জয়ী সংগ্রামে। ৯২।

সাধবি যা' তুই সাধলি না তা'
যাচ্ছে জীবন ব'য়ে,
উন্নতি তোর অবশ হ'লো
জনম-মরণ স'য়ে। ৯৩।

অনুশীলনে ইষ্টনিদেশ
স্বভাবসিদ্ধ নে ক'রে,
অটুট চলায় উদাম হ'য়ে
নিষ্ঠাকে তুই রাখ ধ'রে। ৯৪।

নিদেশ ব'য়ে চললি না তুই
অনুশীলন তো করলি না,
চর্য্যাক্রিয়া মর্জ্জিহারা
সুফল তা'তে ফলল না। ৯৫।

ইষ্টার্থ মনন কর
বিবেচনার সূত্র ধ'রে,
শুভ যা' তা' মূর্ত্ত কর
আগ্রহশীল কৃতিভরে,
ধ্যান-পূজা সেই তো আসল
কুশল-শিল্পী-আবেগ নিয়ে,
নিষ্পন্নতায় দক্ষ হ'য়ে
ইষ্টভরণ বেড়াও ব'য়ে। ৯৬।

আচরণ আর অনুশীলন
কৃতিকুশল তৎপরতায়,
মন্ত্র তোমার সিদ্ধ হ'লে
সার্থকতা তবেই তো পায়। ৯৭।

ভক্তিভরে সেবার রাগে
নিদেশ পালন করবি যেমন,
ভজন তোমার উছল হ'য়ে
আগলে ধরবে জানিস্ তেমন। ৯৮।

হাতে-কলমে না-ভজলে কেউ
ভগবানকে পায় কি?
সেবানিপুণ কর্ম্মে ফাঁকি
তেমন ভক্তি হয় মেকী। ৯৯।

ভজনরূপী ভগবানের
স্বতঃসম্বেগ ফুটলে তো'তে,
ধরা-করায় উচ্ছলতায়
করবি যেমন, পারবি হ'তে। ১০০।

ভগবানকে খুঁজতে গেলে
পাবি না মূর্ত্ত কোনখানে,
ভক্তজনে মূর্ত্ত তিনি—
ধৃতিচর্য্যী ভজনাসনে। ১০১।

বৈকুণ্ঠে শুধু র'ন না বিষ্ণু
যোগী-হৃদয়েও তেমনতর,
ভজনদীপ্ত ধৃতিচর্য্যী
ভক্ত-বুকেই থাকেন দড়। ১০২।

লাখ দেবতায় কর না পূজা,
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
মহিমাসিদ্ধ বিভূতি না হ'লে
ভজন-পূজন যাবে বৃথায়। ১০৩।

নারায়ণকে উপেক্ষা ক'রে
লক্ষ্মীপূজার লাখ বাহানা,
লক্ষ্মীকে কি বাঁধতে পারে?
যম-জাঙ্গাল তা'য় দেয়ই হানা। ১০৪।

বাগ্‌দেবীকে করিস্ পূজা
বোধ-বিবেককে জাগিয়ে নিতে,
কৃতিদেবীর করিস্ পূজা
অনুশীলনে মূর্ত্তি দিতে। ১০৫।

উচ্চ যা' তা' নতির সাথে
বিহিত চর্য্যা ক'রে,
উন্নতি তোর করতে হবে
উন্নতকে ধ'রে। ১০৬।

উর্জ্জীতেজা শ্রদ্ধা যদিই
তৃপ্ত হ'য়ে মহিমায়,
নিষ্ঠানিপুণ দীপ্ত রাগে
কৃতি-বিভব নাই-ই হয়,
সার্থকতা কোথায় রে তোর
পাবি কোথায় তৃপ্তি জ্ঞানে,
অলস নেশায় থাকবি প'ড়ে
স্বস্তি কি আর পাবি প্রাণে? ১০৭।

ভাবের ঘুঘু হওয়াই কিন্তু
ব্রহ্মানন্দ নয়,
বোধ ও ক্রিয়ার পরিচর্য্যায়
ব্রহ্মানন্দ হয়। ১০৮।

জপ-ধ্যান-পূজা যা'ই করিস্ না
যেমন যা' হয় কর্,
অনুশীলন-অভ্যাস না করলে তা'র
পাবি কি তা'র বর? ১০৯।

কৃতিরাগে ডগমগ
নিষ্ঠারাতুল নন্দনায়,
থাকিস্ সদাই ইষ্টপ্রীতির
অনুশীলনী বন্দনায়। ১১০।

বিভুকৃপা ততই পাবি
কৃতি-মাতাল থাক্‌বি যত,
চর্য্যারত আলিঙ্গনে
জীবনটাকে রাখ্‌লে রত;
অমৃতেরই ঐ তো পথ
সেই পথেরই যাত্রী হও,
ক'রে পেয়ে কৃপার আলোয়
বিভু-বিভবে অবাধ রও। ১১১।

কাজ বেড়ে যায় ব্যাপৃতির কোলে
তা'ও ভালো তা'ও ভালো,
সাত্বত যা' চর্য্যায় তা'র
বোধে যেন ফোটে আলো। ১১২।

অস্তিত্বে যা'র প্রীতিপূজা
সব অস্তিত্বের পূজারী সে,
পূজা-আচার সেই তো জানে
সেই তো বাতায় তা'র দিশে। ১১৩।

অস্তিত্বতে অটুট থাকা
স্বতঃ-চাহিদা জীবনটার,
সুখতৃপ্তি নিয়ে সে চায়
আত্মপ্রসাদ বর্দ্ধনার,—
প্রতিষ্ঠাতে আসীন থেকে
পারস্পরিক পরিচর্য্যায়,
স্মৃতিবাহী চেতনা নিয়ে
আত্মোন্নতির নন্দনায়। ১১৪।

সত্তাতে তোর যা'-কিছু রয়
দান ক'রে দে সব,
শ্রেষ্ঠ তোমার সব রকমে
থাক্ হ'য়ে বিভব;
সুখে-দুঃখে তবেই শান্তি
ভ্রান্তিও কাটতে থাকবে,
সৎ-চাতুর্য্য আসবে হেঁটে
তবে তো চলতে পারবে। ১১৫।

ইষ্টনিদেশ চল্ পেলে তুই
দেখ্ না ক্রমে কীই যে হয়,
বোধের চোখটি সজাগ রেখে
নিষ্পাদনে আন্ রে জয়,
দীপন-সুরে ঊর্জ্জী নেশায়
দক্ষ-নিপুণ ক্ষিপ্রতায়

নিয়ন্ত্রণী নিষ্পাদনা
　　গাহুক সার্থকতার জয়। ১১৬।

নাম-অনুরাগ শ্রদ্ধা বাড়ায়,
　　শ্রদ্ধা আনে ইষ্টনেশা,
ইষ্টনেশায় আসেই জেনো
　　নিদেশপালী রুচির তৃষা,
ঐ রুচি করে অনুশীলন,
　　অনুশীলনে কৃষ্টি জাগে,
কৃষ্টি বাড়ায় তপ-চলন
　　সমীচীনতার অনুরাগে,
আবেগনিষ্ঠ চর্য্যা নিয়ে
　　সমীচীনে সম্যক্ করা,
ভজনদীপ্ত হৃদয়ে অমনি
　　তপ-বিভূতি দেয়ই ধরা। ১১৭।

ঈশ্বরীয় গুণ যেখানে
　　ধারণ-পালন-পোষণ-রাগে,
বিভূতিতে ব্যক্ত হ'য়ে
　　ভক্তজনার সত্তায় জাগে,
যেমন যুগে যেমনতর
　　কৃতি-যাগের প্রয়োজন,
অসৎ-নিরোধ তপটি নিয়ে
　　তা'তেই তিনি মগ্ন র'ন;
চলন-বলন কেমনতর
　　ধরণ-ধারণ তাঁ'র যে কী?
প্রয়োজনের মতন করেন,
　　তেমনতরই চলে ধী। ১১৮।

যাঁ'র বরণে বৃদ্ধিমুখর
চলছ হ'য়ে নিত্যদিন,
খাইয়ে-পুষে না চললে তা'য়
চৌর্য্য-বৃত্তির নও অধীন?
তাঁ'রই নিদেশ বহন কর
শরীর, মন আর হৃদয় নিয়ে,
এক লহমাও ন'ড়ো নাকো
সেবা কর তাঁয় চিত্ত দিয়ে;
তাঁ'রই পথে চলতে থাক
তাঁ'রই দিকে রেখে মুখ,
চল-বল তাঁ'র চলনে
অমনি ক'রেই ভুঞ্জ সুখ। ১১৯।

আর্য্যকৃষ্টি

ঠিক জানিস্ তুই ঠিক বুঝিস্
ভেবে-চিন্তে আরো দেখিস্—
সঙ্গতিশীল সম্বন্ধটা
ভাঙ্গেই যখন থাকিস্ না,
ভজনশীল সঙ্গতিটা
সংহত হওয়ার অনুভূতিটা
জাত-সমাজে থাক্‌ল না যেই
জীবন বেঁচে থাক্‌ল না তোর—
তা' বুঝিস্। ১।

অমৃতেরই সন্ততি তুই
অমৃতই তোর জীবন-ধারা,
মরণ ভ'জে মরণ খুঁজে
হ'বি কেন সর্ব্বহারা ? ২।

ঊর্জ্জী নতি দীপ্ত প্রবীণ
সঙ্গতিশীল যতই দেশ,
জীবন-বৃদ্ধির কৃষ্টি নিয়ে
দক্ষ চলার নাইকো শেষ। ৩।

জীবনটাকে ফেল্‌বি কেন
শুধুই কেবল কোলাহলে,—
ব্যতিক্রমে থাক্‌বি কেন
পিয়ে দুষ্ট হলাহলে? ৪।

জীবনবেদী সত্তা যে তোর
ঐতিহ্যটা তা'রই বেদী,
কৃষ্টি-পথে ওঠ্ না হেঁকে
অজান যা' তা'র মর্ম্ম ভেদি'। ৫।

ঐতিহ্যকে যেই তাড়ালে
নষ্ট করলে কৃষ্টি-গোলা,
প্রাচীন-পর্য্যায়ী সংস্কার যা'
হ'লে তা'তে বেভুল-ভোলা। ৬।

প্রত্যুৎপন্নমতি তোমার
প্রাচীনেরই আবেগ-দীপ,
তা'তে আঘাত হান্‌লে পরে
জ্বল্‌বে কি তোর প্রাণ-প্রদীপ? ৭।

দেখলি কত করলি কত
সংস্কারকে ক'রে আঘাত,
হ'ল কি তোর উচ্ছলতা
থাম্‌ল কি রে জীবন-ব্যাঘাত? ৮।

ঐতিহ্যেরই উৎক্রমণে
যে সংস্কার উঠ্‌ল বেঁধে,
তা'র বিনাশে হয় না শুভ
ব্যতিক্রমই আসে সেধে। ৯।

ঐতিহ্যেরই আঘাত-ব্যাঘাত
সংস্কার যা' কর্‌ল সৃজন,
তাই তো সবার জীবন-সম্বল
উৎসারণী জীবন-গঠন। ১০।

এখনও তুই ওঠ্ রে জেগে
বেচাল চলায় চলবি কত,
তালহারা ঐ বেতাল নেশা
কর্‌ল কত জীবন ক্ষত। ১১।

ঐতিহ্যেরই অবদান যা'
সুসম্বৃদ্ধ সংস্কার,
সেই বেদীতে দাঁড়িয়ে ও-তুই
কৃষ্টিতে কর্ অভিসার। ১২।

ক'র্ষে নিয়ে মেধাটি তোর
প্রীতি-বিভব কৃষ্টিতে,
ফুলিয়ে তোল প্রজ্ঞা-বিভব
অমর জীবন-সৃষ্টিতে। ১৩।

জীবনটা তোর বেড়ে উঠুক
তৃপ্তিভরা বৃষ্টি নিয়ে,
ধৃতি চলুক কৃষ্টি-পথে
স্‌ৎ-করণে জ্ঞান বিনিয়ে। ১৪।

বোধ-বিকাশী প্রীতির রাগে
শুভ যা' তা'ক্* আগ্‌লে ধর্,
সংস্কারের সন্দীপনায়
কৃষ্টিটাকে মুখর কর্। ১৫।

---

* তা'কে

লাঙ্‌লা হ'বি মনে-প্রাণে
    কৃষ্টি নিয়ে বাস্তবে,
যে-বিষয়ের করবি রে চাষ
    ফসলও পাবি সেই ভাবে। ১৬।

ঐতিহ্য হ'তে পাওয়া যা' সব
    সংস্কার কিন্তু জানিস্ তা'ই,
ঐতিহ্য আর সংস্কার ছাড়া
    কৃষ্টিপূজার ভিত্তি নাই। ১৭।

ভিত্তি যেই তোর বদ্‌লে গেল
    পূর্ব্ব-পুরুষ-সংস্কৃতির,
সঙ্গতিহীন অমন কৃষ্টি
    করেই সৃষ্টি বিকৃতির,
স্বাস্থ্য-সত্তা সন্দীপনায়
    ভাববৃত্তির আবেগ-তৃণ,
ব্যর্থ হবে নিষ্ঠ-তেষ্টা
    ব্যক্তিত্বতে ধ'রেই ঘুণ। ১৮।

কেমন আছিস্, কোথায় যাবি,
    কী আবেগে চলতে র'বি,
ব্যক্তিত্বটা বৃদ্ধি পাবে
    সংস্কৃতির কী ধ'রে ছবি!
সংস্কার যদি না থাকে তোর
    নিজ সংস্কারে গাঁথবি কী!
নিজস্বহারা পরগৌরব
    শৃঙ্খলহারা হবে ধী;

প্রাচীনতম কাল থেকে তুই
পিতৃপুরুষের ধারা নিয়ে
গজিয়ে উঠলি এখানে তুই—
তা'য় বাড়াবি কী দিয়ে? ১৯।

ঐতিহ্য যা' বীজ-বহনে
তো'তে হ'ল আবির্ভাব,
সেই বেদীতে অটল থেকে
উচ্ছলে কর্ কৃষ্টিলাভ। ২০।

বীজকোষেতে বিদ্ধ থেকে
সংস্কারের সন্দীপনা,
বিধান হ'তে পুষ্টি নিয়ে
বাঁচায় আপদ্ উদ্বেজনা। ২১।

জীবন তোদের দাঁড়িয়ে আছে
কৃষি-শিল্প-সন্দীপনায়,
সুবিবাহ, সুপ্রজনন—
দেশটা জাগে যে উজ্জ্বলায়। ২২।

ঐতিহ্যেরই উদার স্রোতে
সংস্কৃতির সন্দীপনা,
কৃষ্টি-চলন তা'রই চাষে
করেই যে দূর কি লাঞ্ছনা! ২৩।

কৃষ্টি জানিস্ সৃষ্টি খুঁজে
সাত্বত সঙ্গতে আসা,
ঐতিহ্যেরই বেদীমূলে
বাঁচাবাড়ার তপে বসা। ২৪।

কৃষ্টি যা'তে ধর্ষিত হয়
তপ-দ্যোতনার বর্জ্জনায়,
ঐতিহ্যকে হেলা করে
কু-কৃতিরই কুসর্জ্জনায়। ২৫।

ঐতিহ্য কিংবা সংস্কারের
প্রথা কিংবা কুলগৌরব,
নাই যেখানে, অপাত্র সে,
গর্ব্বে ফোলেই তা'দের রৌরব। ২৬।

ঐতিহ্যকে ডাঙ্গস মেরে
কৃষ্টিসেবা যে-জন করে,
কৃষ্টি তাহার সৃষ্টি নিয়ে
জাত-জীবনকে সাবাড় করে। ২৭।

ঐতিহ্যেতে দাঁড়িয়ে ও-তুই
কৃষ্টি-পথে আরো চল্,
ঐ বাদের তুই বাদী হ'য়ে
বাড়া বুকে সবার বল;
অমন বাদে বাদ নাই তো কেউ
সত্তায় কিন্তু জীবন-ঢেউ,
সত্তার ধৃতি সবার ধৃতি
ঐ ধৃতি বাদ নাই রে কেউ। ২৮।

ঐতিহ্যেরই সমাহারে
বৈশিষ্ট্যেতে শিষ্ট যেমন,
কৃষ্টি-ব্যাকুল তৎপরতায়
তুর্য্য-প্রাজ্ঞ যেমন চলন,

কৃতিদীপ্ত জীবনটা তোর
উঠবে ফুটে তেমনিতর,
বড় ক'রে সবায় তুমি
তেমনিতরই হবে বড়। ২৯।

বাঁচার সাথে মৃত্যু-নিরোধ
চলন যেমন স্বাভাবিক,
ইষ্টনিষ্ঠ অনুচর্য্যায়
কৃষ্টিও তেমনি মাঙ্গলিক। ৩০।

ঐতিহ্য আর প্রথা-রীতি
কৃষ্টি-সহচর—
সার্থকতায় সবকে নিয়ে
উৎসারণায় ধর্। ৩১।

শুক্রকীটেই সংস্কৃতি রয়
সংস্কারও বয় তা'ই জানিস্,
যেমনতর ঐটি হবে
জন্মও তা'র তা'ই-ই মানিস্। ৩২।

সব যা'-কিছু উড়িয়ে দিয়ে
সংস্কারে মারলে লাথি,
হ'বি পরপদলেহী
দুর্ভোগই তোর হবে সাথী। ৩৩।

সংস্কারে জন্মে সবাই
ঐতিহ্যও ঐ সংস্কার,
প্রাচীন হ'তে আসছে চ'লে

জীবন-গতির ব'য়ে ভার;

সংস্কার যা'র যেমন শুভ
বিনায়িত যেমন তালে,
শিক্ষা-দীক্ষাও তদনুগ
প্রতিষ্ঠাও হয় তেমনি ভালে;
উড়িয়ে দিয়ে ঐ সংস্কার
বৃদ্ধিপর-বিন্যাসহীন
করলে জানিস্ গোল্লায় যাবি,
হবেই জাতটা নিত্য দীন। ৩৪।

সংস্কার আর প্রথা যখন
মিলন-প্রভায় যতই চলে,
সত্তা-আসন তেমনি নিরেট
তেমনতরই আরোয় বলে *। ৩৫।

ইষ্ট-ঐতিহ্য-প্রথানিষ্ঠা,
কুলনিষ্ঠায় অটুট থেকে,
সমবেদনী নিয়মনায়
চলিস্ কিন্তু বুঝে-দেখে। ৩৬।

ঐতিহ্য আর প্রথা যেমন
সংস্কারও হয় সেই মতন,
অন্তরবিদ্ধ যা' হ'য়ে রয়
উদ্গতির হয় সেই ধরণ। ৩৭।

---

*বৃদ্ধি পায়।

অন্তরবিদ্ধ সংস্কার যা'
বিশেষ ক'রে পোষণ দিয়ে,
দক্ষদীপ্ত কৃতিপটু
করবি তা'কে সুবিনিয়ে। ৩৮।

সংস্কার গোঁড়ামি নয়কো
বুঝে ক'রে সাজিয়ে নেওয়া,
কৃষ্টির অর্ঘ্যই ঐ সংস্কার
ঠকাই যে তা'য় ডুবিয়ে দেওয়া। ৩৯।

নিষ্ঠারাগে শিষ্টাচারে
আগ্রহেরই উচ্ছলা—
গড়তে শুভ যে ক্ষতি হোক
হয়ই কিন্তু সচ্ছলা। ৪০।

যা'ই না কিছু কর তুমি
সুসংরক্ষী গোঁড়া হবেই,
সমীক্ষিত সব যা'-কিছু
সংসাধিত হয়ই তবেই। ৪১।

সুসংস্কৃত কুলের আচার
রীতি-নীতি-ব্যবহার,
সব যা'-কিছুর পরিচর্য্যায়
উচ্ছলতা আন্ সবার। ৪২।

কোন্ বংশেতে জন্ম তোমার
সম্ভব করা কী তোমার,
অতিক্রমি' সেই গরিমা
আনিস্ নাকো অশিষ্টাচার। ৪৩।

সংস্কারে সাত্বত আধান
বর্ণ গড়া তাইই দিয়ে,
সংস্কার-অনুগ সংস্কৃতি
সৃষ্টি করা তাই-ই নিয়ে। ৪৪।

জাতক যেথায় সৎ-সুনিষ্ঠ
তপস্যাতে সুনিরত,
(সেথায়) কৃষ্টি নামে বৃষ্টিধারায়
উন্নতিও অবাধ তত। ৪৫।

জন্মবিদ্ধ সহজ বোধে
যে-বৈশিষ্ট্যে সৃষ্ট তুই,
সেটা ভেঙ্গে বেচাল চলায়
সত্তা-ধৃতি পড়েই নুই'। ৪৬।

বিশেষিত সংস্কার যা'
সত্তাটিকে তুললো গ'ড়ে,
বৈশিষ্ট্য মানে তাই-ই কিন্তু
তা' ছাড়া আর নয়কো ওরে। ৪৭।

সত্তাচর্য্যা, কৃষ্টিচর্য্যা
চর্য্যা সমাজ-দেশের,
সঙ্গতিশীল এমন চর্য্যা
স্বতশ্চর্য্যা ধরমের। ৪৮।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা মানেই বুঝিস্—
ঐতিহ্য আর কুলের প্রথায়
যে-ব্যক্তিত্ব জেগে ওঠে
স্বাধীনভাবে অটুট থাকায়;

ব্যতিক্রমদুষ্ট যখনই যে হয়
ঐ স্ব-কে ভাসিয়ে দিয়ে,
বিকৃতিতে তা'রাই চলে
স্বাধীনতার নামটি নিয়ে। ৪৯।

চলার পথে ধাপে-ধাপে
সত্তাটাকে ক'র্ষে নিয়ে,
ব্যক্তিত্বটাকে রাখ্ না স্বাধীন
নিষ্ঠানিপুণ চলন দিয়ে;
নয়তো যাবি অধঃপাতে
সংক্রমণে মরবে সব,
ব্যক্তি-মেরুদণ্ড ভেঙ্গে
জাহান্নমের হবে উদ্ভব। ৫০।

আমার কৃষ্টির সব অধ্যায়ের
সকল বিষয় জেনে,
ধৃতিপোষণায় কীই যে কেমন,
তেমনি সেটায় মেনে,
সত্তাপোষণ সৎ-দীপনায়
লাগালে সেটা কাজে,
ধৃতিচর্য্যা তখনই হয়
এড়িয়ে যা'-সব বাজে। ৫১।

কৃষ্টির ধৃতি-ধী যাহাদের
আচার-বিদ্যায় তীক্ষ্ণ যেমন,
বাস্তব সুবিনিয়োগে
ধী ও স্বভাব উছল তেমন। ৫২।

ভজনচর্য্যা নিষ্ঠারতি
কৃতি-দীপন তেষ্টা নিয়ে,
না চললে তোর কৃষ্টি কোথায়?
জীবনটা যে যাবেই ব'য়ে। ৫৩।

কৃষ্টিতপে ধৃতি জাগাও
চর্য্যানিপুণ সুচলনে,
ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট হ'য়ে
উঠবে ফুটে সুবলনে। ৫৪।

প্রাণে প্রতিষ্ঠ থাকতে হ'লেই
সৎ-প্রতিষ্ঠ আগে হ',
ব্যতিক্রমহীন সতে দাঁড়িয়ে
সত্তাকে তুই তেমনি ব'। ৫৫।

সৎ আচার্য্য, গঙ্গাজল
অন্নপূর্ণার ধান—
তিনেই লোকের চলন-ফেরন
তিনেই বাঁচে প্রাণ। ৫৬।

প্রণামের অর্থ কী?—
প্রবীণের চলন মাথায় রেখো
বাড়বে তা'তে ধী। ৫৭।

শ্রেয়োজনে রাখলে নতি
থাকলে তোমাতে সুপ্রবৃত্তি,
চিত্তে সেটা জাগিয়ে তুলে
সু-তে তোমার বাড়ায় রতি। ৫৮।

খাস্ নে কিন্তু এমন জিনিস
চলিস্ নে তুই এমন পথে,
কাজ করিস্ নে এমন কিন্তু
কৃষ্টি-সাধায় ব্যাঘাত যা'তে। ৫৯।

অমোঘ সুরে উদাম চলায়
মিটির-মিটির করছে যা',
উর্জ্জী বেগে নে সেধে নে
জীবন-পোষায় লাগা তা'। ৬০।

ধৃতিচর্য্যা বৃদ্ধি আনে,
বৃদ্ধি চলে আরোর দিকে,
অভ্যস্ততা অভ্যাসে হয়
প্রবুদ্ধ করে জীবনটাকে। ৬১।

নিষ্ঠা মানেই লেগে থাকা,
শ্রদ্ধা মানে সত্তা-ধারণ,
নিষ্ঠা-শ্রদ্ধার আবেগ-গতি
সুসম্বোধের সুষ্ঠু কারণ। ৬২।

দীর্ণি' তমোয় আলোককে আন্
যাক্ চ'লে যাক্ নিরেট আঁধার,
সার্থকতায় সবাই দাঁড়াক্
আলোক-দোলায় সকল ব্যাপার। ৬৩।

দেখে-শুনে ক'রে-বুঝে
মরণে প্রাণ সৃষ্টি কর্,
প্রাণন-সম্বেগ বৈধী চলায়
অমন ক'রে—পারিস্ ধর্। ৬৪।

ভিটামাটি বাড়ীর যেটা
পূর্ব্বপুরুষ করেছে বাস,
শ্রদ্ধাভরে রাখবি তা'রে
ছাড়িস্ নে তা' গেলেও শ্বাস। ৬৫।

ভবন-মন্দির যেখানে তোর
কুলের আবাস যেইখানে,
তীর্থক্ষেত্র তোর যে সে রে
শ্রদ্ধা রাখিস্ সেই টানে। ৬৬।

যে-কুলেতে জন্ম তোমার
উদ্ভবও সেই উপাদানে,
তোমার স্ব-এর বিশেষত্ব—
সত্তারক্ষী সেই চলনে। ৬৭।

কুল-টা জানিস্ জীবনধারা
সৃষ্টি-স্থিতি নিয়ে সাথে,
যে-কুল থেকে উদ্ভাবনা
স্ব-এর উদ্ভব সেইটি হ'তে। ৬৮।

নষ্ট হ'লেও তোমার কিংবা
তোমার কুলের মর্য্যাদা,
অন্যের কুল-মর্য্যাদাটি
রক্ষা ক'রো সর্ব্বদা। ৬৯।

অন্যের কুল-মর্য্যাদা রক্ষায়
কৃতি-বিজ্ঞ হ'বি যেমন,
কুলবৈশিষ্ট্য বিশেষত্বে
সম্মানিত হবে তেমন। ৭০।

প্রেষ্ঠগৃহে থাকলে যেমন
প্রিয়-অনুগ চিত্ত থাকে,
চলায়-বলায়-করায় যেমনি
উচ্ছ্বসিত প্রিয়ই জাগে,
জীবনটাকে তেমনি ক'রে
প্রেয়-উচ্ছল ক'রে রাখা,
প্রিয়পন্থী হ'য়ে চ'লে
স্বাধীনতায় তেমনি থাকা। ৭১।

ভজনদুষ্টিই স্থৈর্য্য ভাঙ্গে
ভাঙ্গেই বুকের উৎস ধারা,
ব্রহ্মচর্য্য তাইতো সাধ্য
নিষ্ঠানিপুণ সুযোগ-দ্বারা। ৭২।

খণ্ড-টুক্‌রো যা'ই না হোক
ধৃতিধারা রাখিস্ ঠিক্,
ব্যক্তি-পরিবার সবাই যেন
ধ'রে চলে এই নিরীখ। ৭৩।

ধৃতি-উদ্যম এমনি রাখিস্
ঐ সৌষ্ঠবে দিতে প্রাণ
ব্যত্যয়ী যা' করবে নিরোধ—
তা'তে কিন্তু নাহি আন্। ৭৪।

শিখবি ওরে সবার কাছে
বৈশিষ্ট্যটি রেখে ঠিক,—
পারস্পরিক এই চলনে
ফুটবে জ্ঞানে সকল দিক্। ৭৫।

দেশের ভাষা ভুলে তোরা
আন্ ব্যবহার করবি কেন?
ঐতিহ্যটা বজায় রেখে
যত ইচ্ছা শিখিস্ যেন। ৭৬।

গুণ-অনুগ কুলের আচার
থাকবে যেথায় যেমনি,
নিষ্ঠা-ব্যবহার-খাদ্য-আচার
রাখবেই ধ'রে তেমনি। ৭৭।

নিষ্ঠাবিহীন আচার-ব্যাভার
কুলকে করে হীনতম,
বিপর্য্যয়ী যৌন-চলা
কুলের ধারা করে খতম। ৭৮।

সৃষ্টিগঠন জান্ আগে তোর
ঐ তুলনায় জান্ সকল,
সেই জানাটার বিনায়নে
ধৃতি-বিদ্যা কর্ কুশল। ৭৯।

উর্জ্জী-তেজা হৃদয় নিয়ে
নিষ্ঠানিপুণ উচ্ছলায়
চল্ ওরে তুই অসীম তেজে
সেবা রাগের মূর্চ্ছনায়,
তৃপ্তি পাবি, শক্তি পাবি
ক্রমেই বেড়ে চলবে হৃদয়,
তোমার সঙ্গে পরিবেশের
ভাগ্যদেবীর হবে উদয়। ৮০।

ঊর্জ্জীনতি দীপ্ত প্রবীণ
সঙ্গতিশীল যতই দেশ,
জীবনবৃদ্ধির কৃষ্টি নিয়ে
দক্ষ চলার নাইকো শেষ। ৮১।

জীবন-বৃদ্ধি সিদ্ধি লভুক
অমর তালে ওঠ্ রে নেচে,
জীবনীয় তুই বুঝবি যেটা
সামঞ্জস্যে নিস্ রে বেছে। ৮২।

অন্তরেতে কৃতিধারা
তপনেশাতে হোক্ রে পাগল,
বৃত্তি-বাঁধন দে ভেঙ্গে দে—
স্বস্তি উঠুক ভেঙ্গে আগল। ৮৩।

ব্যতিক্রমকে এড়িয়ে ফেলে
অনুক্রমে আয় রে আয়,
যে ক্রমেতে জীবন বাড়ে
সেই ক্রমই তো প্রাণের আয়। ৮৪।

তৃপ্তি আসুক, দীপ্তি আসুক
শান্তি নিয়ে কৃতি-পায়ে,
জীবনীয় সুপ্তি আসুক
আশিস্-ধারার মলয় বায়ে। ৮৫।

কৃতি-পথে চল এগিয়ে
ধৃতি তোমার অটুট থাকুক,
সম্বর্দ্ধনী স্বস্তি-চালে
তোমায় সবাই সুখে বহুক। ৮৬।

অস্তিবৃদ্ধির পোষণ-রোলে
ধারণ-পালন-সম্বেগে,
ওঠ্ তো নেচে তাথৈ-তাথৈ
কৃতিদীপন সম্ভোগে। ৮৭।

ঊর্জ্জী বুকে ধৈর্য্য নিয়ে
দক্ষ-নেশায় কৃতি-মাতাল,
চল্ রে হ'য়ে সম্বোধী তুই
প্রবুদ্ধতায় হ'য়ে বিশাল। ৮৮।

কৃতিরাগে দীপ্ত ব্যাভার,
ঊর্জ্জীতেজা শ্রদ্ধা নিয়ে,
আগ্‌লে ধ'রে অর্থ-বিভায়
দাঁড়া ওরে হৃদয় দিয়ে। ৮৯।

ইষ্টনেশায় শিষ্ট থেকে
অনুশীলনে ক'র্ষে নিয়ে,
সার্থকতার সুসম্পদে
চল্ চ'লে চল্ জীবন বেয়ে। ৯০।

সাত্বত যা' সিদ্ধতম
সেই দিকেতে ঝোঁক রাখিস্,
পূর্ব্বতনের সংস্কারের—
সিদ্ধ দাঁড়ায় পা ফেলিস্। ৯১।

প্রাচীনেতে পা রেখে তোর
নবীন যা' তা' হাতে আন্,
এই চলনে চলৎ থেকে
বৃদ্ধিতে হ' সিদ্ধ-প্রাণ। ৯২।

অনুকম্পায় ইষ্টনিদেশ
যা'রাই করে ব্যতিক্রম,
তা'রাই জানিস্ যমের দালাল
শত্রু নাইকো তাদের সম;
ইষ্টনিষ্ঠা-প্রতিষ্ঠাটি
হৃদয় হ'তে নেয় কেড়ে,
নিদেশ-পালন-প্রবৃত্তিটি
যম-জীবনে দেয় ভ'রে;
কানে-কানে গোপন কথায়
দিয়ে বেড়ায় অসৎ-ঢেউ,
শয়তানেরই সেবক তা'রা
বুঝতে বাকী রয় কি কেউ?
তাই বলি রে অলল চলায়
এখনো তোরা বিরত হ',
মাথায় নিয়ে ইষ্ট-বোঝা
জীবন চালা প্রত্যহ;
কথায় ফোটে কথার মালা
কান ছাড়া আর শোনে কেউঁ?
কর্ম্মে ফোটে কৃতী জীবন
ওঠেই যা'তে বৃদ্ধি-ঢেউ;
ইষ্টে যদি থাকেই নেশা
অসৎ-নিরোধ তর্পণায়,
এখনই ওঠ্ মাভৈঃ-রবে
জেগে জাগা সব জনায়;
হৃদয়টি তোর ওত্‌লায়ে তোল
শ্রদ্ধাপূত অর্চ্চনায়,
মরণ-সাগর দে রে পাড়ি
সংস্থিত হ' বর্দ্ধনায়,
ইষ্টার্থটির ব্যতিক্রম যা'য়

বুঝবি তা'কে অসৎ ব'লে,
তা'র নিরোধই অসৎ-নিরোধ
করাই ভাল ছলে-বলে;
নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখ্
অন্যের চলন-বলন বুঝে,
অসৎ যদি থাকে কোথাও
করিস্ নিরোধ বুঝে-সুঝে;
কেউটে সাপের বাচ্চা তোরা
কেঁচো হ'বি সে কী পাপ!
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে
ফুটুক রে তোর মাভৈঃ-দাপ;
আমার কথা শুনবি কি রে—
লাগবে ভাল এমন চলা?
যদি লাগে তৃপ্তি পাবে
মূর্খ 'আমি'-র এমন বলা। ৯৩।

বজ্রতেজা নিষ্ঠা নিয়ে
ঊর্জ্জী রাগ-গৌরবে,
ত্বরিত দীপক বোধ-বিবেকের
শিব-সুন্দর সৌরভে,
নিখুঁত কৃষ্টির সমাহারে
ক্ষিপ্র কৃতি-দ্যোতনায়,
বিপদ্-আপদ্ ব্যর্থ ক'রে
পারিস্, দাঁড়া, এগিয়ে আয়;
জীবন-মরণ মথন ক'রে
অমৃতেরই তপস্যায়,
দুঃখ-আঘাত-ব্যাঘাত সবই
ব্যর্থ ক'রে চ'লে আয়;
সার্থকতা চাই-ই যে তোর

সম্বর্দ্ধনার ব্যাপ্তি নিয়ে,
ইষ্ট-নেশার সঙ্গতিতে
চল্ চ'লে চল্, হৃদয় দিয়ে;
কর্ম্মরণের নাচন-পায়ে
ডগমগ হৃদয়-তেজে,
দৃষ্টিও তোর জ্ব'লে উঠুক
সাত্বত সুর উঠুক বেজে। ৯৪।

কর্ম্ম

করতে-করতে যে-জন যায়,
কৃপার আশিস্ সেই তো পায়। ১।

শুনলে অনেক—করলে না,
ঠক্‌লে কত—বুঝলে না। ২।

হেলায়-ফেলায় করলে কাজ
কাজের মাথায় পড়ে বাজ। ৩।

না-করলে বাড়ে না গুণ,
কেবল বাজে কথার ঝুন। ৪।

যা'-যা' লাগে প্রয়োজনে,
সে-সব রেখো যথাস্থানে। ৫।

কাজের কী ধরণ?—
বুঝে-সুঝে শুভ-সুন্দরে
ত্বরিত নিষ্পাদন। ৬।

কর্ম্মটাতে নাম্ আগে তুই
জ্ঞানের চর্চ্চার সাথে-সাথে,
অনুশীলনী তৎপরতায়
হ' রে কুশল দক্ষ তা'তে। ৭।

তথ্য শুনে কী হবে তোর!
তত্ত্ব তো'তে ব'র্ত্তে উঠুক,
দেখে-ক'রে-বুঝে' তত্ত্ব
বাস্তবতায় বোধে আসুক। ৮।

অদৃষ্ট ভেবে কী হবে তোর
দৃষ্ট যা' তা'র করলি কী?
দৃষ্ট যা' তা'র করলে সুসার
অদৃষ্ট কি হয় মেকী? ৯।

আগ্রহটাকে উর্জ্জী ক'রে
ঐটি ক'রে কৃতি-আধান,
সার্থকতায় সব বিনিয়ে
বিহিত নিষ্পাদনে আন্। ১০।

বিবেক দিয়ে বিচার ক'রে
দেখে-শুনে সকল দিক্,
ধরবি যা' তুই করবি সেটা
ঠ'কে না হয় বলতে—ধিক্। ১১।

বুঝে-প'ড়ে ঠিক ক'রে নাও
মাটি শুদ্ধ সবে
সমীচীন যা' ক'রে চল
দীপ্ত অনুভবে। ১২।

যে-সুবিধা যোগ্যতাকে
ঢিলে অবশ করে,
সে-সুবিধায় লোভ করিস্ না
ডাইনী ওতে ধরে। ১৩।

অন্তরেতে চিন্তা অঢেল
বাস্তবে নাই রূপ,
আর কিছু নয়—ওগুলি সব
শুধুই ভাবের কূপ। ১৪।

চরিত্র হেন ধন থাকতে
ভাগ্যের অভাব কী?
আলস্য হেন গুণ থাকতে
দুঃখের অভাব কী? ১৫।

সুযোগ যদি হারাস্ কেবল
অবহেলা আর অলসতায়,
অনুকম্পা অবশ হবে
জাগ্‌বে কি আর সৎ দীপনায়? ১৬।

আলোচনা শুনলি কত
নিদেশ কথাও নয়কো কম,
অনুশীলন তো করলি না আর
বাক্য-বাগীশ বেকুব সঙ্। ১৭।

বাঁচা-বাড়ার তপ-তালিমে
নিখুঁত চলবি কবে?
ব্যর্থ আশা, ব্যর্থ আসা—
টানছ বোঝা ভবে। ১৮।

ধৃতি-কথা বহুত জান
কর না কিছু কাজে,
এমন জানায় কী-ই বা হবে
জানাটা শুধু বাজে। ১৯।

ভাল করলেও মন্দ ফলে
মন্দে ভাল ফল,
ঘটলে এমন দেখিস্ সে ফল—
প্রায়ই দুর্ব্বল। ২০।

অভিনয় তোর যেমনতর
এ দুনিয়ার নাট্যশালায়
উচ্ছলতাও তেমনতর
সাঙ্গোপাঙ্গও তেমনি দাঁড়ায়। ২১।

হাজার ভড়ং করিস্ না ক্যান্
করণটাকে দিয়ে বাদ—
রকম-সকম যা'ই করিস্ না,
পূরবে নাকো মনের সাধ। ২২।

ধরছ করছ অশেষ-ভাবে
নিষ্পাদনে পারছ না,
বুঝ্ছ না কি—পারায় গলদ
তেমন তুকে চল্ছ না! ২৩।

গা-ঢিলেমি আল্‌সেপনা
সে-সব পুষে রাখিস্ না,
কৃতিমুখর আগ্রহটা
লাগাতে কাজে ভুলিস্ না। ২৪।

দায়িত্ব নিলে, ভরসা দিলে
করলে নাকো কাজে,
বুঝলে না কি, করলে কী পাপ—
সবই তোমার বাজে? ২৫।

শুভকর্ম্মের কথা দিলে
করবি সেটা অচিরাৎ,
শুভ কথা ভাঙ্‌লে পরে
চলন হবে চিৎপাত। ২৬।

যা' আছে কাজ সবগুলিকে
ত্বরিত কর নিষ্পাদন,
নইলে তুমি কোন্ ফাঁকেতে
হারিয়ে ফেলবে শুভক্ষণ। ২৭।

ভেবে-চিন্তে হিসেব ক'রে
করার যা' সব ক'রেই যাস্,
ধৃতিমত্ত কৃতি নিয়ে
নন্দনাতে আরো ধাস্। ২৮।

পরিণামটি চিন্তা ক'রে
যা' করবার করিস্ তা',
দেখিস্ যেন বেকুব চলায়
ক্ষুব্ধ না হয় সফলতা। ২৯।

কোন-কিছু করতে গেলেই
কেন করবে ভেব' তা',
করলে পরে কী ফল হবে
না করলে কী হবে না! ৩০।

নিষ্ঠা যদি চেষ্টাহারা
তেষ্টা তা'র কোথায়?
স্বার্থসেবী তৎপরতায়
জীবন কেটে যায়। ৩১।

প্রেষ্ঠজনা চেলেই তো দাও
কর্ম্মভৃতি সাধো না,
কোথায় কেমন কী ক'রে হয়
হয় না তা'তে বোধনা। ৩২।

অন্যে যেটা করতে নারে
পারিস্ তো তা' তুই-ই কর্,
শুভের পথে চ'লে ক'রে
শুভ যা' তা'ই আগ্‌লে ধর্। ৩৩।

ক'রে-ক'রে চ'লে-চ'লে
করতে থাক্ তুই এস্তামাল,
হাতে-কলমে বুঝে-ক'রে
পারবি চলতে ধ'রে তাল। ৩৪।

যা' করতে যা'-যা' লাগে
হাতের কাছেই রাখিস্ তা',
অব্যবস্থ বেকুব চলায়
কাজটা যেন না হয় বৃথা। ৩৫।

যে জিনিস তোর লাগবে পরে
প্রস্তুত রাখিস্ আগেই তা',
ক্ষিপ্র তালে কর্ সমাধান
আসবে কমই ব্যর্থতা। ৩৬।

কী-কাজ কত এগিয়ে রাখলে
সমাধানেও সুবিধা হয়,
সুহিসাবে ঠিক কর তা'—
নিষ্পাদনে ক্ষিপ্র জয়। ৩৭।

দক্ষ-চতুর নিষ্ঠা নিয়ে
হাত দিবি তুই কাজের গায়ে,
জোগাড়-টোগাড় সব ক'রে তা'র
কর্ সমাধান ক্ষিপ্র পায়ে। ৩৮।

অনেক কিছু লুকিয়ে থাকে—
হ'য়ে কাজের অন্তরায়,
ক্ষিপ্র কর্ তুই তা'র সমাধান
অন্ততঃ যা' নইলে নয়। ৩৯।

ত্বরিত কাজের করতে জোগাড়
যা'-যা' করলে হবেই তা',
নির্ব্বাহ তা' চাই-ই করা
তবেই থাকবে সততা। ৪০।

ত্বরিত্ব করতে যা' হবে তোর
জানার পথে তা'ই করিস্,
খুঁজে-পেতে করতে গেলে
হয় না ত্বরিত তা' বুঝিস্। ৪১।

পুঙ্খানুপুঙ্খ ক'রে দেখ
কোথায় কেমন হয়,
মিলিয়ে সেটা বাস্তবেতে
করলে—প্রায়ই জয়। ৪২।

শুভ চাওয়া শুভ করা
সত্তারই এই ধর্ম্ম,
শুভর পথে চলতে থাকা
এইতো বিহিত কর্ম্ম। ৪৩।

শুভ কিছু করতে গেলেই
পঙ্গু হওয়ায় রাখিস্ চোখ,
পঙ্গুতাকে নিরোধ ক'রে
ফুটাস্ নিষ্পাদনের ঝোঁক। ৪৪।

সব ব্যাপারেই নজর রাখিস্
শুভ আসে কোন্ পথে,
দক্ষ-চতুর বোধ নিয়ে তুই
থাকিস্ চলিস্ সেই মতে। ৪৫।

কর্ত্তব্য কিছু এলে মনে
বোধ-বিবেকী বিবেচনা—
বাস্তবতায় সাবুদ হ'লে
তবে তো হয় তা'র উর্জ্জনা! ৪৬।

সৎ কিছু যা' করবে ব'লে
রেখেছ অন্তরে—
ক'রোই ত্বরিত নিষ্পাদন
নইলে আপদ ধরে। ৪৭।

সহজ শুভ যা' দেখবি তুই
করবি সেটা তেমনি তোড়ে,
শুভের আশিস্ তেমনি পাবি
ধন্য হ'বি তেমনি ক'রে। ৪৮।

করবি কী তুই কাজ—
ক্ষিপ্রতাহীন নিষ্পাদনায়
প'ড়েই থাকে বাজ। ৪৯।

ত্বরিত যদি না করিস্ কাজ
প্রতিষ্ঠা তোর হবে না,
সময় যদি যায়ই ব'য়ে
প্রয়োজনে লাগবে না। ৫০।

তোমায় যেটা বলা হ'ল
শুনলে নাকি, বুঝলে নাকি!
বুঝে-সুঝে ঠিক যদি হয়—
কাজে তৎপর হ'লে নাকি!
তৎপরতা বিদায় দিলে
কৃতিনিষ্ঠা থাকবে কি?
এলোমেলো গোল পাকিয়ে
তৎপরতায় হবে মেকী। ৫১।

প্রয়োজন তোর যখনই হবে
মূর্ত্ত করিস্ তা' কাজে,
বাস্তবতায় হাজার করা
নইলে হবে সব বাজে। ৫২।

যখন যেটি করণীয়
ক'রে রেখ ঠিক মতন,
এমনতর সমাধানে
সার্থকতায় ভরবে জীবন;
যেথায় যা'-যা' বলতে হবে
ভেবে ক'রো সমাধান,
বিশেষ স্থানে বিশেষ ভাবে
করণীয়ের ক'রো বিধান;
নিষ্ঠানিপুণ উচ্ছলাতে

সাত্বত তেজ রইবে যেমন,
সুসতর্ক সমীচীনে
করণীয় যা' করবি বরণ;
করণীয়কে করলে হেলা
ফেলবে ঠেলে তা' তখনি,
কৃতির নেশা ভেঙ্গেই যাবে
হেলা করবি তা' যখনি। ৫৩।

কল্যাণপ্রসূ যা'
করণীয়ই তা',
না করলেই হয় বিড়ম্বনা
ফলে ব্যর্থতা। ৫৪।

খুঁজে-পেতে সুঝে-সেধে
করণীয় যা'-যা' তোর,
অভ্যস্ততায় স্বতঃ করায়
কর্ না চলায় জীবনভোর। ৫৫।

কী বা তোমার করণীয়
না করলে কী হ'তে পারে,
সব সময়ে নজর রেখো
করণীয় যা' করতে তারে;
করবে না যা' সেই ফলটি
বেকুব বোধে থেকে তোমার,
নষ্ট করবে জীবন-গতি
নষ্ট করবে চলন তোমার;
করণীয় যা' সমাদরে
করবেই তা' নিষ্ঠাসহ,

ঐ নিষ্ঠাই শ্রেয়-নিষ্ঠায়
করবে তোমায় সব সুবহ। ৫৬।

দেখিস্ শুনিস্ বুঝিস্ করিস্
করবার কিছু থাকলে তোর,
নিষ্পাদনে ক্ষিপ্র হ'বি
আয়ত্ততায় র'বি ভোর। ৫৭।

দেখে-শুনে বুঝে-সুঝে
আয়ত্ত ক'রে সমীচীন,
প্রয়োগরূপ তা'র জেনে নিয়ে
রাখিস্ তা'রে তোর অধীন। ৫৮।

দেখবি-শুনবি বুঝবি যা' সব
অনুকম্পী বোধটি নিয়ে,
বাস্তবে যা' করবি রে তুই
করিস্ ক্ষিপ্র হৃদয় দিয়ে। ৫৯।

ফন্দি আঁটার চিন্তা তোমার
সমাধানে নিখুঁত যত,
মন্দ এড়িয়ে সুপ্রতিষ্ঠা
কর্ম্মে তোমার ফুটবে তত। ৬০।

নিখুঁত করার নিষ্পাদনে
সার্থকতার উঠুক রোল,
দিগ্‌বলয়ের অটুট ধৃতি
কর্ম্মনিপুণ ক'রেই তোল। ৬১।

বুঝের ফেরে যা'ই আসুক না
করবি না তা' ঠিক না হ'লে,
বাস্তবতায় মিলবে যেটা
করলে তা'তে শুভ ফলে। ৬২।

যা'র কথাতে যেমন সাড়া
ভাববৃত্তি তোমাকে দেয়,
সেই তালিমই অন্তরে তোমার
কৃতি-সাড়ায় নিয়োজয়। ৬৩।

সত্তা-চর্য্যায় সঙ্গতি রেখে
বুঝে-সুঝে জ্ঞানালোকে,
কর্ত্তব্য ব'লে বুঝবি যেটা
করবি দক্ষ নিপুণ তুকে;
সত্তা-সঙ্গতি বজায় রেখে
করণীয় যা' করবি তা',
ঐ হিসাবটা বরবাদ হ'লে
ঠকবি কিন্তু করবি যা'। ৬৪।

সব জিনিসটা চিন্তা কর
বোধে আন বাস্তবে,
কেমন ক'রে কী করলে কোথায়
সাত্বত-চর্য্যায় সম্ভবে;
দূরদৃষ্টির ঝলক দিয়ে
সপর্য্যায়ে দেখে নিও,
করা যদি ভালই হয় তা'
বিহিতভাবে ক'রে যেও;

অকরণীয় দেখবে যেটা
  শুধু-শুধুই করবে কেন—?
এমনতর চিন্তা-চর্য্যায়
  এগুবে দূরদৃষ্টি জেন'। ৬৫।

কৃতি-কৌশল না-জানলে কি
  অনুশীলনে দক্ষ হয়?
অনুশীলনের মাঝেই কিন্তু
  কুশল-কৌশল লুকিয়ে রয়। ৬৬।

সাবধান হ'য়ে করবি সব
  আপদ্ না হয় যা'তে,
আপদ্-বিপদ্ ব্যাঘাত হানে
  কৃতার্থতার মাথে;
যা'-কিছু তুই করতে যাস্ না
  সাবধানতা ডেকে রাখিস্,
সাবধানতায় সঙ্গী ক'রে
  সুকৌশলে করিস্ সাধিস্,
সতর্কতা বজায় রেখে
  দেখে-শুনে বুঝে চলিস্,
বেকুব চলার বেঘোর তালে
  দেখিস্ যেন কভু না পড়িস্। ৬৭।

যা' করিস্ তুই, সার্থকতায়
  সব রকমে কুড়িয়ে আন্,
সার্থকতার সম্পাদনে
  নিষ্পাদনে রেখে টান। ৬৮।

কোথায় কেমন করবি কী তুই
বোধে সেটা এঁচে নিস্,
ধরিস্-করিস্ তেমনিভাবে—
সার্থকতায় উপ্‌চে দিস্। ৬৯।

কর্ম্মগুণে অর্থ আসে
ভাল কিংবা মন্দই হোক,
ভালর পথে ভালই তো হয়
মন্দে বাড়ায় মন্দ ঝোঁক। ৭০।

লক্ষ্যেতে তুই সার্থক হ'লে
অর্থ-অভাব থাকবে না,
অর্থ ব্যর্থ না হ'লে তোর
সার্থকতা টলবে না। ৭১।

ধরবি যেটা করবি সেটা
আপূরণী উদ্যমে,
নিষ্পাদন তো করাই শ্রেয়
আগ্রহেরই মাধ্যমে। ৭২।

যে-সময়েই ধরিস্ যে-কাজ
করবি ত্বরিত নিষ্পাদন,
যেন জোগান দিতে পারিস্
যখন সেটার প্রয়োজন। ৭৩।

নিষ্পন্নতায় তৃপ্তি আসে
চিত্ত ফোটে উচ্ছলায়,
কৃতির সাহস ক্রমেই বাড়ে
স্থৈর্য্যশীল হয় মননায়। ৭৪।

যে কাজটি ধরবি যখন
করবি তেমনি উদযাপন,
উদযাপনের আত্মপ্রসাদ
নিয়ে সব কর্ পর্য্যালোচন। ৭৫।

ধর, ধর, ধর,
কর, কর, কর,
ধরবে যেটা
করবেই সেটা,
ব্যর্থতা না হয় দড়। ৭৬।

করবে যেমন
হবেও তেমন;
যে যেমন বয়
সে তেমন পায়। ৭৭।

করলেই তবে হয় কিন্তু
করাটাই তো হওয়া বাড়ায়,
হওয়াটারই বিনায়নে
ধৃতিটা তো স্বতঃই চারায়। ৭৮।

সত্তাভিষিক্ত নিষ্ঠা-শ্রদ্ধা
রাগচর্য্যী সন্ধিৎসা নিয়ে,
করবে যেমন বাড়বে তেমন
নিদেশ পেলে' হৃদয় দিয়ে। ৭৯।

বাড়ী-পরিবেশ-অফিস্-চর্য্যা
তোমার ভাগে চাপ্‌বে যেটা,
নিষ্পাদনে ক্ষিপ্র রাখিস্
দক্ষ ক'রে সে-অভ্যেসটা। ৮০।

যে সময়ে ধরলি যে-কাজ
করলি যখন নিষ্পাদন,
এর মাঝেতে যেটুকু সময়
দক্ষতার তা'ই পরিমাপণ;
কাজ-ধরা আর নিষ্পাদনের
মাঝখানেতে যেটুকু ফাঁক,
দক্ষ তুমি তেমনতর
তেমনতরই কৃতিরাগ। ৮১।

সৎসন্দীপী যে-কাজই হোক
যা'তে তুমি রও প্রবৃত্ত,
তা'র সমাধান না ক'রে তুই
হোস্‌নে কভু তা'য় নিবৃত্ত। ৮২।

যখন যেটা করা উচিত
ঠিক জানিস্ তা' করাই ভাল,
নইলে করণ ফস্‌কে গিয়ে
ধরণটাও তোর হবে কালো। ৮৩।

যখন যেটা করা উচিত
তখনই সেটা ক'রে দ্যাখ্,
সমাধানটি কেমন আসে
বাড়ে কেমন কাজের 'ন্যাক্'। ৮৪।

সময়মত বাস্তবায়ন
করতে যদি নাই পারিস্,
সময়কে কেউ রুখতে পারে?
তাই বুঝে তুই চলিস্-ফিরিস্। ৮৫।

সমীচীনভাবে কাজের ফাঁকে
অন্য কাজ যদি ধ'রেই থাকিস্,
ভালই তো তা'—সুসমাধান
সবারই যা'য় করতে পারিস্। ৮৬।

ঈক্ষণাটা দক্ষ ক'রে
আয় তো নেমে কাজে,
যেমন করায় যা'-যা' লাগে
লাগ্ ফেলে যা' বাজে। ৮৭।

বলা-করার যোগাযোগ
যেমনই হয় মিষ্টি,
ভাগ্যদেবীও তেমনতর
করেন পুণ্য দৃষ্টি। ৮৮।

না ক'রেই যা'রা পাওয়ার লোভে
হ'য়ে থাকে মুহ্যমান,
ভাগ্যদেবী তা'দের হ'তে
ক'রেই থাকে প্রস্থান। ৮৯।

করা-চলা যেমনতর
ফলও হবে তেমনি,
বিধির বিধান বিধায়িত
হ'য়েই আছে সেমনি। ৯০।

যেমনতর কর্ম্মপটু
সিদ্ধ হবে তা'তেই,
কর্ম্মানুগ ফলটি জেনো
সবখানেতে খাটেই। ৯১।

করবে যেমন, চলবে যেমন—
পাবেও তেমনি ঠিক মেনো;
দুষ্টকৃতি ধৃতিহারা
সুকৃতি সৎ-দীপ্ত জেনো। ৯২।

যেমনতর কর্ম্ম তোমার
ফলও পাবে তেমনি,
কৃতিচর্য্যী স্মৃতিলেখায়
পটুত্ব যা'র যেমনি। ৯৩।

অপকর্ম্মের বেদনা যখন
ব্যথা নিয়ে আসে,
'ঠিক ক'রেছি'—ব'লে তখন
ঢাকা দিতে হাসে। ৯৪।

যখন যেদিন করবি যা' তুই
ঠিক সময়ে ক'রে রাখিস্,
(এই) ক'রে রাখায় কত আরাম
কাজের সময় মিলিয়ে দেখিস্। ৯৫।

কী-সময়ে কী বা ক্ষণে
আবহাওয়ার কী-অবস্থায়,
তোমার পক্ষে কী-কাজ শ্রেয়
বুঝে-সুঝে করবি তা'য়। ৯৬।

শরীর-মনের স্বস্তি রেখে
কৃতি নিয়ে চলতে থাক্,
কৃতির পথে বেঘোর হ'য়ে
শুনিস্ নে কো দুষ্ট ডাক। ৯৭।

শরীর জাগে মনও জাগে
বোধ জাগে তোর যেমন কাজে,
রইতে সজাগ তা'ই ভাল তোর,
এ যা'তে নয় তা'ই তো বাজে। ৯৮।

কাজের মূলধন ঠিক জানিস্ তুই
আগ্রহ আর তীক্ষ্ণ আবেগ,
যা' থাকলে তোর বাড়বে শক্তি
সমাধানে হ'বি সবেগ;
কর্ম্ম করার তুকই যে রে
আগ্রহ-আবেগ বাড়িয়ে নেওয়া,
ভাববৃত্তির অনুরঞ্জনায়
কাজে তাহার মূর্ত্তি দেওয়া;
বোধ-উপায়ে মিতালী হ'য়ে
সরঞ্জামে যতই জোটে,
কর্ম্ম-আবেগ, পরিণয়ন
তেমনতরই কাজে ফোটে। ৯৯।

ফলের লোভে যদি কর
চাচ্ছ কী-ফল সেইটি ভাব',
নিখুঁত চলায় ক'রে-চ'লে
দীপ্ত কৃতিত্* সেইটি লভ;
চাচ্ছ যেটা তা'রই পিছে
শক্ত হ'য়ে লেগে যাও,
লাগার নেশায় করার টানে
উৎসর্জ্জনায় সেইটি পাও;

---

*কৃতিতে

চাওয়াই যদি থাকে কিছু
করতে হবে তা'র মতন,
লাগে যেথায় যেমনতর
জোগাড় দিয়ে ক'রে যতন;
'চাই-চাই'—বুলি চেঁচিয়ে শুধু
পাওয়ায় আশা যদি করিস্,
এমন কিছু করতে হবে—
ক'রে সেটা পেতে পারিস্;
চাহিদাটি বাজিয়ে নিয়ে
ধরতে হবে করার তালে,
নিষ্পাদনে নিষ্পন্ন ক'রে
যেমন করা তেমনি ফলে। ১০০।

সৎ-চাহিদার আবেগ নিয়ে
সুকৃতিতে চলবি যেমন,
অবনতি তোর রুদ্ধ হ'য়ে
উন্নতিটি ফুটবে তেমন। ১০১।

যা' হ'তে চাস্—ক'রে হ'বি
হাতে-কলমে কাজে,
তা' না ক'রে হ'তে চাওয়া
প্রায়ই কিন্তু বাজে। ১০২।

ইচ্ছা যেমন আবেগ তেমন
তেমনি কৃতিদ্যোতনা,
কৃতিই আনে বাস্তবেতে
ব্যক্তিত্বেরই বর্দ্ধনা। ১০৩।

ভাল-মন্দ কী করেছ
বিচার কর হৃদয় দিয়ে,
সেই ফলনে এঁচে নিও
চলবে কেমন চলন নিয়ে;

করেছ কী তা' স্মরণ ক'রো
করবে যে কী তা'ও—
কেমন ক'রে করবে সে-সব
ভেবে-চিন্তে নাও;

করেছ যা'—স্মরণ কর
করবে যেটা সেটাও তাই,
কা'তে কেমন কী ফল পেলে
কিসে কী ফল ফলে নাই;

স্মরণ-মনন এমনি ক'রে
জীবন-চর্য্যায় চলতে থাক,
চলার আগেই বুঝে-সুঝে
না খতিয়ে চ'লো নাকো। ১০৪।

সুসঙ্গত অর্থেতে তুই
ভাব যা'-কিছুর পুষ্টি দিয়ে,
চল্ ওরে চল্ উদ্বর্দ্ধনায়
নিষ্ঠাভরা হৃদয় নিয়ে। ১০৫।

কৃতিদেবতা ঐ দাঁড়িয়ে
হাতে নিয়ে পারিজাত,
পারগতা সুষ্ঠু যেমন
পায় সে তেমন আশীর্ব্বাদ। ১০৬।

বেদ-উপনিষদ পুরাণ-ভাগবত
কৃতি-গীতিই গায়,
যেমন করা পাওয়াও তেমন
জীবন তা'তেই ধায়। ১০৭।

যা'-কিছু যা'র ইষ্ট লাগি'
স্ফীত কৃতি-দাপে,
কৃতকর্ম্মা এমনই সে
গর্ব্বে ধরা কাঁপে। ১০৮।

ঐশী ধৃতির সম্বেগে যে
যেমন কৃতি-লিপ্ত,
ধারণ-পালন-সম্বেগও তা'র
তেমনতরই দীপ্ত। ১০৯।

নিষ্পাদনী কৃতি যেথা
রাগস্রোতে ভাসে,
ঈশ্বরেরই অবদান তো
ঐ পথেতেই আসে। ১১০।

কৃতিচর্য্যায় জ্ঞান পাবি তুই
বিভব আসবে ছুটে,
ঐশ্বর্য্য তোর অটুট হবে
ধৃতি উঠবে ফুটে। ১১১।

কৃতি বিনা জ্ঞান-মহিমা
ফুটন্ত হয় কোন্‌খানে!
কৃতিহীন জ্ঞান কোথায় আছে
কোন্ কন্দরে, কোন্ স্থানে? ১১২।

মানসা যেমন করবি তুই
চলবি তেমন কৃতি-পথে,
সৎ-আচার আর সদ্-ব্যবহার
বেঁধে নিয়ে তা'রি সাথে। ১১৩।

করাতেই কিন্তু স্বার্থ বটে
ক'রেই কৃতী হয়,
যে করে সে কৃতকর্ম্মা
হয়ই তা'তে জয়। ১১৪।

ঊর্জ্জনাকে বুক ভ'রে নে
বিক্রমী হ' কাজে,
নিষ্পাদনী সুসৌষ্ঠবে
কৃতি-মুকুট রাজে। ১১৫।

কর্ম্ম যেমন ধৃতিও তেমন
জীবনও তোর তেমনি ধায়,
স্বভাব তেমনি ওঠে ফুটে
চললে কৃতী নাছোড় পায়। ১১৬।

কৃতি যা'দের নিষ্ঠা-নিপুণ
ব্যাপ্তি আসে বাস্তবে,
কৃতি-প্রভু হয় যে তা'রাই
আত্মতৃপ্তির বৈভবে। ১১৭।

চিত্ত যত সদ্‌ভাবেতে
সুরঞ্জিত হ'য়ে রয়,
কৃতির নেশা বাস্তবেতে
তেমনতরই হয় উদয়। ১১৮।

আশা যা'দের কৃতি-আবেগে
  ঊর্জ্জনা-উছল করে না,
নিয়মনী সংচলন তা'র
  অনুশীলনে আসে না। ১১৯।

কৃতির ধুলায় ধূসর হ'য়ে
  জ্বালিয়ে বুকে ফাগুন-রাগ,
প্রীতির ফসল গজিয়ে নে তুই
  চলবে যা'তে জীবন-যাগ। ১২০।

কৃতি যেমন ঊর্জ্জী যা'দের
  ধৃতি-আবেগ নিষ্ঠা নিয়ে,
নিষ্পাদনী অনুশীলনও
  আসেই তেমনি নিষ্ঠা ব'য়ে। ১২১।

আসল কথা—বাঁচ, বাড়,
  উছল হ'য়ে অনুরাগে,
দীপ্ত কৃতি তৃপ্ত হ'য়ে
  নিষ্পাদনে রহুক জেগে। ১২২।

ভাববৃত্তির অঢেল আবেগ
  নিষ্ঠানিপুণ ঊর্জ্জনায়,
কৃতির নেশায় তর্‌তরে কর্‌
  নিষ্পাদনী দক্ষতায়। ১২৩।

যদিও নিষ্ঠা কৃতির স্রষ্টা—
  উদ্বোধনায় উচ্ছলা,—
সতর্ক হও! দুষ্ট কৃতি
  করেই সে পথ পিচ্ছলা। ১২৪।

বুঝে চলিস্ ওরে পাগল!
ছাগল-বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে—
সাত্বতেরই অভিযানে
হৃদয়টিকে বেঁধে নিয়ে। ১২৫।

চলাফেরা খাওয়া-দাওয়া
যুক্ত-দীপন দক্ষতায়,
চলবি-করবি খাবি-দাবি
সত্তা সুষ্ঠু যা'তে রয়। ১২৬।

অনুশীলনে অভ্যাস আসে
অভ্যাস আনে সংস্কার,
ক্রমান্বয়ী এই চলনে
বৃদ্ধিতে হয় জীবন পার। ১২৭।

অনুশীলন আনে করার কৌশল
কুশলকর্ম্মা জ্ঞানী হয়,
বাস্তববাদে যে-জন খাঁটি
কৃতি গায় তা'র জ্ঞানের জয়। ১২৮।

নিষ্ঠাপ্রতুল অনুশীলনে
রাখ্ প্রবৃত্তি এখনও রে,
কৃতি-তপে যা' লেগে তুই
সার্থক সুন্দর হ' না রে। ১২৯।

সিদ্ধ হবে যা'তে তুমি
বৃদ্ধি পাবে তা'তেই,
সিদ্ধ হ'য়ে বৃদ্ধি পাওয়া
রয়েছে তোমার হাতেই। ১৩০।

আগেই যা'র করলে মন্দ
তা'রই ভাল করবে আগে,
ভাল করার এই চলনে
পাপস্খালন হয় অমনি রাগে। ১৩১।

সমাধানী প্রবৃত্তি নিয়ে
প্রবৃত্তই যদি হ'য়ে থাকিস্,
ঐ আগ্রহ-ধৃতি-তপায়
কর্ম্মে মুখ্য ক'রে রাখিস্। ১৩২।

কাজের সময় দরদ নেশায়
সতর্ক থেকে সাহায্য করা,
অনুকম্পারই লক্ষণ সেটা
প্রীতিও থাকে তা'তে ধরা। ১৩৩।

রাগ-আবেগের উদ্দীপনায়
যেমন যেটা ক'রে থাকিস্,
ভাববৃত্তির নিয়মন যে তা'ই,
তেমনি ফলই ব'য়ে চলিস্। ১৩৪।

জ্ঞানের কথা বলবি যতই
সে-জ্ঞান কিন্তু কাজের নয়,
কর্ম্মেতে যে উদ্ভব জ্ঞানের
তা'তেই জীবন সার্থক হয়। ১৩৫।

দল ভেঙ্গে দল করিস্ নাকো
সব দলে কর একটা দল,
সাত্বত সেই ধৃতি-প্রসাদে
শিষ্ঠ তপে পাবিই বল। ১৩৬।

কর্ম্মের প্রসাদ জ্ঞানই কিন্তু,
জ্ঞান হ'তে হয় দৃষ্টি খোলা,
চলন-চালন তা'য় নিয়মন
আরোর দিকে হয় উচ্ছলা;
কর্ম্ম ছাড়া ধর্ম্ম কি হয়?—
ধৃতিতপা হ'তেই হবে,
কর্ম্মপথে প্রাপ্তি আসে
প্রাজ্ঞ জীবন পাবি তবে;
নৈষ্কর্ম্ম্য-যোগ তখনই আসে
করণ যখন প্রজ্ঞা আনে—
স্থবির প্রাজ্ঞ তখনই সে
কার্য্য করে নিয়ন্ত্রণে। ১৩৭।

সব মানুষই হীরের ফুল
করণ-দীপ্ত থাকে যদি,
জীবন-স্ফটিক কৃতিচর্য্যায়
দীপ্ত রাখ্ তুই নিরবধি। ১৩৮।

পৃথক্ পৃথক্ ক'রে জেনে
যুক্ত চলায় ন্যস্ত হ',
যোগজ্ঞানে যুগিয়ে নতুন
দায়িত্বকে সুষ্ঠু ব'। ১৩৯।

এখনও ওরে, ফিরে দাঁড়া,
কাজে লেগে যা, কর্ সুসার,
ঠকা-জেতার কুটিল পথে
সার্থকতা পাবি দেদার। ১৪০।

দক্ষ সাধু বহুদর্শী যে
হাতে-কলমে যে-জন জানে—
বোধের সাথে মিলিয়ে নিয়ে
চলিস্ তা'দের চলন-টানে। ১৪১।

নির্ব্বাহেরই উপাদানে
নিষ্পাদনী মঙ্গল ঠাট,
কর্ম্ম-পূজা অটুট রাখিস
ঠিক রেখে তোর স্থণ্ডিল টাট;
পূজা-পাঠ তুই যতই করিস্
ফুল-চন্দন গঙ্গাজলে,
অনুশীলনী কৌশল ছাড়া
জ্ঞান হবে না কোনও কালে;
সম্বর্দ্ধনী সেবাটি যা'
পূজা কিন্তু তা'কেই বলে,
সেবা-সুন্দর বর্দ্ধনাতেই
আশিস্ পূজার ফলেই ফলে। ১৪২।

চালটি তোমার যেমনতর
চলনও যদি তেমনি,
ভাগ্যদেবীও তোমার কাছে
আসবেন হ'য়ে সেমনি;
চালবাজি তোর শুভ যেমন
চলনও যেমন শুদ্ধ,
সংস্পর্শও তেমনি ক'রে
করবে সবায় বুদ্ধ;
দুনিয়াটা আর কিছু নয়
শুধু একটা চাল,
ভাল-মন্দ যা'র তা' যেমন
তেমনতরই হাল। ১৪৩।

সৎ-নিষ্ঠা তুই রাখবি বুকে
করবি তেমনি সৎ যা' কাজ,—
সতর্কতায় চক্ষু রেখে,
পড়বে মাথায় ধন্য লাজ। ১৪৪।

আচার্য্যেরই সন্তর্পণা
সাধ্য যে তা'ই রাখ্ না শুনে,
ঐটি নিয়েই জীবন কাটা
কৃতি-জীবন বুনে-বুনে। ১৪৫।

বোধি-নিবেশ দক্ষ ক'রে
আগ্রহকে শক্তিশালী,
না ক'রে যদি উচ্ছ্বলাকে
অবশ ক'রে রাখিস্ খালি,
জীবন-পথে আসবে কি তোর
বজ্রকঠোর উর্জ্জনা—
'যা' দিয়ে তুই কৃতিস্রোতা
হ'য়ে আনবি বর্দ্ধনা? ১৪৬।

ভয় করিস্ নে, ঘাব্ড়াস্ নে তুই
উদাম ধাওয়ায় ক'রে চল্,
কাজে যতই এগিয়ে যাবি
মনেও তত বাড়বে বল। ১৪৭।

স্থান কাল পাত্র
আর পরিবেশ,
দেখে-শুনে-ভেবে বুঝিয়া বিশেষ,
কর, বল আর তেমন চল,
স্মরণে রাখিয়া ইষ্ট-নিদেশ। ১৪৮।

শ্রমেও থাকে সুখ
প্রেষ্ঠরাগী উদ্যমেতে
ফোলা যখন বুক। ১৪৯।

হৃদয়ের বল দেখে-বুঝে
বোধ-বিবেকী ঈক্ষণে,
বুঝবি যেমন, করবি তেমন,
তৃপ্তিপ্রদ নিক্কণে। ১৫০।

অটুট-স্রোতা ইষ্টনেশা
সকল কাজেই থাকে,
নিষ্পাদনী অর্ঘ্যে আরো
দক্ষতাকে ডাকে। ১৫১।

'দিন গেল রে'—এই ব'লে তোর
ব'সে থাকলে চলবে না,
ধরতে হবে করতে হবে
যেমনটি তোর কামনা। ১৫২।

তাঁ'র কৃপা তো আছেই ওরে
থাকবেই চিরদিন,
কৃপা পাওয়ার করণ ছেড়ে
কেন হ'বি তুই হীন? ১৫৩।

শিক্ষা

বিবেচনা নিয়ে অভ্যাস
তা'তেই জ্ঞানের অধ্যাস *। ১ ।

চরিত্রহীন শিক্ষক
ছাত্রের জীবন-ভক্ষক। ২।

পঠন, পাঠন, লেখা
তিন মিলনে শেখা। ৩।

বাস্তবতার পরিচয়ে
বোধ ফোটেনি যা'র—
অনুশীলন আর অভ্যাসেরই
দক্ষ-কুশল টানে,
বিদ্যা ধড়ে যতই থাক্ তা'
বাস্তবতার বা'র,
(সব) হাওয়াই আলো ঝাঁঝাল কথা
অবশ চক্ষু-কানে। ৪।

বলায়-করায়-চলায় যদি
শিক্ষাটা নাই ফুটলো,
বুঝলি না তুই, ওতেই যে তোর
শিক্ষাটি চোখ মুদ্‌লো। ৫।

---

*অধিষ্ঠান

শিক্ষা দিবি কী?
আচারে না থাকলে শিক্ষা
কথার ঝিক্‌মিকি। ৬।

লেখাপড়ায় নাইকো বিদ্যা
সহায়ক তা'র বটে,
বিদ্যাবত্তা মানেই জানা
কেমনে কী ঘটে। ৭।

যেমনতর বিদ্যাবত্তা
ঐতিহ্যকে বাতিল করে—
দাঁড়াহারা হয় যদি তা'
সে-পাণ্ডিত্য কেউ কি ধরে? ৮।

বাচক বিদ্যা যতই শেখ
তা'তে কিছু হো'ক না হো'ক,
অনুশীলনী কৃতি ছাড়া
বাড়বে নাকো জ্ঞানের ঝোঁক। ৯।

চলায়-বলায় কুশল যে-জন
কুশল যাহার বোধ-বিবেকে,
এমনতর মানুষ পেলে
শিখিস্ তা'কে ধ'রে থেকে। ১০।

অশিক্ষিতে শিক্ষা দেওয়া
বরং অনেক সোজা হয়,
কুশিক্ষিতের শিক্ষক হওয়া
সেটাই কঠিন, সোজা নয়। ১১।

শিক্ষা বনাম জল্পনাতেই
কাটছে যে তোর নিশিদিন,
বাস্তবেতে নাইকো কিছু
হ'চ্ছে ক্রমেই বোধ যে ক্ষীণ। ১২।

বাস্তববিদ্ যতই তুমি
বিজ্ঞ তুমি ততই ঠিক,
জাবর-কাটা চলন যতই
অজ্ঞ-দিশা তোমায় ধিক্। ১৩।

সর্ব্ব শাস্ত্রের সব সমাহার
বোধদীপনায় নেহাৎ বড়,
সুসন্দীপনী আবৃত্তিতে
জ্ঞান আসে তাই হ'য়ে দড়। ১৪।

কোথায় কীই বা কোন্‌রূপে রয়
দীপ্ত হ'য়ে কোন্ গুণে?
চলন-বলন কেমনতর
শাস্ত্র-সাহিত্য-দর্শনে!
প্রাজ্ঞ বোধের ভাগ্য যে এই
ভজন-বুদ্ধ পার্ব্বণে,
বুঝে-সুঝে মিলিয়ে নিস্ তুই
রাখিস্ তা' বোধ-দর্পণে। ১৫।

যেটুক জানিস্ যেটুক বুঝিস্
খাটাস্ সে-সব মঙ্গলে,
জানা-বোঝার তাল পাকাস্ নে
কল্পনারই জঙ্গলে। ১৬।

দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা ধরিস্
    আচার্য্যকে ক'রে সার,
আচরণী বোধ-চয়নে
    জ্ঞানের সাগর হ' না পার। ১৭।

বই প'ড়ে তুই হ'লি যে বই
    বইয়ের নিদান ধরলি না,
ধ'রে ক'রে না চললে কি
    জাগবে বোধের নিশানা? ১৮।

চর্য্যা নাইকো যা'র
    জ্ঞান কোথায় বা তা'র?
চর্য্যাবিহীন জ্ঞান-পোষণার
    মূল্য কোথায় আর? ১৯।

শ্রদ্ধানিষ্ঠা আলোচনা,
    কৃতি-অনুসরণ,
সার্থকতার বিভবে হয়
    ধন্য সে-জীবন। ২০।

অনুশীলনী প্রভা যদি
    বোধবিভায় না ফুট্‌ল তোর,
আয়ত্ত ক'রে জ্ঞান-দীপনায়
    হ'লি নাকো জ্ঞানবিভোর। ২১।

হাবড়-জাবড় করলে কিন্তু
    শিক্ষা হয় না কোন কালে,
সদ্-বিবেকে সরল ক'রে
    অভ্যস্ত হ' সুতাল-তালে। ২২।

জ্ঞান পেতেই তোর করতে হবে
হাতে-কলমে ভেবে-বুঝে,
বাস্তবতায় সুসন্দীপ্ত
রাখতে হবে বুঝে-সুঝে। ২৩।

দেখবি যেমন নিখুঁতভাবে
করায় করবি নিখুঁত তেমন,
নিখুঁত করার এই অভ্যাসে
বৃদ্ধি পাবে জ্ঞানের অয়ন। ২৪।

জ্ঞান-অয়নে চলবি যত
দেখে ক'রে সমীচীন,
বৃদ্ধি পাবে জীবন তোমার
তেমনি পাওয়ায় হবে না হীন। ২৫।

বোধ-অভ্যাসে না এলে কিছু
দক্ষদীপ্ত সুসম্বেগে,
হয় না সিদ্ধি, পায় না বৃদ্ধি,
উচ্ছলিত হয় না রাগে। ২৬।

আবৃত্তি কর্ ভাবে-কর্ম্মে
ধারণায় তুই ধ'রে নে না,
প্রজ্বলিত প্রবাহে তা'য়
আয়ত্তেতে এনে নে না। ২৭।

বই পড়াই শুধু বিদ্যা নয়কো
বিদ্যা—করায়, হাতে-কলমে,
অনুশীলনী কৃতি-দীপনায়
স্মৃতিদীপ্ত সৎ-করমে। ২৮।

বিদ্যমানের বিদ্যাবত্তা
সম্বিৎ নিয়ে বেঁচে থাকে,
দেখা-শোনা-করা-বোঝায়
পুষ্ট ক'রে তোল তা'কে। ২৯।

বাস্তবতায় যা' জানিস্ তুই
বিদ্যা কিন্তু তাহারই নাম,
বাস্তবতার সঙ্গতিতে
নিষ্পাদনের পরম ধাম। ৩০।

শিখতে গেলে শিখবি যা' তুই
দেখে-শুনে দিশে কর্,
বিনিয়ে রেখে মাথায় সেটা
যেমন করবি তেমনি ধর্। ৩১।

সৃষ্টি করার নিবেশ নিয়ে
সত্তার দিকে রেখে ধী,
সত্তাপোষী করণ-কারণ
সেই দিকে সব নে সাধি। ৩২।

আবিষ্কারে মন রেখে তুই
পরিষ্কারে বুঝে-সুঝে,
উপযোগী যেমনি দেখবি
করবি তেমনি নিটোল বুঝে। ৩৩।

ধারণমুখী ধী-টি রাখিস্
বীক্ষণাটি তীক্ষ্ণ যেমন,
দীক্ষণাকে তেমনি ক'রেই
লাগাস্ কাজে লাগে যেমন। ৩৪।

সুসংস্কার ও সত্তাকুশল
যা'তেই তোমায় ধ'রে রাখে,
সেই শিক্ষায় দক্ষ হ'য়ে
অমর কর জীবনটাকে। ৩৫।

জ্ঞান-আবেগে ভাববৃত্তি
ক'রে রঙ্গিল, তৃষ্ণাতুর,
সব জানাকে আয়ত্তে আন্
হ' বিশেষে ভরপুর। ৩৬।

বহু বিশেষের সমন্বয়ে
এক বিশেষের উদ্ভাবন,
সব-কিছুরই চেনা-জানা
ঐ বিশেষের নিরূপণ। ৩৭।

কার্য্য-কারণ-পরিণতি
বোধ-বিকাশের সূত্র যেই,
কার্য্যকারণ-অবস্থিতি
যে-জন জানে জ্ঞানী সেই। ৩৮।

বিশ্লেষণ আর সংশ্লেষণের
জানাগুলির বিচারণায়,
বোঝ্—বিশেষের স্ফূরণ কেমন
রূপ আর গুণের সুসঞ্জনায়। ৩৯।

দক্ষ-কুশল প্রবর্ত্তনা
সৃষ্টি করাই শিক্ষার ধারা,
শিক্ষায় দক্ষ হ'বি যেমন
প্রতিফলনেও তেমন সাড়া। ৪০।

পড়াশুনা লাখ কর না
হাতে-কলমে করবে যা',
ধীইয়ে-ধীইয়ে বিনিয়ে-বিনিয়ে,—
তা'র সমান কিছুই না। ৪১।

চর্য্যা-চলন করণ-বলন
শোভন যাহার যেমনি,
বিদ্যাবত্তা বোধদীপনাও
তাহার কিন্তু তেমনি। ৪২।

অনুকম্পাই বোধের বাহক
বোধই আনে জানা,
এমন আবেগ নাই যেখানে
জ্ঞান সেখানে কানা। ৪৩।

কী হ'লে কী করতে হয়
কী হয় কেমন হ'লে,
কী বা ভাল কী বা মন্দ
বুঝিস্ কুতূহলে। ৪৪।

বুঝবি যেমন করবি তেমন
বোধকে খাঁটি ক'রে,
ঐ করাই তো সুস্থি আনে
স্বস্তি রাখে ধ'রে। ৪৫।

লেখাপড়া জানিস্ না-জানিস্
বাস্তব পরিচয় নিরেট কর্,
পর্য্যায়ে তা'র সুদূরপ্রসারী
কী ফল দাঁড়ায় সেটাও ধর্। ৪৬।

লেখাপড়া করবি যখন
মন-মাথাতে নিস্ এঁকে,
লিখে সেটা পরখ করিস্
যায় কি না-যায় তা' বেঁকে। ৪৭।

ভেবে যেটা বলবি মুখে
বাস্তবে তা' মিলল কিনা,
ধারণা কি শুদ্ধ হয় রে
এমনতর কর্ম্ম বিনা? ৪৮।

ইষ্টনেশা ঠিক থাকে তো
শিক্ষা উছল হয়,
নইলে শিক্ষা অবশ মনে
গোলামিকেই বয়। ৪৯।

ভাষার কিন্তু কমই মানে
বোধ যদি তোর বোবা হয়,
সঙ্গতিশীল বোধভাতি যে
অস্তিত্বেরই দিগ্‌বলয়। ৫০।

বোধ যখনি নিষ্পাদনে
অভ্যস্ত ক'রে তুলবে,
প্রকৃতি তোয় বুধ-তকমায়
দুনিয়ার কাছে ধরবে। ৫১।

আবৃত্তি যদি বোধ না আনে
অনুশীলনী কর্ষণায়,
বাস্তব বোধ কোথায় পাবি
শুধু কথার বর্ষণায়? ৫২।

স্বাস্থ্যকৃতি তপ-উর্জ্জনা
বাড়ে যা'তে করবি তা'ই,
নিষ্ঠানিপুণ শিষ্ট চালে
পায় না এমন কিছুই নাই। ৫৩।

জ্ঞানার্জ্জনের বাঁধ রাখিস্ নে
যত পারিস্ সুযোগ কর্,
উচ্চ বিদ্যা যেমন হোক্ না
গৃহস্থালীত্* পারিস্ ধর্। ৫৪।

নীরস কিংবা সরস পর্য্যায়ে
শিক্ষা দিতে বেছে নিও,
যেমন ঝোঁক যা'র তেমনি ক'রে
কৃষ্টিপথে তুলে দিও। ৫৫।

জন্মগত এক পর্য্যায়ে
নীরস-সরস আছে যা'রা,
ন্যাক্ বুঝে তা'র নিয়ন্ত্রণে
বাড়িয়ে তুলিস্ পারার ধারা। ৫৬।

সত্তাস্বার্থী অনুশীলন
সঙ্গতিশীল সকল দিক্,
অর্থান্বিত বাস্তবতা—
সহজ পণ্ডিত সেই তো ঠিক। ৫৭।

অধ্যাপক-নিষ্ঠাবিহীন,
ধৃতি-আচরণ নাইকো যা'র,
ইষ্টনিষ্ঠা ভাঙ্গে-গড়ে
উদ্বর্দ্ধনা কোথায় তা'র? ৫৮।

---

*গৃহস্থালীতে

নিষ্ঠাবিহীন যে অধ্যাপক
চরিত্রের সু-জেল্লা নাই,
নীতি-আচার পালে না যে—
শিক্ষার্থী পাবে কোথায় ঠাঁই। ৫৯।

চারু-যুক্তি, ভাব-শুদ্ধি,
সত্তাসাধী অভিযান,
চিন্তাচলন ক'রে বিনায়ন,
আসল কবির সেই তো স্থান। ৬০।

বাস্তব যা' দেখে-বুঝে
বিশ্লেষণ আর সংশ্লেষণে,
বুঝে-সুঝে সাবুদ চলায়
হ'বি বিজ্ঞ বিজ্ঞানে। ৬১।

ভুল ক'রে যে খায়নি ধমক
পায়নি কোন লাঞ্ছনা,
ভুল তাহারে ভুলিয়ে নিয়ে
করেই জ্ঞানে বঞ্চনা। ৬২।

বই-পুস্তকে তত্ত্ব শেখা
হয় না বইয়ের পাতা খুঁজে,
বাস্তব জ্ঞান পেতে হবে
তথ্যটাকে জেনে-বুঝে। ৬৩।

বুঝ-সুঝ আর লেখাপড়া
জ্ঞানের পথে নয় বাজে,
জীবন-চাষে যা লেগে তুই
হাতে-কলমে ক'রে কাজে। ৬৪।

হাতে-কলমে ক'রে জানা
সেই জানাই তো জ্ঞান-অর্জ্জন,
বিন্যাসে যা' আসেই বশে
কর্ তেমনই আয়োজন। ৬৫।

আত্মিক গতির যে-কল্পনা
ধীইয়ে ধৃতি উস্কে ধরে,
কৃতি-তপে সুঠাম হ'লে
জ্ঞান-ঊর্জ্জনা উপ্‌চে পড়ে। ৬৬।

শোন্ ওরে তুই, বলছি আমি—
জ্ঞানের যদি করবি চাষ,
আচারবান্ আচার্য্যে ধর্
চর্য্যাতে থাক তাঁ'র সকাশ। ৬৭।

ধৃতি-আচারী আচার্য্য হ'লে
তোর আচারও দিন-দিন,
ধ'রে বেড়ে উঠবে ফেঁপে
উঠ্‌বিও তুই হ'য়ে প্রবীণ। ৬৮।

পারিবারিক শিক্ষাই আদি শিক্ষা
স্বভাব-চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে,
পরিবারের এইটি দেখে
সেইগুলি সব লোকে ধরে। ৬৯।

শিক্ষা যেথায় গলা-টেপা
হ'য়ে রয় না কোনদিন,
শিক্ষক পায় অর্ঘ্য ছাত্রের
শ্রদ্ধাচর্য্যা অনুদিন। ৭০।

শিক্ষক-চরিত্র এমন হবে
ছাত্রের তিনি শিক্ষক-পিতা,
পিতা হ'লেই হ'তে হবে
উন্নতিশীল চর্য্যা-পাতা। ৭১।

পাতা মানেই পালন-রক্ষা কর্ত্তা
বুঝে রাখিস্ অন্তরে,
পালন-রক্ষণ আর বিনায়ন
দীপ্তিতে তোলে শিক্ষারে। ৭২।

পরিবেশের শিক্ষক-চর্য্যায়
যদি না থাকে উচ্ছলন,
সে-শিক্ষা কি তবে বাড়ে?
হয় সুন্দরে বিবর্দ্ধন? ৭৩।

শিক্ষকদের পরিপালন-ভার
গ্রামের কিন্তু নেওয়া ভাল,
নইলে শিক্ষক চাকরী-বশে
হ'য়ে ওঠে ক্রমেই কালো। ৭৪।

জীবন-যাগের আহুতিতেই
জানিস্ চরিত্র শিক্ষা-সেবা,
বাস্তব-জ্ঞান সঞ্চারণা
না করলে শিক্ষা পায় কেবা? ৭৫।

জ্ঞানী হ'বি চতুর হ'বি,
করবি নিয়ন্ত্রণ সেই জ্ঞানে,
লোকের যা'তে হয়ই ভাল
সেইটি যেন রয় প্রাণে। ৭৬।

বলেছি আগে, এখনও বলি—
ঐতিহ্য, প্রথা, সংস্কার,
তা'র বেদীতেই শিক্ষা গাঁথিস্
কৃষ্টিতপা হ'য়ে অপার। ৭৭।

বাস্তব আর বিষয়েতে
যোগ্য হ'লে সমীচীন,
যোগান দিয়ে দেখবি সেটা
সার্থকতা হীন না ক্ষীণ! ৭৮।

বিজ্ঞান-সাহিত্যে ভেদ করিস্ নে,
বিজ্ঞান দেখ্ সাহিত্যে কোথা!
সাহিত্যটা দেখ্ বিজ্ঞানে
এমনি দাঁড়ায় আন্ সমতা। ৭৯।

আইন-কানুন, বিজ্ঞান-সাহিত্য
যেমন যেথায় দেখতে পাবি,
সমত্বেরই চক্ষু দিয়ে
সে-সবগুলি কুড়িয়ে নিবি। ৮০।

বিদ্যার আদিম লক্ষ্যই জানিস
অমৃতকে খুঁজে পাওয়া,
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-বিভবাদি
ঐ পথেতেই কুড়িয়ে নেওয়া। ৮১।

চলতে-চলতে দেখতে-শুনতে
যা'-কিছুকে পাচ্ছ তুমি,
অস্তি-স্বস্তি-ধৃতির তোমার
ক'রেই তোল পোষণ-ভূমি। ৮২।

খুব ক'রে নিপুণ জ্ঞানে
দেখাশোনা চলার সাথে,
সব দিক্ দিয়ে সিদ্ধ যে-জ্ঞান
তা'কেই নিও ধৃতিপথে। ৮৩।

স্নেহদীপ্ত অনুকম্পা,
শিক্ষকের হবে স্বভাব-রাগ,
ঐতিহ্য-সংস্কার-নিষ্ঠ হ'য়ে
বাড়াও তোমার কৃষ্টি-যাগ। ৮৪।

স্বভাব-আচার এমনি কর
ছাত্র-প্রাণস্পর্শী হয়,
শিক্ষার প্রথা এমনি সাধো
হৃদয়ে যা'তে সঞ্চারয়। ৮৫।

অন্তঃস্থ হওয়ার বৃত্তি
যেমনটি ঝোঁক নিয়ে থাকে,
রঙিল হ'য়ে যে-কোনভাবে
স্বভাবটিকেও রাঙিয়ে রাখে। ৮৬।

অধিনায়ক আর শিক্ষক যাঁ'রা
অন্ততঃ জানিস্ তাঁ'দিগের,
পোষণচর্য্যার উপকরণে
কৃতি-বিভব বাড়েই ঢের। ৮৭।

সুযুক্ত সু-কথাবার্ত্তায়
সঙ্গতিশীল বাস্তবে,
রঙিল ধারা এঁকে দিবি
সুসন্দীপী সদ্‌ভাবে। ৮৮।

বোধ-চাতুর্য্যে খুবই দেখ
　　নিজে কিন্তু ভেবো না 'জ্ঞানী',
বাস্তবতার অভিসারে
　　ভাবলে অমন, হবে হানি। ৮৯।

ওরে পাগল! বুঝিস্ না কি
　　নরক-নিশান উড়ছে কোথায়,
একটা প্রধান নমুনা দেখ্—
　　বিদ্যালয়ের সহশিক্ষায়;
ব্যতিক্রমের সংক্রমণী বীজ
　　রোপণ হ'য়ে যেথা হ'তে,
সমাজ-পরিবার-দেশটা সবই
　　যাচ্ছে জাহান্নমের পথে। ৯০।

বেদপাঠী হ'লি ভাল,
　　মূর্ত্ত বেদ কি পেয়েছিস্?
মূর্ত্ত বেদের বিনায়নে
　　বেদটিকে তুই সাজিয়ে নিস্। ৯১।

খুঁটিনাটি-সহ বাস্তব করায়
　　জানার আওতায় আসবে যা',
বেদের অঙ্গ তা'ই-ই কিন্তু,
　　স্বতঃসূক্ত বেদের তা'। ৯২।

পারিস্ যেমন রোজই দিবি
　　শিক্ষক যিনি তাঁ'রে তোর,
শ্রদ্ধানিপুণ তেমন অর্ঘ্যে
　　বৃদ্ধি পাবে জ্ঞানের জোর। ৯৩।

চলাফেরা-কথাবার্ত্তায়
উপদেশ যেন বিচ্ছুরয়,
উপদেশের চাইতেও জানিস্
সার্থকতা স্বভাব বয়;
এমন হ'লেই ভাববৃত্তি
স্পর্শে হৃদয় ছাত্রদের,
রঙিল হ'য়ে রইবে গেঁথে
আনবে তৃপ্তি অঢেল-ঢের। ৯৪।

দেখ, চল, নাও না বুঝে
ন্যায্য কী হয় বাঁচা-বাড়ায়,
অর্জ্জিত বিদ্যা যদি থাকে
লাগাও সত্তা-স্বস্তি-সেবায়;
এমনি ক'রেই ধন্য হ'য়ে
আরো হওয়ায় চল তুমি,
নষ্ট চলন সব দূরে যাক্
স্বর্গ হউক্ মর্ত্ত্য-ভূমি। ৯৫।

চরিত্র

চিন্তা-চলন যেমন
    চরিত্রও তেমন। ১।

বৈশিষ্ট্য যা'র যেমন
    ব্যক্তিত্বও তা'র তেমন। ২।

রকম, সকম, হাল,
    দেখে হ'বি ওয়াকিবহাল। ৩।

মুখমিষ্টি অসৎ-ব্যাভার,
    শয়তানেরই অবতার। ৪।

মূর্খ তা'রা ক্ষতিপ্রবণ
    এই ধরণীতলে,
বেফাঁস কথা বলে যা'রা
    বেঢক চলায় চলে। ৫।

মুক্ত-চলন যা'র যেমন
    চরিত্রও তা'র তেমন। ৬।

যেমন ধর, যেমন কর,
    নিষ্ঠাচলন যে-প্রকার,
সেইটিই তো জানিয়ে দেয়
    জন্মগত অধিকার;

খাঁকতি কিংবা বাড়তি কোথায়,
পেতে পার কেমন কী,
সত্তাগত জন্ম তোমার
জন্মগত কেমন ধী! ৭।

চিন্তা-মতন চলন ফোটে,
চলন-তালে কথা,
এই তিনই বেমিছিল যা'র
সততা তা'র বৃথা। ৮।

ক্রোধ না বেড়ে—রোখ বাড়ে যা'র
সৎসন্দীপী হ'য়ে,
নাছোড়বান্দা সে মানুষটি
শুভয় চলে ব'য়ে। ৯।

(আমার) চিত্ত-চলন কর্ম্মদীপন
শক্তি-স্বস্তি নিয়ে,
শিবসুন্দরে সার্থক হো'ক্
সব তোমাকেই দিয়ে। ১০।

নিষ্ঠাবিহীন শ্রদ্ধাহারা
অব্যবস্থ চিত্ত যা'র,
ব্যক্তিত্বটি ছেদ্য তাহার
আস্থা কিন্তু করিস্ না তা'র। ১১।

মন্ত্রগুপ্তি নেইকো যাহার
বিশ্বস্ততায় খর্ব্ব যে,
তা'রেও আস্থা করা কঠিন
সরল ছোবল দেবেই সে। ১২।

গুপ্তকথা যে-জন তোমার
অন্যায্যতায় ফাঁসিয়ে দেয়,
হোক্ না কেন বিশাল বন্ধু
সুবিধা পেলেই সুযোগ নেয়। ১৩।

আদরভরা শুভ যেথায়
চলা-বলা-অনুচর্য্যায়,
শিবসুন্দর সেই ব্যক্তিত্বে
ততদিনই র'ন বজায়। ১৪।

আনুগত্য নাইকো তোমার
সমবেদনা দিশেহারা,
প্রতিষ্ঠা তুই পাবি কোথায়?
অন্তরই যে ছন্নছাড়া। ১৫।

বৃত্তি-বেকুব শুক্‌নোমুখী
সুখেও কষ্ট পায়,
শ্রেয়-নতি-হারা হ'য়ে
অধঃপাতেই যায়। ১৬।

উত্তেজনায় অনাহুত
গুণ-গরিমা নিজের গায়,
যেমন-তেমন হোক্ না সে-জন
দোষের চলন তা'রই পায়। ১৭।

বিদ্যাবান্ আর শ্রেষ্ঠ যা'রা
যেই না ঐক্য হারালো,
ঐটি জানিস্ কূট-কুলক্ষণ
জাহান্নমের পথ হ'ল। ১৮।

নিষ্ঠা-রাতুল পরাক্রমে
উর্জ্জীতেজা যা'রাই নয়,
সংহতিতে ছিন্ন তা'রা
পদে-পদে তা'দের ভয়। ১৯।

ইষ্টনিষ্ঠ ধূর্ত্ত-চতুর
কল্যাণকৃৎ যা'রাই হয়,
লোকসম্পদ্ বাড়েই তা'দের
ভাগ্য তা'দের গায়ই জয়। ২০।

ইষ্টনিষ্ঠ ধর্ম্ম-নিদেশ
চরিত্রে যা'র মূর্ত্ত হয়,
সেই তো সাধু সৎ-বিবেকী
আচরণে অটুট রয়। ২১।

ইষ্টার্থ-দীপনী মন যাহাদের
সহজ দীপনায় বয় না,
বিধান তা'দের কৃতি-সার্থক
একস্রোতা হয় না। ২২।

কথায়-কাজে মিল আর
কুশল ব্যবস্থিতি,
ঐ তো সাক্ষী চরিত্রের
কেমন অবস্থিতি। ২৩।

বীর্য্যবত্তা সাহস কথায়
অযথা যা'রা গল্প করে,
কাপুরুষতা জেনে রাখিস্
তা'দের কিন্তু আছেই ধ'রে। ২৪।

কৃতী যা'রা সাহসী যা'রা
নিজের কথা কমই জানায়,
ন্যায়পরতা, সাহস-কথা
পরিবেশ তো আপনিই গায়। ২৫।

ধারণা নিয়েই চলতে থাকে যাঁরা
বাস্তবতার পরিচিতিই কম,
পদে-পদে ঠ'কেই চলে তা'রা
ভ্রান্তি তা'দের হ'য়েই ওঠে যম। ২৬।

গালি-মন্দ ভর্ৎসনারই
আশিস-বরে যা'রা—
বরেণ্যতে বৃদ্ধি পায়নি
শুভপ্রসূ জ্ঞানদৃষ্টি নিয়ে,
মাণিক নিয়ে যতই বেড়াক
করুক বড়াই তা'রই দোহাই দিয়ে,
অজ্ঞতাতে ঝাপ্‌সা তা'দের আঁখি
মিথ্যাই শুধু দেখে জগৎভরা। ২৭।

ইষ্টনিষ্ঠা, অনুরাগ,
কৃতি, বীর্য্য, পরাক্রমে,
ভাববৃত্তি রঞ্জিত যা'র
গতিই তা'র পুরুষোত্তমে। ২৮।

যদি হৃদয় ভ'রে উচ্ছলাই
ওজোদীপ্ত রইল না,
(তবে) নিছক জানিস্ নিষ্ঠাপ্রীতি
ঊর্জ্জনাকে বইল না। ২৯।

চাওয়া আছে
নিষ্ঠা নাই,
ঘুরে বেড়ায়
ঠাঁই-ঠাঁই। ৩০।

অসৎ কথা, দুর্ব্যবহার,
অসৎ-নিষ্ঠা প্রবৃত্তি,
আদত মিথ্যা জেনে রাখিস্
বৃদ্ধিই পায় তা'য় কুবৃত্তি। ৩১।

বড় লোক বা বড় প্রাণ—
দেখবি আছে তা'দের সাথে,
লোককে বড় করার চলন
সকল কাজে—চিন্তাতে। ৩২।

সব-কিছুতেই সঙ্গতি রেখো
চিন্তা রেখো সঙ্গতিশীল,
নিষ্পন্নতায় নিপুণ হ'য়ে
কথায়-কাজে রেখো মিল। ৩৩।

দিয়ে যা'রা ধন্য হয়
কৃতির তৃপণায়,
তা'রাই জানিস্ শ্রেয় মানুষ
তৃপ্তি-প্রসাদ পায়। ৩৪।

নিষ্ঠা-রতি কৃতি-প্রতুল
হ'য়েই যদি না উঠ্‌ল,
অলস কিংবা ছন্নছাড়া
ব্যক্তিত্বে কী লাভ হ'ল? ৩৫।

একজোটেতে রেখে মাথা
বোধ ও বিবেক সব একটানা,
সঙ্গতিতে এমনি ক'রেই
ভর-দুনিয়ায় দে না হানা। ৩৬।

মানুষ যা'দের বড় ভাবে
চলতেও চায় তা'দের দিকে,
বড় যা'রা, তাদের বলি
চলতে বড়র আচার রেখে। ৩৭।

ভক্তি-বাতুল মানুষ যা'রা
নিষ্ঠাহারা বিবেকহীন,
পাগল কথায় নানান ছাঁদে
কাটেই তা'দের চিরদিন। ৩৮।

(যা'রা) নিজের ধান্ধায় ঘুরে বেড়ায়
স্বার্থসেবা-সন্ধানে,
পরকে তা'রা বুঝবে কি আর
দরদ তা'দের কে জানে? ৩৯।

নাইকো প্রীতি, স্বার্থ আছে,
মূর্খতাই জ্ঞান তা'দের কাছে। ৪০।

লোভই যা'দের সাধনীয়
বৃত্তি-সেবার লাগি',
সদাই তা'রা ঘুরে বেড়ায়
লোভ-ইন্ধন মাগি'। ৪১।

অনুকম্পা কম যাহাদের
লুব্ধ অনুক্ষণ,
লুব্ধ যা'তে সেইটি পেলেই
শান্ত তা'দের মন। ৪২।

নিজের স্বার্থই দেখে যে
পরের স্বার্থ নস্যাৎ,
যেমন প্রবীণ হো'ক্ না কেন
ভাগ্যটি তা'র চিৎপাত। ৪৩।

বকায় মানের হানি গণে
অবসাদগ্রস্ত মন,
কৃতি-বোধন ক্রমেই তা'দের
হয় কি বিচক্ষণ? ৪৪।

মিত্রদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন যে আর,
স-সমর্থক নরকগতি হয়ই তাহার। ৪৫।

ভ্রষ্ট যা'রা দুষ্ট যা'রা
জন্মগত স্বভাবে,
ভয়েই শুধু অনুগত
ধারে কি ধার সদ্‌ভাবে? ৪৬।

বিশ্বাসঘাতী প্রতারণাই
চরিত্রে যার এস্তামাল,
সৎ-স্বভাবের সুজন পেলেই
ক'রেই থাকে হাল-বেহাল। ৪৭।

কথায়-কাজে বিশ্বস্ত হও
বিশ্বাস পাবে তবে,
দাবীর তোড়ে বিশ্বাস চেয়ে
বিশ্বস্ত কে কবে? ৪৮।

কথা শুনে লক্ষ্য রেখো
কাজে করে কী,
দেখে বুঝো কাজের ব্যাপার
খাঁটি কি মেকী। ৪৯।

কথায় যেমন তেমনি কাজে,
সে-লোকটি নয়কো বাজে। ৫০।

আচারে-ব্যবহারে
কথায়-কাজে
থাকলে মিল
নয়কো বাজে। ৫১।

দুর্ব্বলতা নয়কো ভাল
এটা যেমন ঠিক,
অসৎ কর্ম্মে সবলতা
সেটাও বেঠিক। ৫২।

বোধই যদি গেল—
শৌর্য্য-বীর্য্য যা'ই থাক্ না—
কী লাভ তা'তে হ'ল? ৫৩।

ভুল বোধ আর ধারণা নিয়ে
বেড়ায় ঘুরে তারাই,
মূর্খ আতুর অহং নিয়ে
যা'রা করে বড়াই। ৫৪।

কিসে কী হয় জানবি রেখে,
হয় না কিসে তাও জানিস্,
কখন কী হয় কেমন ক'রে
তা'তেও লক্ষ্য অটুট রাখিস্। ৫৫।

ধরণীতে নোয়াস্ নে মাথা
ধৃতি পাবি তুই কিসে,
এমন রোগেই ধরলো তোরে
হারা হ'লি তাই দিশে। ৫৬।

বিনয়ভরা শ্রদ্ধাভক্তি
কাজে-কর্ম্মে ফুটলো যেই,
প্রতিটি হৃদয় উছল ক'রে
ধৃতির নিশান উড়লো সেই। ৫৭।

বিনয়ভরা যে-হৃদয়ে
বোধ-বিবেকের সমাবেশ,
আদেশ-নিদেশ কেউ দিলে তা'য়
সুখই পায় সে, করে না দ্বেষ। ৫৮।

নগণ্য চর্য্যায় বহুত আদর—
পেয়ে করে ভুল আপন কদর। ৫৯।

নিষ্ঠা-প্রতুল হৃদয় যা'র,
খ্যাতিতে বাধা ঘটে না তা'র। ৬০।

স্থির, ধীর, প্রিয়বাদী,
শাসনও যা'র মিষ্টি,
সমীচীনে শুভে চলে
সেইতো প্রেয়ের সৃষ্টি। ৬১।

অটল হ'য়ে নিটোল চলায়
নিষ্ঠারতি যেমন যা'র,
কৃতি-চলায় তেমনতরই
জীবন-পথে অভিসার। ৬২।

নিষ্ঠাই যা'র নাই,
বাহ্য-শিষ্টাচারে তা'র
কী করবে ছাই। ৬৩।

মিষ্টি কথা, মৈত্রীভাব,
শিষ্ট আচরণ,
বংশ আর ব্যক্তিত্বের
প্রধান লক্ষণ। ৬৪।

কাজ করে না পুরো কিন্তু
মজুরীর বেলায় পুরো চায়,
এমনতর লোকও কিন্তু
স্তেয়-দোষে দুষ্ট হয়;
খাটিয়ে নিয়ে পুরো যা'রা
দেওয়ার বেলায় যৎকিঞ্চিৎ,
চৌর্য্য-দোষে তা'রাও কিন্তু
দুষ্ট হয় সুনিশ্চিত;
স্বতঃদীপ্ত অনুগ্রহ
পরিচর্য্যায় যা'রে ধরে,
দুষ্ট হৃদয় হ'লেও সেথা
কৃতজ্ঞতা উঁকি মারে। ৬৫।

কথায়-কাজে স্থির নিটোল
আপদ্-বিপদ্ সব-মাঝে,

ধ'রে নিবি তেমনতরই
বাস্তবতায় দেখলে কাজে। ৬৬।

যা'ই করিস্ না, সততা তোর
রাখবি অটুট শক্ত অটল,
বোধদৃষ্টিও চৌকষ রেখে
সতর্কতায় চলিস্ নিটল। ৬৭।

কথায়-কাজে মিলন যাহার
হৃদয়ভরা ধৃতি-আবেগ,
উর্জ্জীকৃতি শক্তিতে যা'র
থাকেই যে তা'র সাধু সম্বেগ। ৬৮।

আগল-পাগল চিন্তাধারা
চলাবলায় নাইকো মিল,
চঞ্চলতাই সম্পদ্ তা'র
কোন কাজে তা'র নাই মিছিল। ৬৯।

কুৎসিত আর কুপিত গ্রহের
প্রথম আভাস এই—
ধাপ্পাবাজি ক্রোধন-স্বভাব
সমবেদনা নেই। ৭০।

সৎসন্দীপী ও উপকারী
রুক্ষ কথায় চটে যা'রা,
অন্তরেতে বুঝিস তা'দের
নাই পদার্থ অহং ছাড়া। ৭১।

মর্ম্ম যা'র যেমন
কর্ম্মও তা'র তেমন। ৭২।

মন্দ করার প্রলোভনটি
যা'রই যেমন ক্রিয়াশীল,
ব্যক্তিত্বতে তেমনই সে
তেমনতরই পঙ্কিল। ৭৩।

সব সময়েই আপসোস করে
কাজে তেমন করে না,
নিষ্ঠা ও কৃতি দৈন্যভরা
নাইকো তা'তে ঊর্জ্জনা। ৭৪।

নিন্দা-কুৎসা ক'রে কা'রও
হয় না শুভ অনুষ্ঠান,
মিষ্টি কথায় শিষ্ট চালই
উদ্বোধনার উপাদান। ৭৫।

(যদি) দোষ-বচসা কর,
জ্বলবেই কিন্তু দুষ্ট আগুন
যে-ক্ষমতাই ধর। ৭৬।

করার চলন যেমনতর
যেমনতর আবেগ যা'র,
ভাল-মন্দের তক্‌মা নিয়ে
তেমনতর প্রাপ্তি তা'র। ৭৭।

সন্দেহটা নিশ্চয় নয়
কল্পনারই উৎস তা',
প্রায়ই জানিস্ হয় মেকী
দিগ্ধ মনের অলীক কথা। ৭৮।

নষ্ট যা'রা ভ্রষ্ট যা'রা
কূট-কুৎসিত হৃদয় পায়,
যেমন ভাল যা'ই কর না
নষ্টপানেই তা'রা ধায়। ৭৯।

মিথ্যা ধারণা, মিথ্যা বিচার
মিথ্যা বোধের গর্ব্ব,
সকলি হারায় যায় রসাতলে
আপদ্-দীর্ণ সর্ব্ব। ৮০।

বোধ, চরিত্র, আচরণ
যেমন উন্নতিতে চলে,
সেই মানুষই তেমন শ্রেয়
প্রকৃতি তা'ই বলে। ৮১।

যে যেমন হো'ক্—
ইষ্টনেশায় যেমন কৃতী, যেমন দড়,
সংদীপনার এই আবেগই
নিদান তাহার তেমনতর। ৮২।

উত্তেজনায় অন্তরটি যা'র
যেমন ফুটে ওঠে,
ব্যক্তিত্বও তা'র তেমনতরই
বুঝে রেখো বটে। ৮৩।

সুন্দর যা'র চলন-বলন
নিষ্ঠানিপুণ যুক্তি-জ্ঞান,
মিষ্টি-মধুর বোধ-ব্যবহার—
সৌন্দর্য্যেরই এই তো দান। ৮৪।

চিন্তা-চলন উন্মুখতায়
গুপ্ত-বিরোধ যা'র মনে,
দৈন্যভরা উল্টো স্বপ্ন
প্রায়ই ওঠে সেইখানে। ৮৫।

(তোদের) ভাল হবে কী?
ভাল করতে যা'ক্ না যে-কেউ
(যদি) রটাস্ ঘৃণ্য ছি! ৮৬।

নিষ্ঠা যা'দের কম—
কোন কাজেই থাকে না লেগে,
রয় না তা'তে দম। ৮৭।

নিষ্ঠানিপুণ বোধদীপ্ত
চরিত্র ও আচরণ
মোক্থাভাবে মিলিয়ে দেখে
বুঝে নিও লোক কেমন। ৮৮।

মান, বড়াই আর যশের লোভে
অর্থ-সম্পদ্ আপ্যায়নায়,
নিষ্ঠা-শ্লিষ্ট হ'য়ে যে-জন
কোথাও এসে থমকে দাঁড়ায়;
নিছকভাবেই জেনে রাখিস্—
নিষ্ঠা নাই তা'র কোনকালে,
ঠকবাজি ও প্রতারণায়
নিজেরে সে খোয়ায় হেলায়। ৮৯।

দুষ্ট-কুটিল অসৎ আচার
নিষ্ঠুরতার অভিযান,
তোমার ধৃতি না ভাঙ্গলে তা'য়
নিষ্ঠাপ্রতুল তোমার প্রাণ। ৯০।

নিষ্ঠাস্রোতা শ্রদ্ধা নিয়ে
কৃতির পথে যেমন চলে,
তেমনতরই স্থৈর্য্যে তা'রা
উজিয়ে চলে বুকের বলে। ৯১।

বলা-করা, চিন্তা-চলন
নয়কো যা'দের সমীচীন,
নিষ্ঠানিপুণ নয় আগ্রহ
সকল কাজেই তা'রা হীন। ৯২।

ঊর্জ্জী নয়কো শ্রদ্ধা যাহার
কৃতিমন্থর জীবন-রাগ,
সঞ্চারণা নিথর তাহার
দীপ্ত নয়কো জীবন-যাগ। ৯৩।

ঊর্জ্জনাহীন শ্রদ্ধা তোমার
সেবা-শিথিল হ'লে,
কৃতির আলো জ্বলবে না তোর
ব্যর্থ হ'বি চ'লে। ৯৪।

অকৃতজ্ঞদের এমনি ধারা
স্বার্থ ছাড়া নাই রতি,
যা'দের দিয়ে স্বার্থ সফল
তা'দের সাথেই কেবল প্রীতি। ৯৫।

অন্তঃকরণ নীচু যা'দের
বলায়-করায় নীচুই হয়,
জন্মগত পার্থক্য এই
আপনি আপনার ঘোষে জয়। ৯৬।

অহং-পোষক দাম্ভিক হ'লে
দম্ভে হবে হীন,
ছোট্ট-হৃদয় কটু বুদ্ধি
ব্যক্তিত্বে হবে ক্ষীণ। ৯৭।

অশিষ্ট বা নীচু যা'রা
তা'দের চলার এমনই ধারা,
যা'দের প্রতি যা' নয়কো করার
তা'দের বড়াই সেইটি করা। ৯৮।

কোন্ দিকে কে কেমন ঝোঁকা
ভাববিধুর সক্রিয়তায়,
তা'ই বুঝে তুই নিস্ই বেছে
কেমন সে-জন বাস্তবতায়। ৯৯।

কুকুর ডাকে ঘেউ-ঘেউ
কাক ডাকে কা-কা,
যা'র যেমনটি স্বভাবে হয়
চালাক না হয় বোকা। ১০০।

সাদা দেখলে বুঝিস্ নাকো
কটু তা'তে নাই,
কথায়-কাজে, বিশ্বস্ততায়
দেখবি যেমন, তা'ই। ১০১।

অন্ধকারে সাদা থাকে
আলো পেলেই লাল,
পদ্ম হ'লেও নয়কো কমল,
পদলোভী মাতাল। ১০২।

চিনিই শুধু মিষ্টি নয়
বিষও মিষ্টি হয়,
করণ-কারণ দেখে তাহার
করিস্ পরিচয়। ১০৩।

বাত্‌কে সাধু অলস যে-জন
অবশ কুটিল গতি,
শ্রেয়চর্য্যা মূঢ় তা'দের
শুধু নিন্দায় রতি। ১০৪।

ব্যক্তিত্বটা ব্রাহ্মী তা'রই
বর্দ্ধনী জ্ঞান যেথায় রয়,
কথা-বার্ত্তায়, চরিত্রে আর
আচরণে তা' বিচ্ছুরয়। ১০৫।

অকৃতজ্ঞ দেখবি যা'রা—
কথার নেইকো ঠিক,
ভদ্র-শূদ্র হো'ক না যে-সেই
আসলে বেল্লিক। ১০৬।

জীবন-ধৃতি দ্যুতিমান,
দেবতা তা'রাই, তা'রাই প্রধান। ১০৭।

নেবার বেলায় বেজায় রসাল
 দেবার বেলায় শুক্‌নো কাঠ,
কৃতজ্ঞতা নাইকো তোমার
 বিছিয়ে বেড়াও কথার ঠাট;
স্বার্থলোভে একটুখানি
 ব্যর্থ যদি হও তুমি,
কপট, নিন্দুক কেরদানিতে
 ফাটিয়ে বেড়াও মর্ত্ত্যভূমি;
পাওয়ার বেলায় বড়ই সরল
 চলেই মুখে ধর্ম্মবাক্
যেই সেখানে দেখলে ফাঁকি
 বলতে থাক—থাক্ রে থাক্;
আপন রঙে রঙীল হ'য়ে
 বেড়াও ঘুরে দিগ্‌বিদিক্,
রঙ-তামাসা নয়কো খারাপ
 স্বার্থে যদি না হয় ধিক্;
কেরদানি তোর যাবে কিসে
 অন্তরে তোর নেহাৎ ফাঁক,
সর্ব্বনাশ যে এগিয়ে এল
 এখনও বলি—রাখ্ রে রাখ্;
পরম ভক্ত নেবার বেলায়
 দেবার বেলায় সব খারাপ,
দুষ্ট-বধির নিঠুর হৃদয়
 যেখানেতে নাইকো লাভ;
বুঝে দেখ তুমি কী ধন
 কী মন নিয়ে চল্‌ছ তুমি!
লাভের একটু ব্যাঘাত হ'লেই
 কাঁপিয়ে তোল আকাশভূমি। ১০৮।

আপনকে দেখে পরের মত
অন্যে দরদ দেখায়,
নষ্ট-নিপট হৃদয় তাহার
ব্যর্থতাতেই ধায়। ১০৯।

জীবন যাহার বাতাসের মত
সবাইকেই পালে-পোষে,
নিষ্ঠাদীপ্ত ব্যক্তিত্ব তা'র
ঝরে নাকো আপসোসে। ১১০।

ক্ষিপ্রতায় যে দীন,
সুষ্ঠুকর্ম্মা হ'লেও জানিস্
ক্ষমতায় সে হীন। ১১১।

লোকপরিচর্যী স্বভাব—
সম্পদ্ তা'রে কয়,
সুব্যবস্থ পরিচর্য্যায়
বিভব উপচয়। ১১২।

বলায় মিষ্টি, করায় খারাপ,
এইতো জানিস কূটের মাপ। ১১৩।

গরম কইলেও ভালই করে
তা'রাও সতের লক্ষণ ধরে। ১১৪।

যুক্তিযুক্ত সৎকথা কয়
হৃদ্য ব্যাভার সদ্-বিবেকী,
কাজে-কর্ম্মে শুভই করে,
সে-জন জেনো নয়কো মেকী। ১১৫।

সংগ্রহে যে ব্যর্থ সদাই
কর্ত্তা হবার বেজায় সাধ,
বেকুব বুদ্ধি রয় সেখানে
ফেলে বেড়ায় কথার ফাঁদ। ১১৬।

ঠাণ্ডা মাথায় সবই শুনিস্
বুঝে দেখিস্ বোধের সাথে,
বাস্তবেতে যেটি মেলে
সেইটিকে তুই নিস্ রে ডেকে। ১১৭।

দীপ্তরোখা মন্দ কথায়
আচার-ব্যাভার মন্দ যেথা,
লক্ষ মধুর হোক না সে-সব
নিস্‌নে সেটা, ধরিস্‌নে তা'। ১১৮।

শ্রেয় যেটি তা'ই বেছে নিস্
অশ্রেয় যা' দূরেই থাক্,
সন্দীপনী শ্রেয় নিয়ে
চর্য্যাটি তোর অটুট রাখ্। ১১৯।

ব্যর্থ করার স্বার্থ নিয়ে
গালবাজি আর হামবড়াই,
প্রাজ্ঞ জ্ঞানীর ঢং-বাজিতে
বল্ খাটবে কা'র দোহাই। ১২০।

ভুলভ্রান্তি মানুষেরই হয়
শুধ্‌রে যদি চলিস্ সোজা,
দীপ্তি পাবি, তৃপ্তি পাবি
হাল্‌কা হবে বুকের বোঝা;

অজ্ঞ হ'য়ে বিজ্ঞ ভানে
    লুকিয়ে নিজের বোকা বুক,
লুকিয়ে থাকতে আর হবে না
    উজল হবে কুলের মুখ। ১২১।

নিষ্ঠানিপুণ নন্দনা যা'র
    অন্তরেতে পায়নি স্থান,
সাম্য-চলন কাম্য হ'য়ে
    বয় না তাহার ছিন্ন প্রাণ। ১২২।

বন্দনারই স্পন্দনা তোর
    হৃদয় ছেয়ে যেমন রয়,
ব্যক্তিত্বটাও সিক্ত হ'য়ে
    গুণ-গরিমা তেমনি বয়। ১২৩।

সহজ মানুষ হও—
    সৎ-শুভ যা' নির্ভুল জানা
        লোকের কাছে কও। ১২৪।

নিষ্ঠাবিহীন রতি-প্রবল
    আড়ম্বরের লোক সে কেবল। ১২৫।

মানের দরদ, প্রাণের নয়,—
    ব্যত্যয়ী সে, রাখিস্ ভয়। ১২৬।

তৃপ্তি তবে কোথায়?
    সুখে-দুঃখে অটল চলায়
        হৃদয় অটুট যেথায়। ১২৭।

অন্তরেতে আছে কথা
প্রত্যয়েতে নাই—
মানেই হ'ল, আস্থার অভাব,
সন্দেহই তা'র ঠাঁই। ১২৮।

ভয়াল যা'রা দুষ্ট যা'রা—
ইষ্টনিষ্ঠ সৎচলনে
বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় যদি
সম্বুদ্ধ হয় বহুৎ জনে। ১২৯।

অর্ঘ্য পাবি কত-শত
ধন্য-ধন্য করবে লোক,
ঐ তালেতে মাতিস্ নে তুই
রাখিস্‌নে কো লোভের ঝোঁক। ১৩০।

সুব্যবস্থা, সুসন্ধিৎসা
নাইকো যাহার প্রাণে,
হাতে-কলমে নিষ্পাদনা
নাইকো বুকের টানে,
কথায়-কথায় হুকুমদারী
আত্মম্ভরি সম্বাদন,
দোষদৃষ্টি যাহার কেবল
নিরীক্ষণী আলম্বন,
গণ্ডগোলের ডামাডোলে
আত্মম্ভরি গাহে জয়,
দক্ষনিপুণ পরিচর্য্যা
অন্তরেতে যাহার নয়,

বিদ্রূপাত্মক যা'র ব্যবহার
নাইকো মিষ্টি কথা,
প্রতিষ্ঠা পায় হৃদয় যাহার
দিয়ে অন্যে ব্যথা,
দেখেই বুঝিস্ সে-ব্যক্তিত্বে
ফলেই কম সুফল,
বিফল ক'রে সফল হওয়ার
ধান্ধা তা'র কেবল। ১৩১।

সৎ-শ্রম আর পরিচর্য্যায়
উপায় যা'দের স্বতঃই হয়,
নয়কো তা'রা শোষক কভু
পোষক-বৃত্তিই পোষণ দেয়। ১৩২।

উদ্যমে হও দুর্দ্ধর্ষ তুমি
ক্ষিপ্র-নিপুণ কাজে,
সুষ্ঠু ত্বরিত নিষ্পাদনায়
সার্থকতা রাজে। ১৩৩।

গুরুত্বেরই হয় অভিষেক
গুরুর ঝরা অংশ নিয়ে,
তৃপণদীপী শ্রেষ্ঠ ভজন
শ্রদ্ধাচর্য্যা বিভব দিয়ে। ১৩৪।

প্রেষ্ঠচর্য্যায় নিরত যা'রা
প্রেষ্ঠ-সেবায় মুগ্ধপ্রাণ,
তা'দের যদি ভাল লাগে
থেকে প্রিয়ের সন্নিধান,

স্নেহ-প্রীতি স্বার্থ-দ্যোতন
সবই যাহার প্রিয় লাগি',
সে-মানুষটি নিরেট মানুষ
সহজ প্রেষ্ঠ-অনুরাগী। ১৩৫।

বুদ্ধি বাঁকা, আঁইট কম,
সৎ দেখালেও কুটিল দম। ১৩৬।

যেমন তালে যেমন চালে
সক্রিয়তায় দীপ্ত তুমি,
তেমনতরই সম্পদ্ তোমার
পুণ্য তোমার জীবন-ভূমি। ১৩৭।

মিষ্ট কথা শিষ্টাচারেই
ভুলিস্ না কা'রো—বন্ধু ব'লে,
তা'কেই জানিস্ বন্ধু কিন্তু
কথায়-কাজে মিলন হ'লে। ১৩৮।

একটা কথা মনে রাখিস্—
ভালই কিন্তু চায় সবাই,
স্বার্থ খুঁজি' লোভের টানে
গায় অনেকে নিজ-সাফাই। ১৩৯।

টাকার লোভে ইষ্টসেবা
যা'রাই করে ঠিক জানিস্,
স্বতঃস্রোতা ইষ্টনেশা
নাই সেখানে ঠিক মানিস্। ১৪০।

অভাবপন্থী ভাব যাহাদের
　　প্রভাব তা'দের আল্‌সে ঢোলা,
কৃতিস্রোতটি মন্দ তা'দের
　　গুণে তা'রা ফাঁকা খোলা। ১৪১।

ঠাকুর-দেবতার গুণরাজি তোর
　　চরিত্রে যেই বিকাশ পেল,
অমনি বুঝিস্, প্রাপ্তি তোমার
　　পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল। ১৪২।

ঊর্জ্জী নেশা ইষ্টে যা'দের
　　আচার-চরিত্র ইষ্টপ্রাণ,
সন্ধিৎসাটি নিভাঁজ যেথায়
　　ধৃতিমুখর তা'দের টান। ১৪৩।

শিষ্টাচারে সত্তাসাধন
　　অস্তিপ্লাবন যা'দের প্রাণ,
যেমনতর হো'ক্ নাকো সে
　　অস্তিচর্য্যী সেই মহান্। ১৪৪।

দেশে-শুনে চৌকস হ'য়ে
　　দেখবি যা' তুই সমীচীন,
চতুর চলন নিয়ে তা'কে
　　করিস্ ও-তুই তোর অধীন। ১৪৫।

চার আল দেখে চলে
　　তা'রাই চালাক সত্যিকার,
দূর-নিকটের জ্ঞান-বিভবে
　　তেমনি তা'দের অধিকার। ১৪৬।

ধারণ-পালন-বৃত্তি-বিভব
অন্তরে যা'র মূর্ত্তিমান্,
চতুর-চালাক ধৃতি তাহার
মুগ্ধ করে সবার প্রাণ। ১৪৭।

উর্জ্জী-তেজা আগ্রহটি
নিষ্ঠানিপুণ যা'র যেমন,
উজিয়ে চলে কৃতির পথে
সার্থকতাও পায় তেমন। ১৪৮।

উর্জ্জনাও নাই অন্তরে যা'র
উদ্যমও তা'র শিথিল তেমন,
নিষ্ঠা-সম্বেগ তেমনি তাহার
পাওয়ার পথেও তেমনি গমন। ১৪৯।

অসাম্য যা'র মনোবৃত্তি
আবেগও তেমনি অসাম্য যা'র,
বহু ভাঁওতায় ঘুরে বেড়ায়
সার্থকতা কমই যে তা'র। ১৫০।

বিবেক-বিচার জটিল যা'দের
কুটিল যা'দের স্থিতি-চলন,
ধৈর্য্যহারা স্থৈর্য্যহারা
পায় কি তা'রা সিদ্ধি কখন? ১৫১।

ভুবনভরা স্বপন দেখে
আশার আশে থাকে যা'রা,
হঠাৎ পাওয়া—বুদ্ধি তা'দের,
তেমনি তা'দের চিন্তাধারা। ১৫২।

নিষ্পাদনী সক্রিয়তায়
বুদ্ধি যা'দের টলমল,
নিজের সাথে নিজেই করে
বেকুব বুদ্ধির কতই ছল। ১৫৩।

বাস্তব জ্ঞান বহুদর্শিতায়
যা'রাই খাটো তা'রাই দীন,
সংস্কারের দৈন্য যা'দের
জন্মগত তা'রাই হীন। ১৫৪।

দ্বেষ যাহাদের মনে—
হিংসা, নিন্দা, অসূয়াতে
ধরেছে সেই জনে। ১৫৫।

বুদ্ধি যা'দের কম—
বিবেক-বিচার-কল-কৌশলে
কমই থাকে দম। ১৫৬।

স্তুতির দ্যুতি নাইকো তোমার
চাটুবাদে হবে কী!
ভাব্‌ছ করবে কিস্তিমাৎ?
ছাইয়ে তুমি ঢাল্‌ছ ঘি। ১৫৭।

স্বভাবটাই তো তোমার হওয়া
যেমন স্বভাব তেমনি তুমি,
তেমনতরই চলন-বলন
তেমনি তোমার চিত্তভূমি। ১৫৮।

ইয়ার্কি আর ফাজিল বকা
করায়-বলায় যে যেমন,
তা' হ'তে তুমি বেছে নিও
অন্তরে সে লোক কেমন। ১৫৯।

ভক্তিতে যা'র উর্জ্জনা নেই
নাইকো কথা মিষ্টি তেজাল,
উচ্ছলিত হয় না হৃদয়—
খুঁজেই দেখ, পাবে ভেজাল। ১৬০।

নিষ্ঠানিপুণ প্রীতি যাহার
নিষ্ঠানিপুণ নিষ্পাদন,
গালগল্পও তেমনতর
নিষ্ঠাও তা'র হয় তেমন। ১৬১।

কথায় কটু, কাজে ভাল,
অনুকম্পায় অটুট রোখাল,
যেমনই হোক্ এমন জনা
ভালই করে, নয়কো বেচাল। ১৬২।

ভাগ্য যা'দের হীন—
ক্ষিপ্রকর্ম্মা নয়কো তা'রা
সংরক্ষণায় দীন। ১৬৩।

দুর্ভাগা যে-জন—
নাই ত্বারিত্য, নাইকো তপ
অসংরক্ষী মন। ১৬৪।

ভয়াল তা'র জীবন—
অসুস্থতায় সুস্থ ভাবে
ঔষধে নাই মন। ১৬৫।

বিকৃত সে জন—
বিধির বিকার করাই আমোদ
গর্ব্বে সম্মোহন। ১৬৬।

অর্থ আছে কোথায়?—
লোকদরদী হৃদয় নিয়ে
সত্তাচর্য্যা যেথায়। ১৬৭।

ধনী তবে কে?—
বাঁচাবাড়ার পরিচর্য্যায়
লোকস্বার্থী যে। ১৬৮।

আহাম্মক তবে কে?—
নিজ ঐশ্বর্য্যে অজান যে-জন
পরপ্রত্যাশী যে। ১৬৯।

বিদ্যে আছে কা'র?—
জানে-শোনে করে অনেক
অহঙ্কার নাই যা'র। ১৭০।

মূর্খ তবে কে?—
অল্প কিছু জেনে-শুনেও
গর্ব্বে ফাটে যে। ১৭১।

চতুর তবে কে?—
ঠিক রেখে তা'র নিজের দাঁড়া
চার আল দেখে যে। ১৭২।

চৌকস জ্ঞানী কে?—
চার আল দেখে আপন চলনায়
চ'লে থাকে যে। ১৭৩।

আপন চলন কী?—
ইষ্টনিষ্ঠা অটুট রেখে
ঠিক চলে যা'র ধী। ১৭৪।

ঠিক চলা কা'ক্ কয়—?
যেথায় যেমন চ'লে-ক'রে
কুড়িয়ে আনে জয়। ১৭৫।

ইষ্টপ্রাণ কা'ক্ কয়—?
জীবনভরা যা'র চাহিদার
মূলেই ইষ্টের জয়। ১৭৬।

বুদ্ধি যা'দের বাজে,
আগে-পাছে যা'ই বল না
করে না কিছু কাজে। ১৭৭।

আপসোসই যা'র আয়—
ভাল-মন্দ যা'ই বলুক যে
জাহান্নমেই ধায়। ১৭৮।

শিষ্ট শোধন, শিষ্ট বোধন
সৎ-সাধু যা'র হৃদয়-রাগ,
উচ্ছলায় সে দীপ্ত থাকে
নিয়ে তৃপ্ত নিষ্ঠা-ফাগ। ১৭৯।

বড়াই-দীপ্ত ফাঁকা কথায়
বাস্তবতা নাই,
কৃতিবিমুখ রাগ হ'লে তা'র
অবাস্তবেই ঠাঁই। ১৮০।

ত্বরিত চিন্তা বোধ-ত্বারিত্য
যা'র করণে ঠিক,
চিন্তা-চলন সমীচীন তা'র
বুঝে চলে সব দিক্। ১৮১।

কী হালে কী করবি কোথায়—
সে-বোধ যে রে তোর মাথায়,
সুহাল-চালের মিলন হ'লে
প্রকৃতিই তোর গাইবে জয়। ১৮২।

আমি বাঁচি, ধ্বংস হোক্ সব
ধারণা যা'র এই মনের,
হিংসা-দ্বেষ তো তখনই আসে
ক্ষতি-বুদ্ধিও সেই জনের। ১৮৩।

বাস্তবতার দৃষ্টি যা'দের
যেমন নিটোল সূক্ষ্ম হয়,
উপচয়ও তেমনি আসে
কৃতির যাগে তেমনি জয়। ১৮৪।

দান পেয়ে যে বলতে নারাজ
লুকিয়ে রাখতে চায়,
চৌর্য্যবৃত্তির রকম-ফিরতি
লুকিয়ে থাকে তা'য়। ১৮৫।

খেঁকশিয়ালের ডাকগুলিতে
রয় কি ধৃতির উছল হাওয়া?
তেমনি ডাকে দিস নে রে কান
করিস্ না ব্যর্থ জীবন-বাওয়া। ১৮৬।

অবিবেকী বিবেক যা'দের
তাচ্ছিল্যভরা মনোযোগ,
ভ্রান্তি-ধৃষ্ট করণ-কারণ
সময়-অতীত স্মৃতি-সংযোগ,—
এমনতর দেখবি যা'দের
দুর্ভোগ তা'দের পেছনে ধায়,
সার্থকতা ব্যর্থ হ'য়ে
লুটিয়ে পড়ে ধরার গায়। ১৮৭।

ব্যবস্থিতি নাইকো যা'দের
বিচারে যা'রা অপটু,
ভ্রান্তিভরা চলন-বলন
গুছিয়ে চলায় নয় পটু। ১৮৮।

ধাপ্পাদারি গালগল্পে
বাহাদুরি নেওয়া স্বভাব যা'র,
জাঁকজমক তা'র যতই থাকুক
বোধ-ব্যবহার খিন্ন তা'র। ১৮৯।

বেকুবী যা'র যেমনতর,
সতর্ক বিবেক যা'দের নাই,
ব্যবহার যা'দের নয়কো সুঠাম,
বেঘোরে পড়ে তা'রা প্রায়ই। ১৯০।

চলন-বলন হোঁৎকা যা'দের
সাহস যা'দের বোধবিহীন,
কৌশল যা'দের নয়কো কুশল
তেজাল হ'য়েও তা'রা দীন। ১৯১।

ভালমন্দের নাইকো বিচার
বাস্তবতার ধারে না ধার,
ভাল করতে মন্দ ফলে
নাকাল হওয়াই তা'দের সার। ১৯২।

ব্যতিক্রমী বুদ্ধি যা'দের
চলন-ভড়ং বেশ উদার,
অস্তিনিষ্ঠ সত্তাবিবেক
রয় কি কভু ব্যক্তিত্বে তা'র? ১৯৩।

আত্মশ্লাঘী নিষ্ঠা-ভড়ং
তপশ্চর্য্যা যদিও নাই,
প্রাপ্তি-লোভে ঘুরে বেড়ায়
ভাগাড়েতেই তা'দের ঠাঁই। ১৯৪।

নাইকো নিষ্ঠা, পরিচর্য্যা
ক্রিয়া-কাণ্ড নাইকো চলন,
ব্যবহার-জ্ঞান নাইকো যাহার
যুক্ত কভু নয়কো সে-জন। ১৯৫।

অবাস্তবের ধুয়ো ধ'রে
বিজ্ঞ চলায় নিশিদিন,
যা'রাই চলে—মরে মারে
প্রবৃত্তিরই হ'য়ে অধীন। ১৯৬।

অন্তরেতে যা' তুমি রও
বোধ-ব্যাভারও সেই মতন,
অনুশীলনে শিষ্ট ক'রে
করবেই তা'র সুবর্দ্ধন। ১৯৭।

ধ'রে থাকাই স্বভাব যা'দের
থাকলে কৃতি-ঊর্জ্জনা,
জীবন তা'দের রয় না ফাঁকা
উথ্‌লে ওঠে নন্দনা। ১৯৮।

মূর্ত্ত ভজন যে ভগবান্‌
আত্মনিয়োগ তাঁ'র সেবায়,
নাইকো যাহার ন্যায়-সততা
কোথায় শুভ তা'র বিভায়? ১৯৯।

জাতবর্ণে নাইকো শ্রদ্ধা
নাইকো গৌরব, আত্মসম্মান,
এমন লোকে ক'রেই থাকে
অন্য খেতাবে পরিচয় দান। ২০০।

ক্রূর হয় যা'র দুর্ব্বলতা,
অন্য বংশের পরিচয়ে
আত্মপ্রসাদ যা'রাই লভে—
যায়ই তা'রা ক্রমেই ক্ষ'য়ে। ২০১।

পরবংশের পরিচয়ে
নিজেকে যা'রা মানিয়ে নেয়—
ঐ সংক্রামণ এড়িয়ে চলিস্,
নইলে পড়বি আত্মহায়*,
সংক্রামণে তা'দের জানিস্
লোকবৈশিষ্ট্য ঘায়েল হয়,
হিংস্র-দুর্ব্বল হয়ই তা'রা
লোক সমাজও করে ক্ষয়। ২০২।

ব্যতিক্রমী দুষ্ট চলন
বলনও হয় তা'র ব্যতিক্রমে,
জীবন-জাতির দীপ্তি নাশে,
নিঃশেষ ক'রে ক্রমে-ক্রমে। ২০৩।

সৎ যাহারা, অসৎ জেনেও
তা'তে কিন্তু চলে না,—
অন্তরস্থ বৃত্তি তা'দের
নিরোধ করে, ধরে না। ২০৪।

যে-বিষয়ে নেতৃত্ব করবি
চলবি তেমন চরিত্র নিয়ে,
খাওয়া-দাওয়া চলা-বলায়
স্ফুরিত হয় সবটা দিয়ে। ২০৫।

আচরণে স্থিতি আসে
ভাব নিয়ে তা'র সঙ্গে,
চরিত্রে সেটা চারিয়ে গিয়ে
চালায় নানা রঙ্গে। ২০৬।

---

*আত্মঘাতে

মন যাহাদের ছন্নছাড়া
এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়,
ভাবে রাজা, ভাবেই ফকির
কর্ম্মে স্থিতি তা'রা না পায়। ২০৭।

টুকরো-টাক্‌রা সবই করে
নিষ্পাদনে রয় না মন,
বারো-ভজা মানুষ তা'রা
ঘোরে নিয়ে ভাবের ধন। ২০৮।

বাচক জ্ঞানীর নাইকো কৃতি
শোনা-কথায় ঘুরে বেড়ায়,
জ্ঞান-আশিসের সার্থকতা
কৃতিহারা ভোগে না পায়;
ভাঙ্গাগড়ার অস্থিরতায়
স্থিত-ধী তা'রা কেমনে হবে?
মানুষেরই যে দুষ্ট চলন—
বোধে সেই তা'র লেখা রবে;
ব্যবস্থিতির সঙ্গতি আর
কুশলদীপ্ত অনুচলন,
আসে কি তা'র অন্তরেতে
নিষ্পাদনী অনুশীলন? ২০৯।

অপটুত্ব নিজের যা'-যা'
সে-সব ক'জন বুঝে থাকে?
মানুষের শুধু দোষ দিয়ে তা'রা
নিজের দোষটি পুষে রাখে। ২১০।

নিজের দোষকে অতিক্রম ক'রে
গুণান্বিত হ'তে হয়,
গুণান্বয়ী ব্যবহারটা
করেই লোকের হৃদয়-জয়। ২১১।

ভাল ইচ্ছা অনেকই আছে
করে কিন্তু মন্দ,
ভাববৃত্তি তা'র মন্দে রঙিল
এতে কোথায় সন্দ। ২১২।

অহঙ্কারের তোয়াজ করলে
ভালমন্দ সবই করে,
নিষ্ঠাবিহীন ভাববৃত্তি
যখন যা' পায় সেটাই ধরে। ২১৩।

জ্ঞান যদি রয় তা'তেই বা কী
কৃতিটারই বা দাম কোথায়?
দক্ষ-নিপুণ যে-জন যেমন
ওজনটিও তেমনি তা'য়। ২১৪।

প্রাজ্ঞ-প্রীতি নিয়মনায়
ব্যাপ্ত করে হৃদয়-রূপ,
ব্যবহারও তেমনি হয়
ব্যর্থতা হয় নিশ্চুপ। ২১৫।

যত কথাই বলুক যে-কেউ
অসৎক্লিষ্ট ব্যবস্থা,
যে করে তা'র বুঝিস্ মনের
তীব্র কুটিল অবস্থা;
ঐ দেখে তুই ঝলক বুঝে
সাবধানেতে বুঝে চলিস্,
বলা-কওয়া সেই তালিমে
হিসেব ক'রে তেমনি করিস্। ২১৬।

লোল লালসায় মুগ্ধ হ'য়ে
অপকৃষ্টে যা'রাই ধায়,
নিজ-নিকেশের পথে তা'রা
সবার নিকেশ করতে চায়। ২১৭।

মহাপণ্ডিত হোক্ না যে-কেউ
হোক্ না অশেষ মহাজন,
ব্যতিক্রমে যেই না টানুক
সর্ব্বনাশের দূত যে হন। ২১৮।

লাভ কিসে হয় জানিস্ নাকো
হানিও জানিস্ তেমনই,
মূর্খতা তোর দস্তুরই এই
চলনই তোর এমনই। ২১৯।

হোক্ না যে-কেউ যত বড়,
ব্যক্তিত্বে তা'রা অনেক ছোট,
বৈশিষ্ট্যকে ভেঙ্গে যা'রা
শ্রেয়কে করে খর্ব্ব-খাটো। ২২০।

গুরুর নিদেশ মানে না যা'রা
    করে নাকো তা'র অনুশীলন,
পাপ-পীড়িত হয়ই তা'রা
    আচার্য্যকেও করে পীড়ন;
ভ্রষ্ট তা'রা, নষ্ট তা'রা
    কৃতিচলন নাই যা'দের,
সঙ্গতিশীল হয় না কৃষ্টি
    ধৃষ্টতাই সার তা'দের;
অলস-ইচ্ছা উন্মাদনা
    ভ্রান্ত-বুদ্ধি তা'দেরই হয়,
জয়কে তা'রা তুচ্ছ ভাবে
    সার্থকতাই পরাজয়;
ধন্য নয়কো, গণ্যও নয়
    নগণ্যতাই বুদ্ধি যা'র,
শ্রেয়কে তা'রা ভ্রান্ত বলে
    ক্লান্তি-বিবশ হয়ই সার;
শক্তিবিহীন অর্থবিহীন
    তোড়বাজিতে যুক্তিজাল,
র'চে তা'রা রটিয়ে পাকায়
    জঞ্জালেরই শরজাল;
নিজেকে নিজে ধন্য ভাবে
    অপগন্ড গর্ভস্রাব,
কৃতবিদ্য হওয়ায় ভাবে—
    এ-সব বাজে নষ্টভাব। ২২১।

ভাববৃত্তি-বিভবই তো
    সত্তাটারই সংগঠন,
নিষ্ঠা অটল তা'তেই যেমন
    কৃতি-কুশল সেও তেমন। ২২২।

নিষ্ঠাতে তোর ভাববৃত্তি
অটল হ'ল যেই যেমন,
দুনিয়াটার সংহতি তোর
আসতে লাগ্‌ল সেই তেমন। ২২৩।

ভাববৃত্তির স্থৈর্য্য-চলন
যেমনটি যা'র যত,
নিষ্ঠাদ্যুতি শ্রদ্ধাদীপন
কর্ম্মরতিও তত। ২২৪।

যে-বৃত্তিতে আছ তুমি
তদনুগ কর্ম্ম নিয়ে,
হ'চ্ছ কিন্তু তেমনি তুমি
তেমনতরই দক্ষ হ'য়ে। ২২৫।

ভাববৃত্তির নিয়োগ যেমন
কর্ম্মও হয় তেমনি,
তেমনতরই প্রতিষ্ঠা পায়
বাস্তবতায় যেমনি। ২২৬।

ভাববৃত্তি রঙিল হ'য়ে
যা'তে যেমন স্থিতি বাঁধে,
সে-মানুষটা তেমনতরই
সে-বিষয়টি তেমনি সাধে। ২২৭।

ইষ্টনেশায় কৃতি নিয়ে,
ঊর্জ্জী-তেজা ভাববৃত্তি,
চলায়-বলায় অটুট চলে
ভরদুনিয়ায় রেখে কীর্ত্তি,—

চরিত্রও তা'র তেমনি ফোটে
জোটেও তেমন পরিবেশ,
বিনয়দীপ্ত ব্যক্তিত্ব তা'র
জাগিয়ে তোলে সকল দেশ। ২২৮।

লোক তো তা'কেই দেবতা কয়
সেই ভাবেরই করে পূজা,—
ভাববৃত্তির সংবেদনায়
জ্ঞান যেথা রয় দক্ষতেজা। ২২৯।

আচার, ব্যাভার, ভক্তি, জ্ঞানের
সঙ্গতিটি যেথায় যেমন,
শ্রেয়ত্ব আর সম্বৃদ্ধিও
সেই মানুষে জানিস্ তেমন। ২৩০।

দয়ার যারা বাজে খরচ
ক'রে চলে নিত্যদিন,
বেতাল চলায় দয়া তা'দের
হ'য়েই থাকে ক্রমে ক্ষীণ;
নিষ্ঠানিপুণ কৃতি-চর্য্যায়
বোধ-বিবেকের অর্ঘ্য নিয়ে,
দয়ার পূজায় শিষ্ট যা'রা—
সম্বৃদ্ধই হয় দয়া পেয়ে। ২৩১।

স্বার্থলোলুপ চাহিদা কিন্তু
করেই খর্ব্ব জীবন-দম,
ইষ্টনিষ্ঠ ভক্তি-চর্য্যায়
করেই জীবন কৃতিক্ষম। ২৩২।

প্রিয়'র প্রতি নিষ্ঠা নিটোল
অদম্য যা'র ঊর্জ্জনা,
শ্রেয়চর্য্যাই ঈপ্সা যাহার
হয়ই যে তা'র বর্দ্ধনা। ২৩৩।

ওজঃ-দীপ্ত স্বতঃস্রোতা
ঊর্জ্জী-তেজা যে যেমন,
অনেক অগুণ গুণে এনে
জীবনও তা'র দাঁড়ায় তেমন। ২৩৪।

একটি গুণের উচ্ছলতা
বাক্য-ব্যাভার-সদাচারে,
বহু অগুণের বিনায়নে
সৎ-সুনিষ্ঠ করেই তা'রে। ২৩৫।

অসৎ লোভটি যা'দের সতেজ
বৃত্তিস্বার্থী যেমন হয়—
সৎ যা'রা ঐ ফাঁদে প'ড়ে
সেই চলনটিই বেছে লয়;
সৎ-প্রধান কি অসৎ-প্রধান
আচার-ব্যাভার-কাজে দেখো,
তেমনি ক'রে বুঝে-সুঝে
মানুষটিকে চিনে রেখো। ২৩৬।

খারাপ হ'তে চায় না কেউ
খারাপ ক'রেও ভালই চায়,
মন্দ ক'রেও ভাল'র তক্‌মায়
বাহাদুরি গেয়ে বেড়ায়। ২৩৭।

নিষ্ঠা যা'দের অটুট-নিষ্ঠ
যত মন্দই তা'রা হোক্,
সৎ-এর নিষ্ঠায় ভালই সে হয়
মন্দে বাড়ে অসৎ ঝোঁক্। ২৩৮।

ভর্ৎসনা যা'রা সইতে নারে
নিষ্ঠা তা'দের নয় পাকা,
ভাল'র খোলস প'রে তা'রা
ব্যক্তিত্বকে দেয় ঢাকা। ২৩৯।

যতই চতুর হও না তুমি
ভাল কাজে লাগালে তা',
চাতুর্য্য তখন ভালই করে
মঙ্গলই আনে বিজ্ঞতা। ২৪০।

শিষ্ট-অটুট আনুগত্য
নাইকো যাহার অন্তরে,
ব্যতিক্রম আর বিক্ষেপ কিন্তু
আছেই হৃদয়-কন্দরে। ২৪১।

দুষ্ট-দৃপ্ত অন্তঃকরণ
ভ্রষ্ট যা' তা'ই রাখে ধ'রে,
সুযোগমত সুবিধা পেলেই
কাজে তা' সে হাসিল করে। ২৪২।

বাস্তবে যা'র নাইকো মিল,
সঙ্গতি তা'র তেমনি ঢিল। ২৪৩।

বিপর্য্যয় আর ব্যতিক্রমের
স্বার্থ-লুব্ধ বিবেচনা,
ব্যক্তিত্বতে আনেই কত
ক্ষোভদৃপ্ত কী লাঞ্ছনা! ২৪৪।

নিষ্ঠানিপুণ নয়কো যা'রা
উত্তেজনায় যা'ই করুক,
স্বভাবে তা'দের নেই সঙ্গতি
শৃঙ্খলাহীন—যা'ই ধরুক। ২৪৫।

কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যাভার
বুদ্ধি-বিবেক, চাল-চলন,
যা'র হয় ভাল, হৃদয়গ্রাহী
বিভূতি হয় তা'র বলন। ২৪৬।

নিষ্ঠা-বিবেক-বিহীন যা'রা
চঞ্চল অন্তঃকরণ—
উলট্-পালট্ চাল-চলনে
চলেই অনুক্ষণ। ২৪৭।

অহং-মূঢ় যা'দের স্বভাব
বিনা চর্য্যায় চায় কর্ত্তা হ'তে,
কর্ত্তৃত্বটা বজায় রেখে
স্বার্থসেবায় চায় লাগাতে। ২৪৮।

ধৃতিহারা চর্য্যা যা'দের
কৃতিহারা হয়ই তা'রা,
ধাপ্পাবাজির কর্ত্তা-বুদ্ধি
উছল চলা করেই খোঁড়া। ২৪৯।

নিষ্ঠানিপুণ নয়কো যা'রা—
বিহীন কৃতি-উর্জ্জনা,
যা'ই করুক না অমন তা'রা
লাভ তা'দের হয় বঞ্চনা। ২৫০।

ধাপ্পাবাজির লোভানিতে
নিজেকে লুকিয়ে অন্য নামে
প্রবর্ত্তনা করে যা'রা—
গতিই তা'দের জাহান্নমে। ২৫১।

শোনা কথায় আস্থা ক'রে
কল্পনাতে যা'রাই দেখে,
ভাল কিংবা কুৎসিত অন্তর—
রকম দেখে বুঝো তা'কে। ২৫২।

সাধু-বিদ্বান্ যতই না হও
চলন-কৌশল বুঝলে না,
হৃদয়টাকে বিনিয়ে নিয়ে
ব্যবস্থা করতে পারলে না। ২৫৩।

সাধুবেশই যে শুদ্ধ হবে—
দর্শন, শ্রবণ, জ্ঞান-যোজন,
সব সময়ে সেটা যে ঠিক
ভাবিস্ নাকো তা' কখন। ২৫৪।

বস্তু-যুক্তি-ব্যবহারে,
দেখাশোনার মাধ্যমে,
সিদ্ধ-শুদ্ধ যে-জন যেমন
শিষ্টও তেমনি রকমে। ২৫৫।

ব্যতিক্রমী অশিষ্ট যে
উর্জ্জীতেজা যতই হো'ক—
যায় না কভু কোনদিনই
অশিষ্টতার অন্তর-ঝোঁক। ২৫৬।

বাঁচতে-বাঁড়তে চায় তো সবাই
বিকৃতি তা'দের যতই থাক্,
নীচকর্ম্মা নীচমনারই
উৎকর্ষতে রয় বিরাগ। ২৫৭।

কূটকচালি ধান্ধা নিয়ে
দিন যদি যায় তোর চ'লে,
বিশ্বাস-প্রীতির লাখ কথা তোর
ধ'রবে নাকো তোরে তুলে। ২৫৮।

ভাঁওতাবাজির রাহাজানি—
স্বার্থপোষার কায়দা নিয়ে
যতই চল,—উৎসর্জ্জনা
বইবে নাকো হৃদয় দিয়ে। ২৫৯।

মহৎ-প্রধান সাধু-সজ্জন
বুদ্ধ-ঈশা-শ্রীচৈতন্য—
শ্রদ্ধাহীনের কে ভগবান্
স্বার্থপোষার কায়দা ভিন্ন? ২৬০।

কেমনতর দেখবে তুমি—?
তোমার কাছে মন্দ ক'জন!
অন্যের নিন্দা করার স্বার্থে
কা'র তোষণ কর কেমন। ২৬১।

সততা যা'দের সহজ থাকে
নিন্দা কুড়িয়ে বেড়ায় না,
একের নিন্দা করতে গিয়ে
অন্যের সাধুত্ব বাড়ায় না। ২৬২।

স্বার্থনেশা কঠোর যা'দের
বুদ্ধি-বিবেক কুটিল হয়,
বেকুব-জটিল উৎসারণায়
শুভ যা' তা'র করেই ক্ষয়। ২৬৩।

স্বার্থসেবী মিথ্যুক যে
দুষ্ট-স্বভাব কুটিল প্রাণ,
জীবনতালের গতিই যে ঐ,—
আত্মস্বার্থ তা'র ভগবান্। ২৬৪।

গুণকর্ম্মের সুসম্মিতি
নিষ্পন্নতায় যেমনি হোক্,
আচার-ব্যবহার-চরিত্র নিয়ে
ব্যক্তিত্বে তা'র তেমনি ঝোঁক। ২৬৫।

অন্তরে কিসে কেমন দম
চ'ট্‌লে পরেই বোঝা যায়,
করণ-কারণ কোথায় কেমন
তা'তে আরো হয় প্রত্যয়;
যে-জন চট্‌লে যে-রূপ ধরে
অন্তরেও তা'র সেই অভিপ্রায়,
বুঝে-প'ড়ে কৃতি-চলায়
বেছে-গুছে নিবি তা'য়। ২৬৬।

আত্মম্ভরি অহঙ্কারী
যা'রাই থাকে এ দুনিয়ায়,—
ভাল করলেও মন্দই বোঝে
দুরদৃষ্টে রয় কি রেহাই? ২৬৭

চরিত্রটি নিস্ দেখে তুই
স্থিতিশীল কি চঞ্চল,
তেমনিভাবে বিনিয়ে নিয়ে
পারিস্—বাড়াস্ সতের বল। ২৬৮।

নিষ্ঠা যা'দের চঞ্চল হয়
ধূর্ত্ত-কুটিল হয় তা'রা,
বিশ্বস্তি তা'দের সাময়িক পাবি
চাঞ্চল্যেতে প্রায় সারা। ২৬৯।

ইষ্টনিষ্ঠ ভজনদীপ্ত
সেবাচর্য্যা অনুরাগ—
ধৃতিকৃতি স্বতঃস্রোতা—
ঐ চরিত্রই ঐশী যাগ। ২৭০।

লোকবর্দ্ধনী নিষ্ঠারতি
ধৃতিচর্য্যা প্রতি ঘটে,
বোধ-বিবেকে চলা-ফেরা
ভগবত্তা তা'তেই বটে। ২৭১।

অনাচার আর উচ্ছৃঙ্খলার
নিষ্ঠাহারা অনুচলন,
চরিত্রকে খর্ব্ব করে,
কমিয়ে চলে কৃতি-ধরণ। ২৭২।

অন্তরেতে কুৎসিত যা'রা
বুদ্ধিতে কূট খেলোয়াড়,
ব্যক্তিত্বটাই ভ্রষ্ট তা'দের
বেকুব, হিংস্র জানোয়ার। ২৭৩।

নিষ্ঠাবিহীন বাগ্‌বিলাসীর
আপ্তকথায় প্রত্যয় নাই,
প্রত্যয়হীন অভিনিবেশে
অর্থবোধের কোথায় ঠাঁই? ২৭৪।

অন্তঃস্থ পাপপ্রবৃত্তি
গুপ্ত থাকে ব্যক্তিত্বে যা'র,
ঠোকা পেলেই সজাগ হ'য়ে
প্রকাশ করে সম্পদ্ তা'র। ২৭৫।

অর্থস্বার্থী যা'রাই জানিস্
ইষ্টার্থী সে অটুট নয়,
বৃত্তি-খোরাক অগোছাল বুদ্ধি
তা'তেই তা'রা মত্ত রয়। ২৭৬।

নিষ্ঠাবিভব শিষ্ট ধারায়
ভাববৃত্তি সিক্ত যা'য়,
গরবও তা'র মিষ্টি হ'য়ে
উছল ক'রে তোলে সবায়। ২৭৭।

তোমার সাথে তুলনা ক'রে
কেটা কেমন দেখ দেখি,
ভজনদীপ্ত ধৃতিমুখর
আশে-পাশে কেউ আছে নাকি? ২৭৮।

জানে না কিন্তু অনেক বলে
অধঃপাতে তা'রাই চলে। ২৭৯।

ভজনদীপ্ত ধৃতিচর্য্যী
যা'রাই বেশী তোমার চেয়ে,
ভগবানও সজাগ সেথায়
গুণে-জ্ঞানে দীপ্ত হ'য়ে। ২৮০।

প্রবৃত্তি

সব হারালে তখন—
প্রেষ্ঠ-নেশায় নিষ্ঠাহারা
স্বার্থলোলুপ যখন। ১।

প্রবৃত্তি তোর যেমনতর
অন্তরও তোর তেমনি,
চলা-ফেরা-বলা-করা
হয়ই তাই তোর সেমনি। ২।

মায়ের ভাঁওতায় ছেলে পাতিয়ে
মত্ত যা'রা তা'ই নিয়ে,
কাম-ডাইনী ঐ আড়ালে
রুধির চোষে ছোঁ দিয়ে। ৩।

শ্রদ্ধা যদি নাই থাকে তোর
আনতিহীন জীবনতাল,
প্রবৃত্তিপর স্বার্থগৃধ্নু
অকৃতজ্ঞ তোর কপাল। ৪।

বলায়-করায় যা'ই ভাল তোর
কুপাণ্ডিত্যের মোহে ঘিরে,
করলি না তা' ভ্রান্ত-স্বার্থে
খাচ্ছিস্ লোপাট ঘুরে-ফিরে। ৫।

অসৎ-পথে চলা-বলা
অসৎ-করা দেখতে মজা,
এই ধরণটি মরণপন্থী
এটিই বুঝিস্ অসৎ-ভজা। ৬।

সৎকে যা'রা বিদায় দিয়ে
অসৎ পথে চলতে থাকে,
অসতে হয় সর্ব্বহারা
পড়েই নানা দুর্ব্বিপাকে। ৭।

প্রবৃত্তি যা'য় বৃদ্ধি পায়
নষ্ট করে প্রকৃতি,
তা'তেই মানুষ আল্‌সে বেহাল
চালকই তা'র দুষ্কৃতি। ৮।

ইচ্ছাস্রোতা প্রবৃত্তি তোর
চলবে যেমন যেই পথে,
সত্তা-সম্বেগ সেই তালেতে
চলবেই জানিস্ সেই সাথে। ৯।

কটুদৃষ্টি নিয়ে যদি
নিন্দা নিয়েই থাকিস্ মাতি',
প্রকৃতি কিন্তু দেবেই দেবে
নিখুঁতভাবে নিন্দাখ্যাতি। ১০।

প্রবৃত্তি-লুব্ধ হ'বি যতই
বোধও হবে তেমনি ক্ষীণ,
ইষ্টনিষ্ঠ অটুট চর্য্যায়
বাড়েই বুদ্ধি দিন-দিন। ১১।

শ্রেয়-বনামে অশ্রেয়কে
শ্রেয় ব'লে জাপ্‌টে ধরে,
প্রবৃত্তিরই দাউ-দহনী
তর্জ্জনা তা'য় নিকেশ করে। ১২।

স্বার্থ কিংবা অন্তর-বিক্ষেপ
নিষ্ঠাকে টলিয়ে দিয়ে,
বিপর্য্যয়ে চললেই বুঝিস্‌
ভঙ্গুর নিছক তা'রই হিয়ে। ১৩।

লোভই যা'র হয় ভাগ্যনিয়ন্তা
অর্থ, মান, যশ আর খ্যাতি,
ব্যক্তিত্ব-বিভা ডোবেই যে তা'র,
নষ্ট করে চর্য্যা-ধৃতি। ১৪।

লোভের স্বপন-বিহ্বল হ'য়ে
সঙ্ঘ-সমাজ টুকরো করে,
সর্ব্বনাশা এই স্বভাবটি
জাতি-সম্পদ্‌ মারেই মারে। ১৫।

বৃত্তি-তৃষ্ণ বেল্লিক যত
উচ্ছৃঙ্খলও তেমনি সে,
দুঃখ-ধোঁকা মন্দ চলন
সৌভাগ্যকে ক্রমেই নাশে। ১৬।

লোভের দায়ে লোলুপ হ'য়ে
তাঁ'কে ভাঙ্গিয়ে খাবে যত,
অধঃপাতের ধাপ ভেঙ্গে তুমি
প'ড়বে নীচে তেমনি তত। ১৭।

প্রবৃত্তিতে চুমুক দিয়ে
দ্রোহী ইষ্টপ্রাণ,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম যা'ই না করুক
নিরয়েই তা'র স্থান। ১৮।

হামবড়াইয়ের দম্ভ নিয়ে
অহং বেড়ায় গর্ব্ব ক'রে,
আশীর্ব্বাদের বর্ষা এলে
রোধেই ব্যর্থ দর্পভরে। ১৯।

যোনিযোগে ঢুকলে পাপ,
রোখাই কঠিন তাহার দাপ। ২০।

প্রবৃত্তি যা'র ঘৃণ্য
মানসিকতাও তা'র জঘন্য। ২১।

স্বার্থবান্ লোভের দায়ে
কুকাজ করে যা'রা,
ঐ পথেতেই স্বভাব গড়ে
হয়ই ছন্নছাড়া। ২২।

সৎ-আচার্য্যে ধাপ্পা দিয়ে
সিদ্ধি কি কেউ পায়?
লাখ গুরু সে করুক না কেন
জাহান্নমেই ধায়। ২৩।

যা' যা' তোমায় পেয়ে ব'সে
করায় তোমায় যেমন কাজ,
সেইটি জানিস্ গ্রহের লীলা
সু কিংবা কু তাহার সাজ। ২৪।

অভিমানে ভ্রান্তি আনে
আনে বিষাক্ত ব্যবহার,
মৈত্রীভাব বৃত্তিটারে
সেই বিষেতেই করে সাবাড়। ২৫।

খেলি কতই করলি কত
বিধির পথে চললি না,
বিধিহারা ব্যতিক্রমের
রেহাই পেতে পারলি না। ২৬।

মানুষে কি হয় রে প্রেম?
প্রেমই তো হয় টাকায়,
নইলে কেন ঘুরবে মানুষ
এমনতর ফাঁকায়? ২৭।

ধনের লোভে মন দিয়ে তোর
ইষ্টনেশায় পড়লো বাজ,
নিষ্ঠাহারা মক্ষিকা তোর
উন্নতিটির সারলো কাজ। ২৮।

গুরুর দায়ে দায়ী হ'লি না
দায়ী হ'লি তুই প্রবৃত্তির,
অনাসৃষ্টি হানলো বাধা
সুষ্ঠ সুখ-সঙ্গতির। ২৯।

মান-বড়াই আর অহঙ্কারের
আধিপত্য ল'য়ে,
শ্রেয়ের পথে চলবি কি তুই
অমন আতুর হ'য়ে? ৩০।

দুর্ম্মতি যেই ধরলো,
প্রেয়-নিদেশ অবজ্ঞাতে
দুর্ভোগে সে চললো। ৩১।

তোমার স্বার্থে দরদী পেলে
তা'র সাথে তোর বেজায় ভাব,
দ্বন্দ্ব তখন সেইখানেতে
খর্ব্ব যেথায় তোমার লাভ। ৩২।

স্বার্থসেবা উদাম যত
উজিয়ে চলার আকুল রাগ,
খতম হবে তেমনি জানিস্
খতম হবে দ্যোতন ফাগ। ৩৩।

কোপন স্বভাব রুখবি যত
দীপন দৃষ্টি রুখবে তোর,
কোন্ বেঘোরে পড়বি কখন
নিজেই হ'বি নিজের চোর। ৩৪।

লক্ষ কু-এর মহড়া দিয়ে
কাটাচ্ছ কাল—রাত্রদিন,
'ভগবানের নাইকো বিচার'—
তবুও বল,—এমনি হীন? ৩৫।

কাম-কল্লোলে কাটলো জীবন
তোমার কামনার কেউ কি তিনি?
লাখ কামনায় অঞ্জলি দাও
না চিনেও তাঁ'য় বলিস্—চিনি? ৩৬।

প্রবৃত্তিই তো প্রভাব আনে
সক্রিয় তা' যেমনি,
চর্য্যা-নিপুণ বর্দ্ধনাতে
সর্জ্জনাও তা'র তেমনি। ৩৭।

কুজাত ধনে মন যাহাদের
বৃত্তি-লোভী চাল-চলন,
নষ্ট তা'রা স্পষ্ট কথায়
স্বধর্ষিত তা'দের জীবন। ৩৮।

প্রবৃত্তিতে যা'র আঁট যেমন
ব্যক্তিত্বের বাঁধ যেমন যা'র,
স্বর্গ-নরক যা' হয় গতি
প্রাপ্তিও হয় তেমনি তা'র। ৩৯।

স্বার্থলোভে ঘুরিস্-ফিরিস্
বুক-ফুলানো গর্ব্ব নিয়ে,
ইষ্টার্থটা স্বার্থ নইলে
কী হবে সে গরব দিয়ে? ৪০।

অশ্লীল বা অশুভ যা'
লোলুপ তা'দের আকর্ষণ,
লোলুপ ক'রে নিঝুম টানে
অপলাপই করে বর্ষণ। ৪১।

অহঙ্কারের কাছে ধরা
দিস্ নে রে তোর ঊর্জ্জী কৃতি,
যা'তে তোমার বইবে জীবন
বইবে উছল তোমার ধৃতি। ৪২।

তোমার যেমন প্রয়োজন
সবার জেনো তেমনিতর,
দুইটা দিক্ না দেখে-শুনে
স্বার্থলোভে হোস্ না দড়। ৪৩।

ইষ্টনিষ্ঠ বৃত্তি থাকুক
ভাব চলুক তোর তেমনি ব'য়ে,
কর্ম্মে ফুটুক বাস্তবতায়
তদনুগ মূর্ত্তি নিয়ে। ৪৪।

বৃত্তি-রঙ্গিল যেমন হবে
ভাবও চলবে সেই পথে,
কর্ম্মও হবে তেমনতর
পাবিও ফল সেই মতে। ৪৫।

চাহিদাটা যেমনতর
সেইতো বৃত্তি অন্তরে,
ভাব-অনুগ কর্ম্ম আসে
বাস্তবেও সে তা'ই করে। ৪৬।

প্রবৃত্তিগুলির নিয়ন্ত্রণেই
স্ব-টি তোমার উঠছে ফুটে,
প্রবৃত্তি অধীন যতই হবে
স্ব-টি তোমার নেবেই লুটে। ৪৭।

চিত্তবৃত্তির হয়ই নিরোধ
যুক্ত হ'লে গুরুর সাথে,
বৃত্তির ঘোর যতই ভাঙ্গে
ধী-ও গজায় ততই মাথে। ৪৮।

শ্রেয়র থাকায়, চলায়, বলায়
    মনের নানা অবস্থায়,
নিয়ন্ত্রণশীল অনুচর্য্যা
    না করলে কি বোধ গজায়? ৪৯।

ভয় কিন্তু অন্তঃস্থ ভাব
    লুকিয়ে থাকে, যায় না,
ইষ্ট-ভাবীর হ'লে ভাবুক
    কুভাবটি স্থান পায় না। ৫০।

ধরণ-ধারণ যেমন তোমার
    সু ও কু-এর তালে চলে,
গ্রহও তোমার তেমনতরই
    সু ও কু-এ তেমনি ফলে। ৫১।

নিজের স্বার্থ ব্যর্থ হয় হোক্
    ইষ্টার্থটি বেশ বুঝে নিস্,
চারু-চর্য্যায় সুব্যবস্থায়
    সেগুলিকে সমাধা নিস্;
ঐ পথে তোর স্বার্থগুলি
    বাড়বে দেখিস্ সেজেগুজে,
আসবে তোমার সত্তাতে তা'
    সুসমীচীন দক্ষ বুঝে। ৫২।

লোভ আছে যা'র যে-জিনিসে
    তা'র প্রীতিও থাকে তা'তে,
তা'রই চর্য্যায় প্রীতি আসে
    লোভ আছে যা'র যা'তে। ৫৩।

ইষ্টনিষ্ঠ ভাববৃত্তির
উল্টো গেলেই মন,
হোক না যা' তা'
ইষ্টার্থেতেই করবি নিয়োজন। ৫৪।

তা' ক'রো না, যা'তে তোমার
ইষ্টনিষ্ঠা যায় ক'মে,
সেটি হ'লে জেনে রাখিস্
বর্দ্ধনা তোর যাবে দ'মে। ৫৫।

চিন্তা-চলন যেমনই হো'ক
সাজিয়ে নিও এমন ভাবে,
সঙ্গতিরই তালে-তালে
ইষ্টার্থ যা'য় জেগেই রবে। ৫৬।

মন্দ মনে আসে আসুক
আমল দিস্ নে তা'র,
ভাল কিছু এলেই মনে
ক'রবি তা'র সুসার। ৫৭।

ঘোঁট-পাকানো মনটা যে তোর
বৃত্তি-ঘণ্টে হোস্ নাকাল,
শ্রেয়োনিষ্ঠ হ' ওরে তুই
তা'তেই যা' সব কর্ সামাল। ৫৮।

বেপরোয়া চলিস্ যদি
চল্ না ও-তুই তাও ভাল,
ইষ্টনিষ্ঠ পরোয়া রেখে
দূর ক'রে দে সব কালো। ৫৯।

সব প্রবৃত্তি সুস্থ থাকুক
 শক্ত-সবল কাজের বেলায়,
ইষ্ট-নিষ্ঠ প্রকৃষ্ট হোক
 তৎপর হোক তা' তাঁ'রই সেবায়। ৬০।

আচার্য্য-চর্য্যা অটুট থাকুক
 হর্ষণারই উৎসবে,
যা'ক চ'লে যা'ক তমস্ দূরে
 প্রাজ্ঞ-ধৃতির উদ্‌ভবে। ৬১।

প্রবৃত্তিকে দিস্ নে বলি
 দে বলি তা' ইষ্ট-পূজায়,
জীবন-বৃদ্ধি স্বস্তি পাবে
 রেহাই পাবে মূর্খ মরায়। ৬২।

প্রবৃত্তি সব সংযমে রাখ্
 কু যেটা তা'র ধারিস নে ধার,
সংযত প্রবৃত্তির সুব্যবহারে
 উৎসারণা পাবি অপার। ৬৩।

অসৎ-নিরোধ

অসৎকে তুই জেনে রাখিস্
বুঝে-সুঝে তা'র অনুচলন,
হেলায় নিরোধ ক'রে তা'রে
করিস্ সতের অনুসরণ। ১।

ওরে বলি, শোন্ আবার তুই
ইষ্ট-আপদ্ যা'ই না হোক,
ঊর্জ্জী তেজে প্রাণ দিয়েও তা'
থাকেই যেন রোখার ঝোঁক। ২।

ইষ্টার্থটির শত্রু পেলেই
ঊর্জ্জী তেজে পরাক্রমে,
ধরবি ক'ষে, আনবি বশে
করবি নিপাত সকল ভ্রমে। ৩।

বাঘনখে তুই অত্যাচারের
ছিঁড়ে-কুড়ে মর্ম্মখানা,
পুরুষত্বের পূরণ-বিভায়
সব-হৃদয়ে দিবিই হানা। ৪।

ঊর্জ্জীতেজা দক্ষ তালে
ওজোদীপ্ত সুবোধনায়,
আচার্য্যেরই আপদ্-বিপদ্
ঝেঁটিয়ে তাড়া সুব্যবস্থায়। ৫।

অহঙ্কারে ধাক্কা দিয়ে
শুধ্‌রে দেওয়া বড়ই কঠিন,
প্রীতির নিপুণ নিয়ন্ত্রণে
সহজই হয় তা' দিন-দিন। ৬।

বিক্রমে হও বীর্য্যবান্
করতে অসৎ-নিরোধ,
সব যা'-কিছু খতিয়ে দেখে
বাড়াও ধৃতির বোধ। ৭।

বিক্রমেতে বিশাল হ'বি
অসতেরে করবি সৎ,
পরিচর্য্যায় স্পর্শি' হৃদয়
ধরাবি তা'য় সতের পথ। ৮।

প্রীতির খাতির ক'রে কা'রো
অসৎ-বুদ্ধির দিস্ না লাই,
চলবে কৃতি জাহান্নমে
অসৎ কিন্তু পাবেই ঠাঁই। ৯।

ধৃতিচর্য্যা নিয়ে চল
দৃপ্ত-সুষ্ঠু নজর রেখে,
রুদ্ধ কর অসৎ যা' সব
বাস্তবেতে শুনে-দেখে। ১০।

সৎ-চলনায় নজর রেখো
অসৎ যা' সব ক'রো রোধ,
অন্তরেতে সজাগ রেখে
ধৃতি-চলনার শুভ বোধ। ১১।

উর্জ্জী নেশায় টগ্‌ব'গে চল্‌
নিরোধ ক'রে অসৎ যা',
বোধবৃত্তি আঁকড়ে ধ'রে
দূর ক'রে দে মলিনতা। ১২।

শঠেরে নিরস্ত ক'রো
খল প্রতিদানে—
চাণক্যের নীতিবাক্য
বহুজন জানে,
এই শুধু নহে শেষ—
বিজ্ঞ-নিরোধনে,
ধৃতিচর্য্যা জাগাইও
তা'র দুষ্ট মনে। ১৩।

সৎকে করবি সম্বর্দ্ধনা
সেবাচর্য্যী নন্দনায়,
অসৎ যা' তা'র করবি নিরোধ
বজ্রগভীর উর্জ্জনায়। ১৪।

যে-জীবনে যেটুকু সৎ
উস্‌কে তুলিস্‌ বর্দ্ধনায়,
অসৎ যা' তা'র খতম করিস্‌
দক্ষচতুর মার্জ্জনায়। ১৫।

মিষ্টি কথা, তীক্ষ্ণ বোধ
সেই ব্যবহারেই অসৎরোধ। ১৬।

অসৎ-নিরোধ-বৃত্তি রাখিস্‌
প্রস্তুত তর্‌তরে,
সৎ-চলনে থাকবি সাবুদ
বিমল ঝর্‌ঝরে। ১৭।

সদ্-ব্যাভারই জীবনীয় হয়
    কূট-কুশলী যতই হো'ক,
অসৎ যা' সব নিরোধ ক'রে
    তোল্ বাড়িয়ে সতের ঝোঁক। ১৮।

চোর-জুয়াচোর নষ্টবুদ্ধি
    সাবধান থাকিস্ তা'দের হ'তে,
সজাগ থাকিস্, সজাগ রাখিস্
    না হয় আপদ কোনমতে। ১৯।

অসৎ জনায় দুষ্ট ব'লে
    করিস্ যদি অভিহিত,
কিছুতেই তা'র হিত হবে না
    অসৎ-ভরা রইবে চিত;
সৎ কথা বল্ ঐ অসতে
    সৎ কর্ম্মে কর্ নিয়োজন,
কৃতিমুখর আপ্রাণতায়
    করলে হবে পরিবর্ত্তন। ২০।

দুষ্ট যাহা, নষ্ট যাহা
    বিষাক্ত যা' জীবনে তোর,
এড়িয়ে চ'লে কায়দায় এনে
    থাক্ বেঁচে তুই জীবন-ভোর। ২১।

মরণ-তরণ যা' পাবি তুই
    নিজে ক'রে এস্তামাল,
সর্ব্বনাশা যা'-কিছু সব
    ফেল্ ক'রে তুই পয়মাল। ২২।

কু-এর স্বার্থে মাঙ্‌লে দয়া
কু-এই চ'লল জীবন-স্রোত,
ইষ্টনেশায় রুখ্‌লি না তা'য়
রুখ্‌বে কে তোর বৃত্তি-সোঁত। ২৩।

জীবন-ধ্বংসী অশুভ যা'
ফেউ-এর মতন পিছু ধায়,
নিরোধ ক'রে সে-সবগুলি
জীবন-চলার কর্ উপায়। ২৪।

বাঁচা-বাড়ার সংস্কারের
বিরুদ্ধেতে যা'-ই দাঁড়াক্—
তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে,
জীবনচর্য্যা বাঁচিয়ে রাখ্। ২৫।

অসৎ চেনো, সৎকে জান,
সত্তাপোষক হ'য়ে চল,
অসৎ-নিরোধ সত্তাপোষণ
সার্থকতায় হও উছল। ২৬।

জীবনটাকে আগ্‌লে ধ'রে
মরণ যা' তা' কর্‌রে দূর,
তাথৈ তালে সৎ-নাচনে
তাড়িয়ে দে সব পাপের হুর। ২৭।

অসৎটাকেও জানিস্ রেখে
বাস্তবতায় দেখে-শুনে,
সৎপথেতে চ'লবি সদা
ধৃতিমুখর সেবার টানে। ২৮।

অসৎ যা' তা'য় জানবি এমন
বেশ ক'রে তুই বুঝে-শুনে,
অসৎ-বাগে যা'য় না পড়িস্
ঘাব্‌ড়ে না যাস্ নিরোধ-টানে। ২৯।

দোষগুলি সব আড়াল রেখে
মিষ্টি নিরোধ যত পারিস্,
তেমনি ক'রেই চলা-ফেরায়
জুটবে আপদ্ কমই জানিস্। ৩০।

অসূয়া ও নিন্দা-কথায়
হোস্ না রঙিল জীবন-চলায়—
বাস্তবতায় বুঝবি যেমন
চলিস্ তেমনি চিন্তা-চলায়। ৩১।

সঞ্চারণা এমনি করিস্
যুক্ত চারু ভাব-দীপনায়—
জীবনে সে ভুলতে নারে,
ভোলেই যেন ভুলে যাওয়ায়। ৩২।

দুষ্য কথা যা'র যা' থাকুক
মুখের পাশে আনবি নে,
দুষ্যটাকে নিরোধ করিস্,—
পারিস্ তো তা'য় ছাড়বি নে। ৩৩।

ভ্রষ্টতারণ আগ্রহটা
সাত্বতীরই অবদান,
নষ্টে-ভ্রষ্টে প্রীতিচর্য্যায়
যেমন পারিস্ করিস্ ত্রাণ। ৩৪।

অসৎকে সৎ করতে গিয়ে
সৎকে পাপে ডুবাস্ নে,
অসৎকে সৎ করাই পুণ্য
সৎকে খতম করিস্ নে। ৩৫।

সত্য বলে, মিথ্যে বলে
কী স্বার্থেতে অমন কয়,
খুঁজে-পেতে বুঝে রাখিস্
কেনই বা তা'র অমন হয়। ৩৬।

কেন মানুষ কী যে করে
খুঁজে-পেতে দেখিস্ বুঝে,
তেমনি ক'রে তা' নিয়ন্ত্রণ
করিস্ সেটা সেমনি সুঝে। ৩৭।

স্বার্থভরা ভাববিভূতি
হাতিয়ে করবি নিয়ন্ত্রণ,
অনুরাগটি যেমন বাড়ে
তেমনই তো বিবর্ত্তন। ৩৮।

সত্তা যেমন আগ্রহশীল
ভাববৃত্তির উচ্ছলায়,
সত্তাবিভা—অসৎ-নিরোধ
আসেও তেমনি ক্ষমতায়। ৩৯।

অসৎকে তুমি নিয়ে চললে
নিজের সহিত পরিবেশ,
সংক্রামিত হ'য়ে উঠবে
পাবে কত দুঃখ-ক্লেশ। ৪০।

কৃতি-চর্য্যায় ধৃতিকে সাধ্
অসৎ-বাধাকে রাখিস্ তাজা,
কৃতার্থে বুক উপ্‌চে উঠুক
প্রীতির সজ্জায় হৃদয় সাজা। ৪১।

গরম হ'বি কোথায়?—
অসৎ-নিরোধ সন্দীপনা
দুর্ব্বিনীত যেথায়। ৪২।

অশুভ আর অসৎ যেটা
জীবনের তা'ই ক্ষতি আনে,
মানুষকে তা' সাবাড় ক'রে
যায়ই নিয়ে তল্‌ছা টানে। ৪৩।

অসৎ-নিরোধ করবি যেথায়
শক্ত হ'বি হৃদয় নিয়ে,
মানুষটাকে করিস্ তাজা
অশুভকে তাড়িয়ে দিয়ে। ৪৪।

অত্যাচারকে করিস্ দমন
অত্যাচারীকে দীপ্ত ক'রে,
পেলব প্রীতি মাখিয়ে তা'কে
পারিস্ যদি তুলিস্ ধ'রে। ৪৫।

পাপীর প্রতি অনুকম্পী
আদরভরা আপ্যায়নে,
পুড়িয়ে ফেলিস্ যা'-কিছু পাপ
অনুতাপের তপ-তাপনে। ৪৬।

সৎ-এর ধূয়োয় অসৎ সেধে
বাঁচা-বাড়ার ধ্বংস আনে,
অসৎ তাহার ক্রমে বেড়ে
বাঁচা-বাড়ায় আঘাত হানে। ৪৭।

পোষক কিংবা প্রিয়ের প্রতি
করলে মলিন কটাক্ষপাত,
শুনে যে-জন না দেয় জবাব
প্রিয়পোষী নয় সে নেহাত। ৪৮।

তূর্য্যতানে বিবেক-বুদ্ধি
সব যা'-কিছুর ব্যবস্থায়,
অসৎ-নিরোধ ক'রে তড়িৎ
আনিস্ নিরেট বন্ধুতায়। ৪৯।

বিধি

বিধি হ'লো তা'ই—
যে-আচারে সুস্থ জীবন,
থাকে না বালাই। ১।

বিধি ততই বদ্‌লালো—
প্রকৃতির কৃতি-করণ
যেথায় যেমন পাল্টালো। ২।

পেতেই যদি চাও—
যা' হ'তে তুমি চা'চ্ছ পেতে
তৃপ্তি ঢেলে দাও। ৩।

প্রাপ্তিই যদি চাও,—
আপন হ'য়ে আপন ক'রে
তৃপ্তি প্রাণে পাও। ৪।

যে-চাহিদায় যেমন চলন
পাওয়াতেও আসে তেমনি বলন। ৫।

যেমন হবে কৃতি
পাবেও তেমনি মতি। ৬।

যা'কে যেমন মানবে
তা'কে তেমন জানবে। ৭।

আস্থা, কৌশল, চাপ,
তিনই বলের মাপ। ৮।

অগুণ যত বেড়ে চলে,
দরিদ্রতাও ততই ফোলে। ৯।

ভাবের অভাব যেই হ'লো,
অনটনও সেই এলো। ১০।

ভালই কর, মন্দই কর
যে-বিধিতে চ'লে,
তেমনতর ভাল-মন্দ
সেই চলনে ফলে। ১১।

মন্দবুদ্ধি হ'টবে যত
সৎবোধনাও বাড়বে তত। ১২।

কোষ্ঠী ফলে ক'রলে,
ধর্ম্ম ফলে ধ'রলে। ১৩।

মান না দিয়ে মান পেতে চায়
অপমানই তা'র পিছে ধায়। ১৪।

না ক'রেও যে মজুরী খায়,
চৌর্য্য-দোষে তা'রে পায়। ১৫।

অপ্রত্যাশায় যেমন দান
দাতাও তেমনি পান প্রতিদান। ১৬।

চল্‌তি পথে বাধা কিছু
আনেই বিপদ প্রায়-ই পিছু। ১৭।

দেখবি-শুনবি চলবি-ফিরবি
যেখানে যেমন সাজে,
কথায়-কাজে মিল নাই যা'র—
সেটা কিন্তু বাজে। ১৮।

কথায়-কাজে মিল যেখানে
রকমারি বিচরণে,
সেটাই কিন্তু বাস্তবতায়
আসে বেশী নিদর্শনে। ১৯।

মনের হিসাব বোধের সাড়া
চলনায় যা'দের সমান গতি,
চিন্তা-ভাবে প্রয়োজনে
একই যেমন, তেমনি রতি। ২০।

বাস্তবেতে যেমন হবে
বিভবও হবে তেমনি,
ঐশ্বর্য্যের সাথে আধিপত্য এসে
ক'রবে তোমায় সেমনি। ২১।

দূরদর্শী সুচলনে
আপদ্-বিপদ্ কমই হয়,
করণীয় সিদ্ধ হ'য়ে
বিভূতিতে দীপ্ত রয়। ২২।

সব বিষয়ে অনুকম্পী
আগ্রহদীপ্ত আবেগ নইলে,
জানাই বল, শোনাই বল,
বোধ-বিপর্য্যয় ফলেই ফলে। ২৩।

বিপর্য্যস্ত যে-ধারণা
বিপর্য্যয় তা' টেনেই আনে,
ধরণ-ধারণ ঠিক রাখিস্ তাই
নইলে থাকবি ভ্রান্ত মনে। ২৪।

ভাব দিয়ে হয় কথার দাম
প্রয়োজনে কড়ি,
চোখের নেশায় কালো-কুৎসিত
হ'য়ে ওঠে পরী;
ভাববৃত্তি যেমন কৃতী
যেমন চলায় যেমন থাকে,
চলায়-বলায় ব্যক্তিত্বকে
ঘুরিয়ে নেয় সে তেমন পাকে;
ধরলি ভাবে যেমনটি যা'
চলনও হবে তেমনি,
ভাল-মন্দ যা'ই হোক না
চলবিও জানিস্ সেমনি;
ভাবটি তোমার অন্তরজোড়া
যেমনতর চ'লবে নেশায়,
চলন-বলন-ফলন তোমার
হবেও কিন্তু তেমনি দিশায়। ২৫।

দেওয়া-থোওয়া অনুচর্য্যায়
ভাববৃত্তি অটুট হয়,
নেওয়ায় কিন্তু বৃত্তি-সেবায়
হয়ই ছিন্ন, পায়ই লয়। ২৬।

লক্ষ্মীদেবীর তিরস্কারেও
　　শুদ্ধিপথে যে-জন চলে,
সিদ্ধি আসে দীপ্ত প্রভায়
　　ঐশ্বর্য্য তা'র স্বতঃই ফলে;
ইষ্টানুগ সক্রিয়তার
　　উদাম চলা থামলো যেই,
লজ্জাশীলা ভাগ্যদেবী
　　হাত গুটিয়ে বস্‌লো সেই;
যেমনতর আগ্রহ তোর
　　কৃতি-অনুরাগে,
ভাগ্যদেবী তেমনি ক'রে
　　অন্তরে তোর জাগে। ২৭।

শ্রেয়-বন্দনার নন্দনাতে
　　নন্দিত হয় পরিবেশ,
ধৃতি-কৃতি-চর্য্যা সহ
　　ব্যক্তিত্বেরও হয় উন্মেষ। ২৮।

বলি একটা আসল কথা—
　　শ্রেষ্ঠনিষ্ঠ চর্য্যারতি,
সেটার গোড়া কাটা গেলেই
　　কাটা যাবে সব নিরতি। ২৯।

স্বার্থ লাগি' প্রণয়ের ভান
　　সর্ব্বনাশে টানে,
নিষ্ঠাপ্রতুল প্রেষ্ঠচর্য্যা
　　লক্ষ্মী ঘরে আনে। ৩০।

চেষ্টা যা'দের নিষ্ঠা-আলোকে
দৃষ্টি দিয়েই চলতে চায়,
ব্যতিক্রম-দুষ্টি তা'দের
রুখতে নারে কৃতি-চলায়। ৩১।

সুকৃতিসহ পুণ্য যখন
দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়,
ত্রাসত্রস্ত পায়ই সে-দেশ
সঙ্কটে বিলয়। ৩২।

কৃতি যখন ধৃতিরই স্থাপক
প্রীতিসুন্দর বাস্তবে,
সত্য তখন শান্তিসহ
সেথায় শুধু সম্ভবে। ৩৩।

ক'রেছ কী, হবেই বা কী
যা' ক'রেছ হ'য়েছ,
সুখ-সুবিধা অসুখ-বিসুখ
তেমনতরই পেয়েছ। ৩৪।

অন্তরেতে বিদ্ধ হ'য়ে
কৃতিকুশল সিদ্ধ যোগে,
যেমনতর যা'ই হয়েছ
পাচ্ছ কিন্তু তেমনি ভোগে। ৩৫।

অন্তর-বিদ্ধ যে-ভাব হ'ল
ফুটলো কাজে-কর্ম্মে,
তা'তেই যে তুই সিদ্ধ হ'লি
এলো জীবন-ধর্ম্মে। ৩৬।

চেষ্টা-যত্ন যেমন তোমার
    মানসগতি যেমনতর,
কৃতিমুখর যা'তে তুমি—
    হওয়া-পাওয়াও তেমনতর। ৩৭।

দাবীর তোড়ে জোর-জবরে
    করেই বিরোধ সৃষ্টি—
কৃতিচর্য্যী অনুকম্পায়
    হয়ই সোহাগ বৃষ্টি। ৩৮।

লোভের দায়ে পড়ে পায়ে
    কৃতিদীপ্তি নাই কোনো,
নরকও তা'দের উপেক্ষা করে
    এমনি বিবশ, ঠিক জেনো। ৩৯।

ভক্তি বনাম আসক্তিতে
    চ'লবে ক'রবে যেমন পথে,
ফলও আসবে তেমনতরই
    তেমনতর অবস্থাতে। ৪০।

ধরা বিনা করা কি হয়—
    করা ছাড়া পায় কোথা?
ধরা-করা-বিহীন পাওয়া
    সে-পাওয়ায় নাই সার্থকতা;
করার পথেই হওয়া থাকে
    থাকলে কৃতি-নেশা অঢেল,
উচ্ছলাতে উথ্‌লে ওঠে
    হয় না অবসাদে ঘায়েল। ৪১।

সুপ্তিই যদি দীপ্তি হয়
ধৃতি তবে কোথায়?
কৃতির সেবা না করিস্ তো
বৃদ্ধি যাবে বৃথায়। ৪২।

সুব্যাভারে শুদ্ধ অন্তর
চর্য্যায় তৃপ্তি হয় মনের,
সৎ-আচারে ধৃতি বাড়ে
তপে শক্তি বাড়ে প্রাণের। ৪৩।

যে-ওজতে জন্ম তোমার
প্রকৃতিতে তা' থাকেই থাকে,
নিষ্ঠা-চেষ্টা-যত্ন-তপে
শুভর পথে বাড়াও তা'কে। ৪৪।

রণন যেমন বস্তু মতন
নানান ধাঁজে বর্ণিত হয়,
রেত-রণনও তেমনতরই
রজকে তেমনি উচ্ছলয়। ৪৫।

স্বার্থ-স্বার্থ সবাই করে,
স্বার্থসেবা সবাই চায়,
স্বার্থের স্বার্থ নষ্ট ক'রে
আপন স্বার্থ টেঁকার নয়। ৪৬।

পরের স্বার্থ নষ্ট করাই
তোমার স্বার্থ পায়ে ডলা,—
যা'দের স্বার্থসেবায় হ'ল

অর্থান্বিত তোমার চলা;
পরের ক্ষতি ক'রে কেন
নিজের ক্ষতি আন্‌বি ডেকে?
বান্ধবতার চর্য্যা নিয়ে
প্রীতির সোহাগ আন্‌রে হেঁকে;
আত্মস্বার্থ করতে সিদ্ধ
লোককে বেঁধে কাঠগড়ায়
যা'রাই চলে, ধরলে তা'দের
দুঃখ ফেরে পায়-পায়;
স্বার্থসিদ্ধির প্রীতি তোমার
স্বার্থ লাগি' সব পার',
স্বার্থই যদি অর্থ হ'লো
পরার্থ-ধার কী ধার'?
পরার্থ যদি স্বার্থ হ'তো
স্বার্থ পেতো সলীল গতি,
বিভব তোমার বিভূতি হ'য়ে
রাখতো সতে অটুট মতি। ৪৭।

কষ্ট দিয়ে কা'কেও কিন্তু
হয় না কা'রও শ্রেয়োলাভ,
কষ্ট দিয়ে কষ্টই পায়
সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ে বিলাপ। ৪৮।

ফাঁকি দিয়ে আনন্দ যা'র
দুঃখ দিয়েই তৃপ্তি,
আপ্‌সোসের অন্তর নিয়ে
শুভচর্য্যায় তা'র ইতি। ৪৯।

অবস্থা ও রকম দেখে
চাহিদা দেখে অন্তরের,
চলিস্‌ও তুই যেমনি চালে
ফলও পাবি সেই তালের। ৫০।

জানার ধাপে উঠবি যত
সহজ হবে ততই চলা,
সহজ হবে চলন-ফেরন
সহজ হবে বুঝ-বলা। ৫১।

সংশুদ্ধ হ' নিজে আগে
অন্যেও কর্ তেমনি,
পারস্পরিক অনুকম্পা
ফলও দেবে সেমনি। ৫২।

দিগ্‌বলয়টা যেমনতর
তোমার কাছে দেখ্‌ছ যা'—
বলয় থাকলেও অন্যের কাছে
তেমনতর হয়তো না। ৫৩।

ভাবিস্ নে সব সমান হবে
সমান বুদ্ধিমান,
জন্ম-কর্ম্ম যেমন হবে
তেমনি তো আধান। ৫৪।

বিষয়টাকেও ক'রলি বিলীন
কৃতজ্ঞতাও দিলি বিদায়,
গরব-চলায় চ'লতে গিয়ে
হারালি যে চলার উপায়। ৫৫।

অসতের ভেতর থাক যদি
অসৎ হ'য়েই উঠবে,
সতের কাছে অসৎ গেলে
সৎ-পোষণাই জুটবে। ৫৬।

মামার বাড়ী উদাম ঝোঁক
লঙ্ঘি' বাপে, খুড়ো-জ্যাঠায়,
পরিণামে বিচ্ছিন্নতায়
ঋদ্ধি যা' তা' আপনি হারায়। ৫৭।

শ্বশুরবাড়ীর ন্যাওটা হ'য়ে
যে ছেলেরা চলে,
দেখতে পাবে অচিরেতে
অধঃপাতেই ঢলে। ৫৮।

বিপাক আসে কিসে?
যেখানে যেমন চলতে হবে
হারালে তা'র দিশে। ৫৯।

প্রকৃতির যে অনুশাসন
ছিঁড়েকুড়ে, না মেনে তা',
করবি যেটা তাইতে বিপদ্
র'বে না তা'য় সার্থকতা। ৬০।

ইষ্টার্ঘ্যটি গায়েব ক'রে
ধরলি রে তুই যেমন চলন,
বুঝিস্ না কি ঐটি ধ'রে
ব্যাধের মত আসছে শমন?

ইষ্টে বিশ্বাসঘাতী হ'লে
দগ্ধ-বেচাল জীবনখান,
আপদ্‌ভরা দাউ-দহনে
খাক্ হয়ই সে ধৃষ্টপ্রাণ। ৬১।

পয়সা নিয়ে ইষ্টসেবা
পালন করতে পরিবার,
বোধবিদ্যা নিকাশেই ধায়,
ব্যর্থ জীবন হয়ই তা'র। ৬২।

স্বার্থপোষণ যা'কে দিয়ে
তা'র পোষণে নাই রতি যা'র,
আকাশ ফুঁড়ে দেবতা এলেও
রাখ্‌তে নারে জানিস্ তা'র;
খাচ্ছ যাহার, নিচ্ছ যাহার
যা' হ'তে তোমার বর্দ্ধনা,
চর্য্যাতে তা'র মুহ্য হ'লে
থাকবে কোথায় রক্ষণা?
সে-গাছ কভু আর পাবে না
গোড়া কেটে যা'র খাচ্ছ ফল,
পাওয়ার আশা পড়ল ভাটায়
আর কি হবে উজান জল? ৬৩।

আইন-কানুন নীতি-নিষেধ
যাহাই কিছু বল না,
সত্তাধৃতি যা'য় না আনে
বর্দ্ধনাও তা'য় আসে না। ৬৪।

মিথ্যা কিংবা সত্তাখৰ্ব্বী
আবৃত্তি নিয়ে থাক যদি,
পেয়ে বসবে সেটাও তোমায়
ক্ষয় নিয়েই তো নিরবধি;
বর্দ্ধনায় যে খৰ্ব্ব করে
আসলেও সে যায় নেমে,
শক্তি তা'দের অবশ, অলস
উদ্দীপনা যায় থেমে। ৬৫।

কাল নিয়ন্তা দেখবি যেথায়
ব্যতিক্রমদুষ্ট উন্নতি,
সম্বোধনাবিহীন চৰ্য্যা—
দুঃস্থিতিই হয় পরিণতি। ৬৬।

দোষ ও ক্রটির গান গেয়ে তুই
লোকের হৃদয় ভাঙ্গিস্ না,
হাল-হামেশা করলে এমন
অনুকম্পা পাবি না। ৬৭।

সন্দেহশীল মনটি নিয়ে
চিন্তা-চলন আরো কথা,
আঁচা তোমার হবে না ঠিক
হবে ব্যাহত, হবে বৃথা। ৬৮।

ব্যতিক্রমদুষ্ট মন নিয়ে যা'রা
সাত্বত সংস্কার ভাঙ্গে,
সন্তান-সন্ততিও তেমনি ক'রে
তা'দের রঙেই রঙে। ৬৯।

তোমার সত্তা আহত যেথায়
অন্যেও তা'তে আহত হয়,
সত্তা-হনন অনাচারে
পদে-পদেই কিন্তু ভয়। ৭০।

অলস করায় ব'সে পাওয়ায়
অজ্ঞ-স্থবির বাচক জ্ঞানী,
অপটুত্বে সর্ব্বস্বান্ত
হ'য়ে ওঠে ভাগ্যধ্যানী। ৭১।

হাওয়াবাজি কল্পনাতে
নিশ্চয় ক'রে ধরবি যা'য়,
দুঃখ ছাড়া পাবি নাকো,
বাস্তবে তা'র ঠাঁই কোথায়? ৭২।

ভ্রান্তি জানিস্ ক্লান্তি আনে
ক্রান্তি হারায় নিঝুম হ'য়ে,
দৃষ্টি-আলোক শিষ্ট-পথে
যায় না কিন্তু সহজ ব'য়ে। ৭৩।

নষ্টামি আর পাগলা চালে
চলবি যতই নিত্যদিন,
খর্ব্ব হ'বি, দীর্ণ হ'বি
ক্রমে-ক্রমেই হ'বি হীন। ৭৪।

বাহাদুরির বহন নিয়ে
থাকলে মেতে নিত্যদিন,
জ্ঞান-গবেষণ মুহ্য হবে
ব্যক্তিত্বটাও হবে ক্ষীণ। ৭৫।

শুধু সাহায্যে যতই চলবে
ততই হবে অপটু,
পারার শক্তি পয়মাল হবে
জীবনটাও হবে কটু। ৭৬।

'না' যা'তে হয় সেই চলনে
চললে কি আর হওয়ায় পাবে?
না-এর সাথে সব যা'-কিছু
কোথায় কখন ভেসে যাবে। ৭৭।

অদৃষ্টেরই অন্তরালে ভাববৃত্তিদ্যুতি
ব্যক্তি-ধীকে নাচায় যেমন তালে,
তেমনি নাচে ভর-দুনিয়া
চলে তেমনি চালে। ৭৮।

ধাপ্পাবাজি, জুয়াচুরি
অসৎ পথে চলবি যত,
অদৃষ্ট তোর ভাগ্যদেবী
বিধ্বস্তিতে মজবে তত। ৭৯।

নিষ্ঠাবিহীন শিষ্টাচারে
হয় না কা'রো উন্নতি,
ধাপ্পাবাজির মক্‌স নিয়ে
না হয় দ্যোতন-সংস্থিতি। ৮০।

করলে অকৃতজ্ঞ ব্যাভার
দুষ্কৃতিই হবে দূষক,
দুষ্কৃতি আর দূরদৃষ্ট
হবেই যেন শাসক। ৮১।

আপন দোষে ভোগে মানুষ
মুখ্যতঃ তা' হয়,
পরের দোষে ভোগে মানুষ
গৌণ ভোগ তা'য় কয়। ৮২।

সুখী হ'তে আস্‌লি ভবে
ঐ কামনা করলি কত,
সুখী কা'কেও করলি নাকো
কাম্য যা' তা' করলি হত। ৮৩।

প্রকৃতি যা'র যেমনতর
জীবন-সম্বেগ যা'র যেমন,
এই দুনিয়ায় সেই মানুষটি
প্রতিষ্ঠাও পায় তেমন। ৮৪।

আগ্রহেরই অন্তরালে
উদ্দেশ্যটি থেকে,
চালায়, বলায়, ঘোরায়, ফেরায়
অদৃষ্টকে ডেকে। ৮৫।

তুই যা' করিস্, ধরিস্ যা' তুই
পাস্‌ও তেমনি তাহার ফল,
ঐ তো বিচার ভগবানের—
আকাশে ওঠে সাগর-জল। ৮৬।

ভাল যে-সব ক'রে থাকিস্
অন্তরে যে স্মৃতি পায়,
জীবন-ধৃতিও তেমনি ক'রে
তেমনতরই তা'তে ধায়। ৮৭।

আত্মগৌরব করিস্ নাকো
    পরের গৌরব কর্ বেজায়,
ইষ্টানুগ পরচর্য্যায়
    থাকলে থাকে সব বজায়। ৮৮।

উর্জ্জনাতে সৎচলনটি
    উছল তো'তে যতই হবে,
বিহিতভাবে আগ্রহটা
    সার্থকতায় নিয়ে যাবে। ৮৯।

ভজন-বুদ্ধি সবারই আছে
    অল্প-বিস্তর যা'র যেমন,
যা' ভজে যে, যেমন ক'রে,
    ভাগ্যলিখা তা'র তেমন। ৯০।

দৃপ্ত যদি নাই র'লি তুই
    শুভপ্রসূ নিষ্পাদনে,
তৃপ্তি রে তোর আসবে কোথায়—
    মুগ্ধ হ'য়ে ভজন-গানে? ৯১।

শ্রদ্ধা যদি থাকতই তোমার
    স্বভাবে ফুটে উঠলে তা',
সব বিষয়ের তাল নিয়ে
    ব্যক্তিত্বে ফুট্ত সততা। ৯২।

সু-কে যা'রা যেমন ভজে
    সেবা-অনুরাগে যত্ন ক'রে,
চর্য্যানিপুণ সদ্‌বোধি তখন
    সৌভাগ্যকে আনেই ধ'রে। ৯৩।

ধারণ-পালন করিস্ যদি
'সু'কে সমাদরে,
সুধা পাবি, চলবি সুধায়
জীবন ধন্য ক'রে। ৯৪।

শাসন যদি তুষ্টি না দেয়
পোষণ পাবে কোন্ পথে?
তুষ্টি-পুষ্টিই শাসনের ফল
নিষ্ঠা ফোটে যা'য় সৎ-এ। ৯৫।

নিষ্ঠা-উতল আবেগ-আনতি
অনুগতি নিয়ে,
যত্নসহ উদ্ভাবনায়
অর্থ ওঠে জীইয়ে। ৯৬।

আদর ক'রে কেউ যদি দেয়
স্নেহ-সম্ভ্রম-প্রাণে,
তৃপ্তিভরে নিও সেটা
দিও-ও তেমনি টানে। ৯৭।

যে-নিষ্ঠাতেই নিষ্ঠ থাক
ভাব-দেবতা হন রঙিল,
চলবেও তুমি সেই পথেতে
গতিও হবে রূঢ়-সলীল। ৯৮।

নিষ্ঠাবিহীন অনুরতি
ইষ্টে হোক্ বা প্রেষ্ঠেই হোক্,
না থাকলে সেথা নিদেশ-বহন
আনে উচ্ছৃঙ্খল পাগল রোখ্। ৯৯।

তৃপ্তি দিলেই তৃপ্তি আসে
ধৃতিচর্য্যায় ধৃতি,
যেমনভাবে যা' করবি তুই
ফলেও তেমনি কৃতি;
তৃপ্তি তুমি পেতে গেলেই
তৃপ্ত কর তাঁ'রেই আগে,
যাঁ'র তৃপণায় তোমার ভিতর
নিটোল হ'য়ে তৃপ্তি জাগে। ১০০।

তা'ই তো ভাল পেলাম যা' তা'
তাঁ'র দয়া যা' দিল,
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট
বুঝলি না—দিন গেল। ১০১।

ধন্য যিনি, পুণ্য যিনি
দেখলে তাঁ'কে করলে সেবা,
চললে যে তাঁ'র নিদেশ-মতন
উথ্‌লে ওঠে তাঁ'রই বিভা। ১০২।

ইষ্টেতে তোর প্রতিষ্ঠা হ'লে
ফলবে মেওয়া পায়-পায়,
উচ্ছলি' তোর সত্তা ফেঁপে
রিক্ত হবে বেঘোর দায়। ১০৩।

ঈশ্বর সবায় ধ'রেই আছেন
ধারণ-পালন-উৎসবে,
জন্ম যেমন তেমনি হ'য়ে
জীবনবৃদ্ধি-বৈভবে। ১০৪।

সংজ্ঞা

ঈশ্বর তবে কে?
　　ধারণ-পালন-সম্বেগ-সিদ্ধ
　　　　উৎস-স্রোতা যে। ১।

ভগবান্ তবে কে?
　　ভজন-দীপন জীবন-স্রোতা
　　　　কল্যাণ-কল যে। ২।

সত্য কিন্তু তা'কেই কয়
　　মঙ্গল যা'তে হয়,
ক্ষতিপ্রসূ এমন সত্য
　　সত্য কিন্তু নয়। ৩।

বাস্তব-বোধ গজায় যা'তে
　　বিন্যাসদ্যুতি-বর্ষণে,
সত্য জানিস্ তা'কেই বলে
　　উৎসারিত কর্ষণে। ৪।

বাস্তবতার বিনায়নে
　　ন্যায্য হ'য়ে যেটাই নেয়,
ধী-তৃপণী উদ্বর্ত্তনা,—
　　তা'কেই জানিস্ ব'লে ন্যায়। ৫।

বাস্তবতার তথ্য জেনে
ন্যায্য যেটা, উচিত যেটা,
তেমনতরই বুঝে করা—
ছোট্ট কথায় বিচার সেটা। ৬।

পর ব'লে কেউ নাইকো যেথায়
মিতব্যয়ী স্বভাব যা'র,
অন্নদারই সমষ্টি রূপ
সেই-ই তো আনন্দ-বাজার। ৭।

আবৃত্তিতে জন্মে বোধ
বোধ-বিন্যাসে জ্ঞান,
চিন্তা-চলন সেই পথেতে
ওকেই বলে ধ্যান। ৮।

আবৃত্তি মানে লেগে থাকা
বুদ্ধি-বিচার-চলন নিয়ে,
সমঞ্জসা তাৎপর্য্যেরই
নিষ্ঠানিপুণ মনন দিয়ে। ৯।

ইষ্ট তবে কে?
ধারণ-পালন-সন্দীপনায়
মত্ত-মুখর যে। ১০।

ভজন কা'রে কয়?
সেবা, অনুরাগ, অনুশীলনে
গায় আচার্য্যের জয়। ১১।

মন্ত্র কা'রে কয়?
যে-তুক ধ'রে, স'য়ে-ব'য়ে
হয় জীবনে জয়। ১২।

মন্ত্র জানিস্ তা'ই—
যে-মন্ত্রণার চর্য্যা ক'রে
সার্থকতা পাই। ১৩।

কল্যাণ তবে কী?
সাত্বতই যা'র গতি-মতি
সত্তাসেবী ধী। ১৪।

আপন তবে কে?
তোমার সুখে হৃদয় পাগল
ডরায় নাকো যে। ১৫।

ব্যর্থ তবে কী?
স্বার্থসেবায় লোভ-পরবশ
স্বার্থপাগল ধী। ১৬।

প্রণয় কা'রে কয়?
প্রাণের টানের প্রদীপ্ততায়
উৎকর্ষে যে লয়। ১৭।

ভোগ কাহারে কয়?
যোগহারা যে বক্রমুখী
স্বার্থকে পোষয়। ১৮।

ভণ্ড তবে কে?
স্বার্থসেবা করে যে-জন
অন্যকে ভাঁড়ায়ে। ১৯।

ধরা কা'কে কয়?
যা'-কিছুকে ধ'রে রাখে
বিমুখ কভু নয়। ২০।

অনুরাগ কা'রে কয়?
নিষ্ঠা-কঠোর সেবাপটুতা
আনেই প্রিয়র জয়। ২১।

ভক্ত জানিস্ সেই,
ভজন-প্রতুল রাগ-মাধুর্য্যে
প্রেষ্ঠে অটল যেই। ২২।

শ্রদ্ধা রয় কোথায়?
নিষ্ঠাপ্রতুল সৎ-এর সেবায়
কৃষ্টি-উর্জ্জনায়। ২৩।

বিশ্বাস করি কা'রে?
কথায়-কাজে মিল আছে যা'র
আপদকালে ধরে। ২৪।

আত্মা কা'রে কয়?
জীবনধারার গতি নিয়ে
সত্তা সংরক্ষয়। ২৫।

সাধু কা'রে কয়?
নিষ্পাদনে সিদ্ধ যা'রা
চরিত্রে তন্ময়। ২৬।

প্রবুদ্ধ সে কে?
ধৃতি-নিপুণ কৃতি নিয়ে
বোধ-বিন্যস্ত যে। ২৭।

প্রত্যয়ী সে কে?
দেখে-শুনে বুঝ-বলাতে
নিশ্চয় করে যে। ২৮।

ঐতিহ্য কা'রে কয়?
আগল-ভাঙ্গা জীবন-চলা
অটুট যা'তে রয়। ২৯।

ব্রহ্মচর্য্য মানেই জানিস্
বৃদ্ধিপথে চলন-বলন,
সেই চলনে থাকে, বাড়ে,
নিরোধ ক'রে অকাল মরণ। ৩০।

ঐতিহ্য তো তা'কেই বলে
সংস্কারের সঙ্গতি,
প্রাচীন ধারার যোগে যেথায়
আপদে পাস্ নিষ্কৃতি। ৩১।

তোমায় ছাড়া চলে নাকো
বিশেষত্ব এই যা'দের,
সাঙ্গোপাঙ্গ তা'রাই তোমার
এমনতরই হয় তা'দের। ৩২।

শিষ্য কা'কে কয়?
ইষ্টশাসন সেধে-শুধে
জ্ঞানে প্রতিষ্ঠয়। ৩৩।

কর্ম্মী কা'কে কয়?
কর্ম্মতপা হ'য়ে যে-জন
ত্বরিত নিষ্পাদয়। ৩৪।

সেবক তবে কে?
বুঝে-সুঝে কর্ম্ম ক'রে
হৃষ্ট করে যে। ৩৫।

ঋত্বিক্ বলে তা'কে—
জীবন-ঋতুর মাধ্যমে যে
লোককে চালায় তুকে। ৩৬।

অধ্বর্য্যু তো সে—
ইষ্টপথে জীবন-ব্রতে
যুক্ত করে যে। ৩৭।

যাজক বলে কা'রে?
ইষ্টীপূত হ'য়ে
ভাব-অবস্থার মাধ্যমে যে
ধৃতি সঞ্চারে। ৩৮।

লোক্‌নেতা কে?
ধৃতিতপা জীবনযাজ্ঞিক
লোকপালী যে। ৩৯।

ভক্তি তবে কী?
উর্জ্জী ভজন, উর্জ্জী নিষ্ঠা,
উর্জ্জীতপা ধী। ৪০।

ভালবাসা তবে কী?
যা'র ভালতে বসবাস তোর—
চর্য্যানিপুণ ধী। ৪১।

পছন্দ কর কা'ক্?
তোমার ছন্দে যা'র ছন্দ মেলে
রয় কমই যা'য় ফাঁক। ৪২।

সুন্দর তবে কী?
দেখলে আদর উথ্‌লে ওঠে
শুভতে হয় স্থিতি। ৪৩।

রাজনীতি বলে কা'য়?
পূরণ-পোষণ পরিচর্য্যায়
সংহতি আনে যা'য়। ৪৪।

ব্রহ্মচারী কে?
বাঁচা-বাড়ার কৃতিচর্য্যায়
বিজ্ঞ-যোগ্য যে। ৪৫।

গৃহস্থ বলি তা'রে—
গৃহে থেকেও বিহিত চর্য্যায়
লোককে বিজ্ঞ করে। ৪৬।

বানপ্রস্থী সেই—
ব্যষ্টিসহ বিস্তৃতির
সেবাব্রতী যেই। ৪৭।

সন্ন্যাসী বলে কা'য়?
সম্যক্ সুনিশ্চয়ে যা'তে
সত্তা-সংস্থ হয়—
আচার্য্যেতে ন্যস্ত হ'য়ে
যে-জন সাধে তা'য়। ৪৮।

আশ্রম কা'রে কয়?
হাতে-কলমে কাজ ক'রে যেথা
বিজ্ঞতা লভয়। ৪৯।

মুক্তি এল সেই—
মনের গ্রন্থি ভেঙ্গে-চুরে
ইষ্টনিষ্ঠ যেই। ৫০।

বৈরাগ্য তবে কী?
ইষ্টরাগে রঙ্গিল যে-জন
সেবাদীপ্ত ধী। ৫১।

পাপ বলে কা'য় জানিস্ কি তুই
চিন্তে-ভেবে বুঝিস্ কি তায়?
সত্তাকে যা' পিষ্ট করে
অস্তিত্বকে যা' ডুবায়। ৫২।

রাষ্ট্র বলে কা'য়?
বহু লোকের সুসমাবেশ
সাত্বত নিষ্ঠায়। ৫৩।

রাজনীতিই তো সেই নীতি
সত্তায় করে রঞ্জনা,
উস্‌কে তোলে কৃষ্টিজীবন,
পোষণ-পূরণ-বন্দনা। ৫৪।

সমাজ বলে কা'য়?
সত্তাপোষী চলায় যা'রা
হাত মিলিয়ে ধায়। ৫৫।

কিসে কেমন কী মেলালে
সৃষ্টি হ'ল কী—
কোন্ ব্যাপারে কেমন সুফল
তা'ই জানাই তো ধী। ৫৬।

জ্ঞানী তবে কে?
সব যা'-কিছু দেখে-বুঝে
সত্তা পোষে যে। ৫৭।

মান মানেই তো চরিত্রের ওজন,
ব্যবহার আর তপস্যায়—
লোক-হৃদয়ে সঞ্চারিয়ে
গৌরবান্বিত করে তা'য়। ৫৮।

প্রাণের স্থৈর্য্য যা'তে থাকে
যা'তে থাকে তা'র আয়াম,
সুধীজনা তা'তেই বলে—
তা'কেই জানে প্রাণায়াম। ৫৯।

অনুশীলন কিন্তু তা'কেই বলে—
খুঁটিনাটি সবটা নিয়ে
বোধ-আয়ত্তে এনে তা'কে
আয়ত্ত করা শ্রদ্ধা দিয়ে। ৬০।

দর্শন

জীবন আছে কা'র?—
মরণ-তরণ তপে চ'লে
ধৃতিই সাধ্য যা'র। ১।

বিধির বোধ না হ'লে তোর
কীই বা দর্শন হ'লো?
মনের ধোঁকায় ঘুরে-ঘুরে
জীবন হ'লো কালো। ২।

বাঁচাবাড়াই সবিতৃদেব
ভর্গ তাহার অধিপতি,
সুব্যবস্থ আচার নিয়ে
সবার সেবায় হ' তুই ব্রতী। ৩।

সব যা'-কিছুর জীবন আছে
থাকে, চলে, বাড়ে, যায়,
জীবনীয় উধাও তালে
সব জীবনই অটুট ধায়। ৪।

জীবনটা কি থেমে যেতে চায়?
চলৎশীল সে চিরদিন,
আশা-ভরসা সবই যে তা'ই
এতেই সে যে হ'চ্ছে লীন;

বাঁচাই যে তা'র স্বার্থ ওরে!
বাড়তে চায় সে সমীচীন,
যেমন বাঁচাবাড়ায় জীবন
অমৃতে রয় সমাসীন। ৫।

বিদ্যমান যা' তা'কেই জেনে
বেদবিধির সৃষ্টি,
ধৃতিদ্যুতির সুমিলনেই
জীবন-রাগের বৃষ্টি। ৬।

জড়ে জীবন মূর্ত্ত জানিস্
জীবনে জড় সচল হয়,
জড় ও জীবনের একায়নে
জীবন-স্থিতি দীপ্ত রয়;
জীবন নিয়ে হয় জড়ের বোধ
জীবন ফোটে জড়কে নিয়ে,
ব্যক্তিত্বটার বিকাশ কিন্তু
জড় ও জীবনের মিলন দিয়ে;
এগিয়ে চল্ একটু আগে
জড়কে দেখবি জীবনময়,
জড় ও জীবন অভেদ হ'য়ে
অস্তিত্বটা নিটোল রয়। ৭।

জড়কে তুমি বিদায় দিয়ে
জীবনটাকে যতই খোঁজ,
তেমনি জীবন পরিহারে
জড়কে তুমি যতই বোঝ;
সমাধানে আসবে না কেউ

পাবি কি রে তেমন হদিস্?
জড় ও জীবনের সার্থকতায়
পেতে পারিস্ সেটাও জানিস্। ৮।

গুণবিভাবী শ্রেয়-বিন্যাস
নিয়ে যদি মূর্ত্তি গড়িস্,
অভিধ্যায়ী দীপন তৃপ্তি
মূর্ত্তিতে যদি মুখর করিস্,
প্রাণনদীপ্ত অনুধ্যানে
গুণ যদি তা'র বিকাশ পায়,
সেই মূর্ত্তিই তো দেবমূর্ত্তি
সার্থকতা পায় পূজায়। ৯।

না-এর ভাবটা সক্রিয় যা'য়,
হওয়া স্থগিত রহে সেথায়। ১০।

না থেকে তো হয় না রে হাঁ,
না কিন্তু হওয়ারই ছেদ;
না-টাই তো সব বিষয়ে
সৃষ্টি ক'রে চলেই ভেদ। ১১।

হ'তে চাও তো 'না' ছেড়ে দাও
কৃতি-ঊর্জ্জায় ক'রো না ছেদ,
কৃতি-ঊর্জ্জা সাম্য নয় যা'র—
এনেই থাকে ক্রিয়ার ভেদ। ১২।

নাস্তিকতা দাঁড়ায় কোথা—
অস্তি যাহার স্বতঃ-স্বভাব,
সব-কিছুরই ভেতর-দিয়ে
বাস্তবতার সেই-ই তো ভাব। ১৩।

স্বতঃ-দীপ্ত সেবার নিদান
জানিস্ না যে ভগবান!
নাই ভগবান তবুও বলিস্?
স্বতঃক্রিয় তাঁ'র যে দান। ১৪।

নিরাকারের গুণগুলি যা'
বিন্যাসেতে বিকাশ হ'ল,
রূপ-আয়ত্তে এসে সেটা
মূর্ত্তিতেই তো প্রকাশ পেল। ১৫।

এখনও বলি ওরে পাগল!
বিদ্যা কী তা'য় জেনে নে,
বিদ্যাকে তুই জানতে গেলে
বিদ্যমান যা' খতিয়ে নে;
অবিদ্যা যা' সেটাকেও জান্
যা'তে ক্ষতি তোর না হয়,
অবিদ্যাটায় পাড়ি দিয়ে
বিদ্যাতে হ' মুক্তভয়। ১৬।

অবিদ্যা আর অসৎ যা'-সব
বেশ ক'রে তুই চেন্ ও জান্,
এমন চলায় চলবি দেখিস্
সাত্বততায় না পড়ে টান। ১৭।

অবিদ্যা যা' জানাই উচিত
করণীয় নয়কো তা',
বিদ্যাটাই তো পালনীয়
বোঝায়-করায় সর্ব্বথা। ১৮।

অবিদ্যাই তো নষ্ট আনে
আঘাত দিয়ে সত্তাটাকে,
বিদ্যা দিয়ে বিশদভাবে
ভোগ ক'রে চল্ সটান তা'কে। ১৯।

বিদ্যমান যা' তা'কেই জেনে
কৃষ্টিচর্য্যার আরাধনা,
বিদ্যমানে নাইকো যাহা
তা'ই বিনানো কল্পনা। ২০।

বিদ্যমানকে জানবে যেমন
বিদ্যাও পাবে তেমনি,
ধীইয়ে তোমার যেমন জোটে
সাজাতে পারবে সেমনি। ২১।

ভূত নিয়েই তোর আনাগোনা
ভূতেই যে তোর জীবন-পথ,
(এই) ভূতগুলির সুসঙ্গতি তোর
আত্মিকতার মহৎ রথ। ২২।

হয়েছে যা' সবই যে ভূত
তা'তেই যে তোর বসবাস,
ভূতেই যে তোর জীবন-স্ফুরণ
ভূতেই যে তোর জীবন-শ্বাস। ২৩।

সকল সত্তা তোর মতনই
বিশেষ বিভেদ থেকেও তা',
সত্তাতপের পরিচর্য্যা
রাখবি দীপন ঠিক সেটা। ২৪।

একের পক্ষে অন্য বিশেষ
হানিপ্রতুল বুঝবি যেমন,
সেমনি ক'রে রাখবি তা'কে
দক্ষ-বুঝে জানবি যেমন। ২৫।

স্বাধীন ইচ্ছা সবার আছে—
নষ্টে যাও বা বৃদ্ধি পাও,
জীবন-বৃদ্ধির করলে খতম
বেঁচে বাড়ার হারাবি দাঁও। ২৬।

স্ব-এর অধীন যে-ইচ্ছাটি
স্বাধীন ইচ্ছা তা'রেই কয়,
যেমন পথে চ'লবে তুমি
পাবেই তা'তে যেটা হয়। ২৭।

ভরদুনিয়ার তথ্য যত
তত্ত্ব তাঁহার সব জেনে,
জীবন-বৃদ্ধির যজ্ঞে লাগা—
আধিপত্য সেইখানে। ২৮।

জীবনে চলে জীবন-ধারা
সঙ্গে চলে প্রতিরোধ,
সত্তা-জীবন ব'র্ত্তে তা'তেই
আপদ্-ব্যাধি করে নিরোধ। ২৯।

হরকসমের এই দুনিয়া
সাত্বত ধৃতি কুড়িয়ে নিয়ে,
চায়ই যে রে থাকতে ভবে
হৃদয়টি তা'র বিছিয়ে দিয়ে। ৩০।

সৃষ্টির যেটা পরিক্রমা
ভাববৃত্তির বিভব নিয়ে,
সঙ্গত চলায় সাজিয়ে করে
ব্যাপ্ত, বিভায় মূর্ত্তি দিয়ে। ৩১।

সুনিয়ত আবর্ত্তনশীল
দেখিস্ নাকি জগৎখানা,
আবর্ত্তনে যায় না ভেঙ্গে—
সত্তা দিয়েই জগৎ টানা;
আবর্ত্তনে যতই থাকিস্
কৃতি-তপে নিশিদিন,
আবর্ত্তনই রাখবে ধ'রে—
বিবর্ত্তনে হ'বি না হীন। ৩২।

দুনিয়ার ওজন যতখানি
কৃতিসৃষ্টি তেমন নয়,
যতই ভার না জোগাস্ তোরা
জগৎ ধৃতি-সাম্যে রয়। ৩৩।

সৃষ্টিরই এই কৃষ্টি এমন
প্রকৃতিরই বিধান এই,
জীবন-প্রকৃতি অকৃতি হ'লে—
ঠকবে জানিস্—নিরেট সেই। ৩৪।

সৃজনধারার গতি অশেষ
বলে তো তাই অনন্ত,
প্রকট হ'য়ে যা' থাকে তা'ই—
স্থির, চলন্ত, সান্ত। ৩৫।

আত্মিকতার স্রোত-কম্পন
যেথায় যেমন ধ্বনি আনে,
বিধান-সহ অস্তিকতায়
রাখে অমনি জীবন-প্রাণে। ৩৬।

স্বতঃস্ফূর্ত্ত যে-কম্পনা
অস্তিনেশায় ডেকে আনে,
তা'রই শব্দ অনাহত—
জ্ঞানীজনা তাই তো ভণে। ৩৭।

আহত নয় এমন থেকে
কম্পন-শব্দ যা' আসে,
অনাহত তা'কেই বলে
যেমন রেণু ত্রসে ভাসে। ৩৮।

ত্রসরেণুর বিলোল আলো
রশ্মিতে যেমন চলৎশীল,
আত্মিক গতি তেমনি ক'রেই
বিকিরণায় চলায় মিল। ৩৯।

গতিস্পন্দ—যেমন শব্দ
ক'রে থাকে যেমন প্রকাশ,
তেমনতরই হ'য়ে থাকে
শরীর, মন আর সত্তা-বিকাশ। ৪০।

চলাফেরার নাচন-তালে
কম্পনার যে-নন্দনা,
সংঘাতে তা'র হয় তেমনি—
জাগে তেমনি এষণা। ৪১।

গতির বেগের প্রতিফলন
যেমনতর উচ্ছলা,
আবেগ সৃষ্টি ক'রে চলে
তেমনতর সচ্ছলা;
ভাব আবির্ভাব হ'য়ে তখন
হওয়ার দানা সেঁটে বেঁধে,
বিধানটাকে বিনায়িত
করে তেমন হওয়ায় হ'তে। ৪২।

ঠোক্করেতে ধাক্কা লেগে
যেমনতর কাঁপন হয়,
ঐ সংঘাতে আলোর সৃজন
উথলে ভাব-মূর্চ্ছনায়। ৪৩।

অবিনাশী আত্মা অমর
ধৃতি-চেতন আত্মাই,
কৃতি-উচ্ছল আত্মাতেই হয়,
জীবনদ্যুতি আত্মাই। ৪৪।

জন্ম-কর্ম্ম যা'ই না তোমার
আত্মাই যে তা'র মূলাধার,
সত্তাপোষী যা' সব কর্ম্ম
স্থিতি বাড়ায় তা'তেই তা'র। ৪৫।

পদার্থই তো আত্মার বিভব
ওতেই তো তা'র উদ্ভবন,
পদার্থকে বিনিয়ে নিয়ে
সৎ-অর্থে কর্ নিয়মন। ৪৬।

আত্মাই তো জীবনগতি
যা'ই কিছু হোক্ তা' সবার,
ঐ সম্বেগেই সংস্থিত সব
জীবনও তাই অঢেল অপার। ৪৭।

জীবন-গতি যেথায় যেমন
আত্মা জানিস্ তা'রে কয়,
ধারণ-পালন-সম্বেগ ছাড়া
আত্মা কোথায় দৃপ্ত হয়? ৪৮।

পূর্ব্বকালের চেতন-স্মৃতি
পরকালে ব্যক্ত হ'য়ে,
পূর্ব্বকালের সেই তো মানুষ
পরকালে আস্‌ছে ব'য়ে। ৪৯।

ফাঁকা স্বপ্ন জীবনটাই—
ভেবে তোমার ফয়দা কোথায়!
কায়দা-কুশল কৃতি হ'লেই
কায়দা নেবে ফয়দা সেথায়;
মিথ্যা স্বপন নিয়ে কেন
ঘুমাবি বল্ নিরবধি?
সেধে নে তোর সত্তাটিকে
তপস্যায় রাখ্ জীবনাবধি। ৫০।

আত্মাই তো জীবন-গতি
যে সম্বেগে জীবন চেতন,
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার
বিধানমাফিক হয় উদ্বোধন;

এমনি ক'রেই সারা বিশ্বে
আত্মিক গতি চলৎশীল,
জীবন-ব্যাপী সম্বেদনায়
বিধান যত জীবনশীল। ৫১।

ব্যাপ্তি-যজ্ঞে ধৃতি যখন
পরিচর্য্যায় প্রত্যেকের—
জীবনপালী দীপনরাগে
ঘোষেই যে জয় বিস্তারের। ৫২।

বর্দ্ধনারই অনুপ্রভায়
দীপ্ত ব্রহ্ম করেন বাস,
জীবনীয় উৎসর্জ্জনাই
ব্রহ্মত্বেরই প্রাণন-শ্বাস। ৫৩।

বর্দ্ধনাই তো ব্রহ্মের রূপ
সব অন্তরে লুকিয়ে রয়,
যে যেমন হোক তেমনি ক'রেই
বর্দ্ধনাকে সবাই চায়। ৫৪।

ব্রহ্মদ্যুতিই আত্মপ্রসাদ
কৃতিদীপ্ত উৎসারণ,
নিষ্পাদনী অনুচর্য্যায়
হৃদয়ে হয় সংস্থাপন। ৫৫।

ব্রহ্ম জানিস্ বৃদ্ধি-বিধি
চলন-উৎস সবটা নিয়ে,
ঐটে জানাই ব্রহ্মবিদ্যা
বৈশিষ্ট্যেরই বোধন দিয়ে। ৫৬।

ব্রহ্মজ্ঞানই বর্দ্ধনার জ্ঞান
বাস্তবে নে খেটে-খুটে,
ব্রহ্মদ্যুতি ঊর্জ্জী বেগে
কৃতিমুখর হোক্ রে ফুটে। ৫৭।

তোমার দরদ তোমার কাছে
যেমনতর মুখ্য হয়,
সবার দরদ অমনি তোমায়
ব্রাহ্মী বোধে সংস্থাপয়। ৫৮।

সব যা'-কিছুর অনুকম্পা
দীপ্ত-দীপন উছল রাগে,
সুবিন্যাসে সংস্থিতি পায়—
ব্রাহ্মীরূপে সে-জন জাগে। ৫৯।

রূপ দেখ আর জ্যোতিই দেখ
নক্ষত্র আর সূর্য্য-চাঁদ,
বাস্তবতার প্রাজ্ঞ বোধই
ঠিক জানিস্ তা'ই ব্রাহ্মী ছাঁদ। ৬০।

ব্রহ্ম বিদ্যা জানলি নে তুই
সিদ্ধ বিধি জানবি কী?
সব বিশেষের তাল পাকিয়ে
ঢালবি শুধু ছাইয়ে ঘি? ৬১।

জগৎ-বিভব-কেন্দ্র যেটা
ব্যষ্টি-সমষ্টি সব নিয়ে,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য যা'
ব্রহ্ম জানিস্ তা'ই দিয়ে। ৬২।

বাস্তববোধ যেমনতর
    সংস্থিতির সঞ্চয়নে,
কৃতিমুখর তৎপরতায়
    ব্রাহ্মী বোধ তো তা'তেই আনে। ৬৩।

ব্রাহ্মী বোধটি যেমন জাগে
    যা'র অন্তরে যেমনতর,
ব্রাহ্মীরূপও তেমনি তাহার
    প্রজ্ঞাটিও তেমনি দড়। ৬৪।

একই ব্রহ্ম সব-কিছুতে
    বিশেষরূপে বিশেষ স্থানে,
এই বিশেষের মিলন-দোলায়
    শ্রেয় ফোটে বিশেষ প্রাণে। ৬৫।

বৃদ্ধি-বিধি কোথায় কেমন
    কী রূপ নিয়ে চলে,
ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাজ্ঞ বোধির
    গোড়াই একে বলে। ৬৬।

যিনিই করেন কোন-কিছুর
    প্রণয়নে সুমূর্ত্তনা,
সে-স্থলেতে তিনিই ব্রহ্মা
    সৃজনই তাঁ'র আরাধনা। ৬৭।

বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা
    ব্রহ্মে সুপ্ত হ'য়েই থাকে,
অনুষ্ঠানের অনুক্রিয়ায়
    ব্রহ্মাই দেন জাগিয়ে তা'কে। ৬৮।

একের মাঝে বহু দেখে
বহুতে দেখে এক,
চাল-চরিত্রও তেমনতর
ব্রাহ্মী তনু দেখ্। ৬৯।

নিজের ভেতর প্রত্যেককে দেখে
প্রত্যেকেতে দেখে নিজ,
বোধ-বিবেকের বিন্যাস-সহ,—
ব্রহ্মদর্শীর এই তো বীজ। ৭০।

অন্তঃস্যূত বিশ্বরেতঃ
সংগর্ভিত রয় যেখানে,
ঊর্জ্জনাশীল উৎসর্জ্জনার
ব্রাহ্মী-কেন্দ্রই রয় সেখানে। ৭১।

ব্রহ্মজ্ঞানের ভান করিস্ নে
বোধচক্ষুতে দেখ্ তা'রে
সমাধানের সার্থকতায়
কোথায় কিসে কী রূপ ধরে। ৭২।

ব্রহ্মানন্দ বড় আনন্দ
জানিস্ কেন তা'?
তুমি সবায়, সব যে তোমায়
স্ফূর্ত্ত স্বাধীনতা। ৭৩।

শাণিত-সম্বেগী দৃষ্টি নিয়ে
বৃদ্ধিকে দেখ্ বিভব-সহ,
অমনি ক'রেই ব্রহ্মজ্যোতি
জ্ঞানের চোখে গুণে লহ। ৭৪।

ব্রহ্মজ্যোতির দৃষ্টিই তো ঐ
বৃদ্ধিপ্রথা বোধে আনা,
লাখ্ আলোতে ভাস্‌লেও কিন্তু
পড়বে নাকো ওতে হানা। ৭৫।

সুখদুঃখের কোলাকুলি
দেখায়-শুনায় চলছে যত,
সমাধানী সংগ্রথনে
ব্রাহ্মী বৰ্দ্ধন হয় নিয়ত। ৭৬।

সবাই যখন তোমার হ'য়ে
তোমার মাঝে করে বাস,
তেমনি তুমি তা'দের হ'য়ে,
হ'য়ে ওঠ তা'দের শ্বাস;
ব্রহ্মত্বেরই ঐটি হ'ল
ব্যাপ্তিপ্রসূ অঢেল রূপ,
ঐ ব্যাপনী বোধ নিয়ে হয়
'তুমি' তা'রই প্রতীক ভু-প। ৭৭।

আকাশ-বাতাস-জল-মাটি আর
স্থাবর-জঙ্গম সব মিলিয়ে,
জীবন-দীপন শব্দ অঢেল—
ব্রহ্ম কেমন দেখ্ বিনিয়ে। ৭৮।

সব যা'-কিছুরই মূল সূত্রটি
প্রাজ্ঞবোধে আসবে যেই,
ব্রহ্মবোধের থাকবি তটে—
ব্যাপন-ব্রহ্মের সূত্র সেই। ৭৯।

নেতি-ইতি যা'ই করিস্ না
 বাস্তব প্রাজ্ঞ না হ'লে তা'তে,
ব্রহ্মদ্যুতির সামান্য সূত্র
 পাবি কি তুই আছে যা'তে? ৮০।

বাচক জ্ঞানী তর্কবাগীশ
 যতই কেন হও না তুমি,
প্রজ্ঞা ছাড়া যায় না ধরা
 এক উপাদান ব্রহ্মভূমি। ৮১।

প্রাজ্ঞ দেহ যে-জনই পা'ক্
 মূর্ত্ত ব্রহ্ম তাঁ'রেই জানিস্,
পূণ্য প্রজ্ঞা দেখবি যাঁ'দের
 ব্রাহ্মী দেহ তাঁ'দের মানিস্;
বাস্তবতার প্রতীক ধ'রে
 তাঁ'রাও কিন্তু এ সংসারে,
দেব-আখ্যায় আখ্যায়িত,—
 লোকে তাঁ'দের পূজা করে। ৮২।

ব্রাহ্মী তনু যাঁ'দেরই হয়
 জ্ঞানে-গুণে-ব্যবহারে,
তাঁ'তেই হ'য়ে অভিষিক্ত
 হও বরেণ্য এ সংসারে। ৮৩।

মূল উপাদান যা'-কিছু যা'র
 বিশেষ হ'য়েও নির্ব্বিশেষ,
আতিপাতি সব বিনিয়ে
 জান না তা'কে—সেই অশেষ। ৮৪।

গুণান্বিত শক্তি যা' সব
গুণান্বয়ী সমাধান,
সমাধানে দাঁড়িয়ে যেটা
সেই-ই সবার স্থিতি-আধান। ৮৫।

বস্তু থাকলেও অস্তিত্ব নেই
অস্তিত্বতে নাই ধৃতি,—
ধৃতি নাই তো কৃষ্টি কিসের!
এ-সব কথার নাই স্থিতি। ৮৬।

বস্তু—যেথায় অস্তি আছে—
স্থিতিতেই কিন্তু স্বস্তি,
স্থিতি-চলনের উপাদান না পেলে
সেখানেই অস্বস্তি। ৮৭।

প্রথম হ'তে সব নিয়ে সব
বস্তু নয় তা' কোন্‌টি?
বস্তু নিয়েই সবটি গড়া
প্রথম হ'তে শেষটি। ৮৮।

বাস্তব যা', তাই তো সৎ
চিৎ-ই হ'চ্ছে চেতনা,
সৎ-চিৎ-এর এই মিলনই আনন্দ
তা'তেই আনে বর্দ্ধনা। ৮৯।

শোন্ তবে কই, ওরে পাগল্!
অস্তি নইলে বহু কোথা?
ধৃতি-সম্বেগ না থাকলে যে
অস্তিত্বটা হয়ই বৃথা। ৯০।

বস্তু-সহ বিশেষ বস্তুর
মিলনেতে ফোটে ভাতি,
ঔপাদানিক বিনায়নে
আছে যেমন দ্যোতন-রতি। ৯১।

অস্তিত্বেই রয় থাকার সম্বেগ
অস্তির নিশানা বস্তুই তো!
বস্তু থাকলে ধৃতিও আছে,
আবেগ থাকে থাকারও তো! ৯২।

বাস্তববাদী যা'রাই কিন্তু
অধ্যাত্মবাদী সত্যি হয়,
বস্তু জেনে গতি না-জানা
সে-জানা কিন্তু সার্থক নয়। ৯৩।

উর্জ্জনাটি মলিন হ'লে
ভাববৃত্তিও মলিন হয়,
অসদৃশের এই চলনে
ঘটে নানা মন্দ-ক্ষয়। ৯৪।

পারম্পর্য্যে চিন্তা করা
বুঝ নিয়ে তা'র সকল দিক্,
মনের ধর্ম্ম এই তো জানিস্,
অপ্রকৃতিস্থ ভাবে ধিক্। ৯৫।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূত ভাব
মস্তিষ্কে যা' লেখা রয়,
বাহ্যতঃ যা'র প্রতিক্রিয়ায়
সংবেদনা যেমন হয়,

বিধানে তা'র অনুরণনে
প্রতিফলন যেমন করায়,
মনটা কিন্তু সেই ক্রিয়াই
ভাবে যেটা উচ্ছলায়। ৯৬।

বিশেষ সৃষ্টি জানিস্ কিন্তু
রজঃ-বীজের বিশেষ ধারা,
বৈশিষ্ট্য তাই সবার সম্পদ্
বিনায়নে বিশেষ গড়া। ৯৭।

'একসা'—চালে যা'রাই চলে
সব যা'-কিছুর পাকিয়ে তাল,
'পান্ডা' নামে তা'রাই কিন্তু
শয়তানেরই খেপ্‌লা জাল। ৯৮।

সদৃশ ধারায় সিদ্ধ ভালো
সম্মিলনে মিলন-ডাক,
অসদৃশে মিশ্রিত হয়
ব্যতিক্রমের ঊর্জ্জী তাক। ৯৯।

রেতঃ-অনুগ রজঃ হ'লে তা'র
বিধান হয় তেমনি,
বিধির বিধান ব্যতিক্রম যেথায়
বিকৃতিও আসে সেমনি। ১০০।

স্থৈর্য্যহারা চর কিছুকেই
রজঃ ব'লে বুঝিস্ জানিস্,
রজঃ-আধারে উপ্ত যা' হয়
স্থির ব'লে তুই তা'রেই বুঝিস্। ১০১।

রজঃ নয় কিন্তু রক্ত-দানা—
রঞ্জনাটাই স্বভাব যা'র,
যেখানে যেমন রঞ্জনা হয়
বর্দ্ধনাটাও তেমনি তা'র। ১০২।

রেতঃকেও তুই স্থিরই ভাবিস্
জীবনদ্যুতি রয় যা'তে,
রজঃকে তেমনি ভেবে নিস্ চর
আবর্ত্তনী গতি তা'তে। ১০৩।

রেতঃ-দীপ্তি আছে ব'লেই
বস্তু-অস্তিত্ব বাস্তবে রয়,
বাস্তবতার গোড়াই তো রেতঃ
সেটাও কিন্তু অবস্তু নয়। ১০৪।

ভরদুনিয়ায় সব বাস্তবে
রেতঃ-রজের মিলন-জীবন,
'নাই'তে কা'রো হয় না হওয়া—
সেই দ্যুতিতেই জীবন-ধারণ। ১০৫।

একটি অণু ঘিরে ঘোরে
যতগুলি অণুকণা,
গঠন, গুণ ও ক্রিয়াতেও
বৈশিষ্ট্যটি তেমনি পনা। ১০৬।

কাঠ, পাথর, ধাতু,—জল ও পাহাড়—
রেতঃ-রজঃয় সব গড়া,
বিশ্লেষণী পটু দৃষ্টিতে
অনেক কিন্তু পড়ে ধরা। ১০৭।

রেতঃরঞ্জী রজঃ প্রধান
নারীর আধান তা'ই তো,
রজঃরঞ্জী রেতঃ মহান্
পুরুষ ধৃতি বয় তো। ১০৮।

রেতঃই তো বয় জীবন-ঊর্জ্জনা
রজঃটাকে গ'ড়ে তোলে,
শরীরে তাই জীবন থাকে
ধৃতি-কৃতি নিয়ে চলে;
ঐ ধারণাই ধী হ'য়ে রয়
বোধ-বিকাশে রেতঃ-দ্যুতি,
বোধনটা তোর যেমনি শোধন
তেমনি হয় তা'র ঊর্জ্জী মতি। ১০৯।

রেতঃ ও রজের মিলনে হয়
বুদ্‌বুদ্ প্রায় আবির্ভাব,
গড়াপেটার ভিতর-দিয়ে
সংগঠনের সেই তো ভাব। ১১০।

রেতঃ ও রজের মিলন নিয়ে
যে-কোষগুলি হয় সৃজন,
মূর্ত্তনাতে সেই সকলই
সত্তাদ্যুতির আয়োজন। ১১১।

ভরদুনিয়ার সৃষ্টিধারা
স্থির ও চরের মহামিলন,
সৃষ্ট আবার সৃষ্টি করে
এই ক্রিয়াই তো লীলা-দোলন;

বিপুল রাগে দোদুল দোলায়
সব যা'-কিছুই দোলায়মান,
কম্পনা তা'র হৃদয়-বিভা
স্মৃতির সুরে জীবন-প্রাণ;
দোলন-বিভায় কম্পনা যা'য়
সব ঘটে যা'র বিচরণ,
ঘটের দোলায় মত্ত লীলায়
করেই আবার সঞ্চরণ;
আলিঙ্গন আর গ্রহণরাগের
বিশ্বলীলার সমাহার,
পুরুষোত্তম তাহার প্রতীক—
দোল-পার্ব্বণই প্রতীক যা'র;
বিশ্বজনার অন্তর-বোধ
ভক্তি-দোলন লক্ষ্য ক'রে,
বস্তু হ'তে বস্তু-অন্তরে
বিশ্বব্যাপ্তি যা'তে ধরে;
আলিঙ্গনী ধৃতিরাগের
দেখাশোনা বুঝ-করায়,
স্বস্তি আনে শান্তি আনে
নিটোল প্রাণে জেগে রয়;
মিলনদীপ্ত কৃতি-চলন
অমনি প্রাণে ধ'রে আবেগ,
প্রত্যেকের সনে প্রত্যেকে চলে
জাগিয়ে তা'দের ধী-বিবেক;
কোকিল ডাকে গাছের ডালে
ডাকে পাপিয়া পিউ-পিউ,
উদ্দীপনার মিলন-রাগে
উঠলো যেন দীপন-ঢেউ;

ধূলোগুলি ছড়ায়ে বাতাস
ক'রে কত ঘূর্ণিপাক,
প্রকৃতিরই ফাগুন-খেলা
আনন্দেরই স্ফূর্তি-রাগ;

দুনিয়াটায় দোলের আবীর
যেমনতর উড়ছে ঐ,
ফাগুন মাসে দোলের ফাগ
নাচছে তেমন তাথৈ থৈ;

দোলার তালে উছল হ'য়ে
ওড়না দোলে কেমন রূপ!
আবীর-ওড়নার অস্তিত্বটা
সাজালো কেমন হোলির ভুপ;

বসন্তেরই আবাহনে
ঐ প'রে বাসন্তী শাড়ি,
দুলে-দুলে উচ্ছলতায়
ঘুরছে কত সারি সারি;

নিষ্ঠাদ্যুতির দ্যোতন-আলো
ঢুকলো রে সব অন্তরে,
আনন্দেরই রসাল লীলা
ঢুকলো হৃদয়-কন্দরে;

স্বাদন-ক্রিয়ায় থিয়া-নাচনে
উচ্ছ্বসিত ফোয়ারা রসের,
ইষ্টযোগের নিষ্ঠা নিয়ে
পান ক'রে সব হও না ঢের;

রসের ঈশ্বর যে-জন তোমার
তিনিই মূর্ত্ত হন রসে,

নাচের তালে অমৃত বয়
বস্তু আসে জীবন-বশে;

দীপগুলি ঐ সারি সারি
জ্বলছে কেমন হেলে-দুলে,
মিলন-রসে মাতাল হ'য়ে
ক্রমান্বয়ে উঠছে ফুলে;
জীবনদীপের দীপন-জ্যোতি
প্রীতির ফাগে নেচে উঠুক,
বাঁচা-বাড়ায় দীপ্ত হ'য়ে
কৃতিচর্য্যায় বেদম ছুটুক। ১১২।

সৃষ্টিরাগের কম্পন যেটা
বাক্-এ মূর্ত্ত আগে হ'ল,
কম্পনারই মূর্ত্ত শব্দ
বিচ্ছুরণায় মূর্ত্তি নিল;
রক্ত-মাংস যা' হ'ল তা'ই
ঐ সবেরই পরিণতি,
সৃষ্টি হ'ল তেমনতরই
স্রষ্টার যা'তে হ'ল রতি;
এক-জাতীয় অনুকম্পনে
তা'র মাঝেতে যেমন ফাঁক,
সৃষ্টিও হয় তেমনতরই
ভাববৃত্তির তেমন ডাক;
সমজাতীয় সানুকম্পী
বিশেষত্ব বিশেষের সাথে—
সৃজন-ধারায় সেইটি চলে
ভাববৃত্তি যেমন তা'তে। ১১৩।

শব্দেরই তো সৃষ্টি ব্যাপন
শব্দব্রহ্ম তা'ই তো,
প্রাণন-কম্পন সবার জীবন
প্রাণন-সম্বেগ ঐ তো! ১১৪।

মূর্চ্ছা আনে যেমন দ্যুতি
স্নায়ুপথে যেমন বয়,
মস্তিষ্কেও তা'র প্রতিফলন
তেমনতরই হ'য়ে রয়;
যেমন অনুগ প্রেরণা হয়
যে যে ভাবের মূর্চ্ছনায়,
স্নায়ুপথে স্মৃতি ব'য়ে
ওঠে সেটি সন্দীপনায়;
ভাব ও চিন্তা অমনি ক'রেই
মস্তিষ্কেতে হয় উদয়,
স্নায়ুপথে তেমনি ব'য়ে
তেমনি কাজে নিয়োগ হয়;
শব্দ-ভেদেই সৃষ্টি-স্তর
ভাবন-তপন-পরিণয়ে,
বাধা ও গতির সংবেদনায়
মূর্ত্তনা নিয়ে যাচ্ছে ব'য়ে;
ভাবদীপনী ভাবনা নিয়ে
গুণের বিকাশ যেমন হয়,
তেমনতরই গুণান্বিত
হ'য়ে কিন্তু জীবন বয়। ১১৫।

প্রকৃতিরই অভিধ্যানে
পুরুষ যেমন চল্‌লো,

রূপ-রূপালি রকমারি
সৃজনও তেমনি ঝর্‌লো। ১১৬।

প্রকৃতিকে যেমন দেখে
তেমনি বোঝে সমাহারে,
ভক্তি-জ্ঞানের আলোড়নে
ভাবে যা'কে ধরতে পারে। ১১৭।

উদ্ভবনী অনুক্রিয়ায়
গজিয়ে উঠতে লাগল যত,
মায়ার গড়া আকাশ-বাতাস
প্রাণন-কাজে লাগ্‌ল তত। ১১৮।

উৎসর্জ্জনী ভাণ্ডারেরই
স্থির ও চরের লীলা থেকে,
বিশেষ ধারায় বহু পুরুষ
বিশেষ পাকে উঠলো জেগে। ১১৯।

স্থিতিশীল যা' তা'ই তো স্থির
স্থাণু বলে তা'য়,
আবর্ত্তনী সঞ্চলন যা'র
চর তা'কেই তো কয়। ১২০।

স্থির ও চর দুটি কেন্দ্রে
ঝলকদীপ্ত বিচ্ছুরণা,
ভাঙ্গাগড়ার ঝলক নিয়ে
করেই বিশ্ব সংরচনা;
সংঘাতেরই সঞ্চরণা
যোগবিয়োগের মাধ্যমে,

পরিণতির পরিমিতি
আনেই মায়া-বন্ধনে;
মায়া মানেই তো পরিমাপ
পরিণতিতে হয় বিকাশ,
মূর্ত্তনাতে রূপ দিয়ে তাই
তেমনতর করে প্রকাশ। ১২১।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ
মাৎসর্য্য-দের দ্যোতনক্রিয়া,
ভাব অন্তঃস্থ কম্পনে হয়
তেমনি নাচে থিয়া থিয়া। ১২২।

বৃত্তিগুলি গ্রন্থি জানিস্
ভাবদ্যোতনার সংবেদনে,
রঞ্জনা নিয়ে সেই ভাবেতে
রঙিল হ'য়ে ওঠে মনে। ১২৩।

সংঘাতের সম্বোধিতে
বিধান সৃষ্টি করে মায়া,
বিধানটাকে রূপায়িত
ক'রে সৃষ্টি করে কায়া। ১২৪।

স্তরে স্তরে সৃষ্টি নামে
যেমনতর কম্পনায়,
সেই ঊর্জ্জনায় বস্তু বিকাশ
প্রকাশও তা'র তেমনি হয়;
কম্পনা যেথায় সূক্ষ্মতে যা'
আকর্ষণ-বিকর্ষণ-বিরমণে—

দয়ালদেশটি তা'কে বলে
স্বতঃদীপ্ত সংরক্ষণে;
স্তরভেদেতেই শব্দেরও ভেদ
কম্পনও রয় তা'র অনুগ,
সৃষ্টিটা তো উথ্‌লে উঠলো
হ'য়ে তেমনি সেই গতিগ। ১২৫।

সৎ-অসৎ বিশ্বাস-অবিশ্বাস
যেমনতর দোলন দিয়ে—
ভাবও চলে সেই অনুভাবে
প্রাণন-বৃত্তির দ্যুতি নিয়ে। ১২৬।

পরম-পুরুষ উৎস সবের
ধারণ-পালন-পোষণ-স্রোত,
স্থির ও চরের বিচ্ছুরণায়
স্বতঃস্ফূর্ত্ত সত্তা-জ্যোত। ১২৭।

কোষ-অণুদের সুসঙ্গতি
পারস্পরিক সুবন্ধন,
তোমার সত্তার তা'তেই হ'ল
অস্তিত্বটার সংগঠন;
ছিন্ন হ'লে ঐ অণুকোষ
এলোমেলো দলে-দলে,
তুমিত্বটার অস্তিত্বটি
ফুট্‌ত কি রে জীবন ফলে? ১২৮।

অস্তিত্ববাদই বাস্তববাদ
যা'কে নিয়ে যত বাদ,

অস্তিত্বটাকে সেধে-শুধে
সার্থকে নে সকল বাদ। ১২৯।

তাইতো বলি সত্ত্ববাদ
সব বাদেরই পরম বাদ,
করবি তোরা কী উন্নতি
ঐটুকুকে দিয়ে বাদ?
তুইও যাবি, সবই যাবে
সত্তা-সাধক না হ'লে,
এখনও বলি দিস্ না রে পা
অমন মূর্খ কর্ম্মফলে। ১৩০।

কৃতিই হ'ল সক্রিয়তা
ধৃতি সবায় রাখতে ধ'রে,
ধৃতি-কৃতির সুসমন্বয়ে
সবাই কিন্তু উঠছে বেড়ে। ১৩১।

সত্তা কিন্তু ধৃতিই চায়
থাকতে চায় সে চিরদিন,
বেঁচে থেকে বিভব-লীলায়
উথল হ'তে প্রতিদিন। ১৩২।

ধারণ-পালন-সম্বেগ যেথায়
চেতন-বেগে উচ্ছলে,
সুজন যা'রা জ্ঞান-পিপাসী
ঈশ্বরই তো তা'য় বলে। ১৩৩।

ধারণ-পালন-সম্বেগেরই
উৎস জানিস্ ঈশ্বরে,
ধৃতিপালী অধিগতিই
সজাগ যে এই নশ্বরে। ১৩৪।

ঈশ্বর কথার বোধোৎপত্তি
ধারণ-পালন-সম্বেগের,
সৃজন, পালন, জীবন, ধারণ—
তাঁ'র বিভূতি ঐশ্বর্য্যের। ১৩৫।

ঈশ্বর মানেই অধিপতি,
ধারণ-পালনী সুসম্বেগ,
জীবনস্রোতটি হয় নিয়মন
যেথায় যেমন রয় আবেগ। ১৩৬।

ঈশ্বরেরই দীপনকেন্দ্র
সন্ত বলে দয়ালদেশ,
রক্ষণাই তা'র স্থিতিচলন,
থাকাতেই তো নিষ্ঠা অশেষ। ১৩৭।

জীবনবৃদ্ধির দ্যুতি সেটা
কম্পনাটি জীবন যা'র,
সেই দেশই তো দয়ালদেশ
উৎসই যেটা রক্ষণার। ১৩৮।

দৃষ্টির বাইরে কীট যা'কে কও
তা' সহ সকল মূর্ত্তি—
সবার জীবন সেই তো দয়াল,
(যাঁ'য়) বিশেষ দয়ার স্ফূর্ত্তি। ১৩৯।

অসৎ-চলায় সঙ্কোচ দয়ার
    সৎ-চলায় তা'র প্রসারণ,
সৎ-চলনই রাখে ধ'রে
    জীবন-আয়ুর প্রসাধন। ১৪০।

বাস্তব কিন্তু সব যা'-কিছুর
    সৃষ্টি—হ'তে দয়ালদেশ,
ভুয়ো চালে চলিস্ নে আর,
    চল্ সেধে তা'র জীবন-নিদেশ। ১৪১।

অধিপতি সবার যিনি
    তা'কেই লোকে বলে ঈশ্বর,
ধারণ-পালন-সম্বেগই তাঁ'র,—
    ধৃতি-তপে তাঁ'কেই ধর্। ১৪২।

———